ধূপ।

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।

১৩২৫ সাল।

মূল্য এক টাকা।

Published by
DWIJENDRA NATH SEN,
1, CHOWRINGHEE,
CALCUTTA.

Printed by
KARTIK CHANDRA BOSE
for
U. RAY & SONS, PRINTERS.
100, Gurpar Road, Calcutta.

ধূপের কয়েকটি কবিতা পূর্ব্বে 'ভারতী', 'ভারতমহিলা', 'পরিচারিকা' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

"মার্কিণ যাত্রা" প্রণেতা শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দে মজুমদার ও শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় এই পুস্তক প্রকাশে যে সহায়তা করিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাদের নিকট আমি চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম। চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া পটচিত্র খানি আঁকিয়া দিয়া যে উপকার করিয়াছেন, এই পুস্তক প্রকাশকালে সেজন্য তাঁহাকে আমার একান্ত আন্তরিক ধন্যবাদ না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না।

কলিকাতা
আশ্বিন,—১৩২৪।

বিনীতা—
গ্রন্থকর্ত্রী।

পূজা মন্দির মাঝে
পূজা আয়োজন করিয়াছি শুধু
সঙ্কোচে ভয়ে লাজে।
চয়ন করেছি কুসুম কলিকা
গোপন সুরভি ঢালা,
তব কণ্ঠের মতন করিয়া
গাঁথিয়াছি বরমালা।

আছে কি তাহাতে মধু?
দীন ভাণ্ডার করিয়া উজাড়
তুমি কি লবে না বঁধু?
বুঝে দেখো তুমি আছে কি না আছে
অমৃত কিবা সুধা,
নিমেষের লাগি মেটে কিনা মেটে
গোপন মনের ক্ষুধা।

তুমি যদি কর মন,
এক নিমেষেই সার্থক হয়—
মোর পূজা আয়োজন।

তুমি যদি কর গৌরব দান
কিছু নাহি চাহি আর,
পদতলে যদি টেনে নাও তুমি
সেবিকার সেবা ভার।

জান কি বিশ্বভূপ !
বাসনার মুখে দিয়েছি আগুন
জ্বালাতে তোমার ধূপ ?
তোমার আসনতলায় আসিয়া
মনের কালিমা মুছি,
চিরকলঙ্কী অন্তর মোর
হয়েছে শুভ্র শুচি ?

বুকে তুলে নিনু সেবা,
তব পূজা ভার নিয়েছে যে জন
তার মত সুখী কেবা ?
কোথায় জীবন, কোথায় মরণ,
কোথায় তুচ্ছ প্রাণ,
চরণের কাছে তুলিয়া ধরেছি
ভক্তির ধূপদান।

সূচি পত্র।

প্রকৃতি।

বিষয়	পৃষ্ঠা
সিন্ধু	১
তন্ময়	৩
অনন্ত	৬
বসন্তান্তে	৭
কল্পছবি	৯
মুগ্ধ	১০
মনের সুর	১৫
মল্লার	১৭
কৃষ্ণ	২০
কৃষ্ণরূপ	২২
বর্ষাছবি	২৪
নদী	২৬
শ্রাবণ ধারা	২৯
বর্ষণ ধ্বনি	৩১
ভাদ্রশ্রী	৩২
আবল তাবল	৩৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
রোদ্দুর	৩৮
বসন্ত	৪০
চির বসন্ত	৪৩
পল্লী-ভবন	৪৪
পল্লী পথে	৪৭
প্রভাতলক্ষ্মী	৪৯
প্রাভাতিক	৫২
সন্ধ্যালোকে	৫৪
সন্ধ্যাসুন্দর	৫৬

দুঃখ।

পরিচয়	৫৯
দুঃখ গর্ব্ব	৬২
মরণ	৬৪
দুঃখ	৬৬
প্রকাশেচ্ছা	৬৭
ব্যথাহারী	[illegible]
অমৃতা	৭০

বিষয়	পৃষ্ঠা
অভয়	৭১
তুঃখ ভিক্ষা	৭৩
বেদনাবিদ্ধ	৭৫
পরিণয়	৭৬
স্থলগন	৭৮
হতভাগী	৮০
প্রিয়তম	৮২
অন্ধকারের প্রভু	৮৪
অকূলে	৮৬

গান।

দিশারী	৮৯
ছদ্মবেশী	৯০
সৌভাগ্য	৯১
সহজ	৯২
বজ্রসুন্দর	৯৪
অভিলাষ	৯৬
তাই	৯৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রেমের যোগ	৯৮
মা	৯৯
দুঃখ-মধুর	১০০
আঁধার মণি	১০১
কৃতজ্ঞ	১০২
আগুন	১০৩
আত্মদান	১০৪
দুঃখ চেতনা	১০৫
বল সঞ্চয়	১০৬
অপূর্ণ	১০৭
সত্য লাভ	১০৮
বনিবনাও	১১০
অসহ্য	১১২
অনুশোচনা	১১৩
আহ্বান	১১৪
এবার	১১৫
সতর্ক	১১৬
খালি	১১৭
বিশ্বাস	১১৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
সর্ব্বমঙ্গল	১২০
মণি	১২১
বিরহ	১১৩
তাপদগ্ধা	১২৪
সাজা	১২৫
শান্তি	১২৬
অবসর	১২৭
স্বেচ্ছায়	১২৮
মার ডাক	১২৯
দর্শনানন্দ	১৩০
মহানন্দ	১৩১
ফিরে পাওয়া	১৩২
নবরূপে	১৩৩
বিশ্বপ্রেম	১৩৪
স্বীকার	১৩৫
অজানার ডাক	১৩৬
শান্তি মন্ত্র	১৩৮

প্রেম।

বিষয় — পৃষ্ঠা

প্রথম চুম্বন ১৩৯
একই ১৪০
জীবনের মালিক ১৪১
পঞ্চপ্রদীপ ১৪৩
ছাড়াছাড়ি ১৪৭
বিরহের ব্যাপ্তি ১৪৯
বিরহের আশ্বাস ১৫০
মিনতি ১৫১
মিলন ও বিরহ ১৫৩
অবিচ্ছেদ ১৫৪
প্রেম মুগ্ধ ১৫৫
তোমার প্রেম ১৫৭
আমার প্রেম ১৫৮
ঋতু সম্ভার ১৫৯
সাম্বৎসরিক ১৬৫

ভক্তিযোগ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
উদ্বোধন	১৬৭
ওঁ	১৬৮
গান-গৌরব	১৭০
নিবেদন	১৭২
গোপন আশ্রয়	১৭৬
বিচারপ্রার্থী	১৭৮
দেব পূজা	১৮৩
দয়াকাঙ্ক্ষা	১৮৪
চাওয়া ও পাওয়া	১৮৫
অযাচিত	১৮৬
বোধিলাভ	১৮৯
দুঃখের বোধ	১৯০
এখানে	১৯৩
সন্ধ্যার সত্য	১৯৪
নিরুত্তর	১৯৬
বিচ্ছেদের লাভ	১৯৮
মায়ার খেলা	১৯৯
সত্য	২০২

বিষয়	পৃষ্ঠা
বেদনার মণি	২০৪
চির-প্রেম	২০৬
সুন্দর	২০৮
মনের দেখা	২০৯
লুব্ধা	২১১
মালা বরণ	২১৩
মাঘোৎসব	২১৬
সংশোধন	২১৯
রসলোক	২২১
গীতিকা	২২৩
ত্রাতা	২৩৪
ষোড়শোপচার	২৩৬
ধ্যান	২৪২

বিবিধ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইন্দ্রপ্রস্থ	২৪৫
মৃত্যুমন্দির	২৪৮
তাজ	২৫০
মাঙ্গলিক	২৫২
গীতিমঙ্গল	২৫৭
ঠাকুরদাদা	২৬১
বাঙ্গালী সৈন্য	২৬৪
মঙ্গল গান	২৬৭
খোকার জন্ম	২৭৪
আগমনী	২৭৬
তুলনা	২৭৭
অদ্ভুত ইচ্ছা	২৭৮
মায়ের আনন্দ	২৮০
আদর	২৮২
খোকার হাসি	২৮৪

প্রকৃতি।

সিন্ধু।

ওরে চঞ্চল, ওরে অস্থির, ওরে তুই চিরক্ষিপ্ত,
শত বাহু মেলি আছাড়ি বিছাড়ি কি চাস্ অপরিতৃপ্ত?
কোন্ ধন তোর গিয়াছে হারায়ে সেই ধনে করি লক্ষ্য,
উঠিছে পড়িছে ভাঙ্গিছে গড়িছে অশান্ত তোর বক্ষ।

চরণ তলায় গড়াগড়ি যায় মাটির ধরণী ক্ষুদ্র,
তবু তোর রোষ ফেণায়ে ফেণায়ে ফুলে ওঠে ওরে রুদ্র!
বাসুকি উঠেছে পাতাল হইতে কোন্ বাঁশরীর যন্ত্রে?
নৃত্য পাগল লুটিছে ছুটিছে টুটি'ছে যাদুর মন্ত্রে?

বন্ধনহারা মত্ত উদার ওরে তুই চির মুক্ত!
আদিকাল হ'তে কবিদের গানে চিরদিন জয়যুক্ত!
বিশ্ব কবির কাব্য-জগতে তুই কি ভাষার সৃষ্টি?
প্রাণময় কিরে চঞ্চল তুই মহাশব্দের বৃষ্টি?

জগৎ নাথের জগতে কি তুই প্রলয়ের মহা শক্তি?
তোরে হেরি তাই ঢেউয়ের মতন ভেঙ্গে পড়ে প্রাণে ভক্তি।
গুরু গুরু ক'রে ডম্বরু বাজে কিবা দিবা কিবা রাত্রি,
সে ধ্বনি শুনিতে ছুটে ছুটে আসে লক্ষ হাজার যাত্রী।

ও তোর উদার দুইটী বাহুর আলিঙ্গনের স্পর্শে,
জাতি ভেদ ভুলে চুম্বন করে মহাসুখে মহাহর্ষে।
একি তোর প্রেম বিশ্ব বিশাল ওরে তুই প্রেমমত্ত !
মহা প্রেম সাথে মিলনের লাগি মানবেরে দিস্ সত্ত্ব ?

নিটোল তোমার যৌবন তনু হৃদয় তোমার চঞ্চল,
শুভ্র ফেণার জরিতে ঝলিছে নীলাম্বরীর অঞ্চল।
বিষ্ণু লক্ষ্মী উৎসব করে রত্ন প্রাসাদে রঙ্গে,
তারি আনন্দ উচ্ছ্বসি উঠে ও তোর পূর্ণ অঙ্গে !

হে চিরনূতন, চির অশান্ত, দুরন্ত তোর ভঙ্গি,
কাছে টেনে নিয়ে আমারেও তোর ক'রে নে নাচের সঙ্গী ;
কালিমা আমার ঢেকে দেরে তোর নির্ম্মল ফেণপুঞ্জে,
বেদনা-ক্ষুব্ধ অন্তর যেন শান্তি স্বরগ ভুঞ্জে।

ওগো প্রিয়, ওগো বন্ধু মহান, ওগো মোর চিরমিত্র,
তুলির লিখনে লিখে নিই তব রঙ্গীন মোহন চিত্র।
আর লিখে নিই দুদিনের সুখ গেঁথে নিই দুটা ছন্দ,
বুকে এনে দেবে আমরণ মোরে অসীমের ভূমানন্দ

তন্ময়।

হে সুন্দর, হে মহান, চিরলীলা ময়,
হেরিয়া তোমার রূপরাশি,
শুনিয়া প্রলাপ কথা,—ও দুরন্ত ব্যাকুলতা,
প্রলয় ঝঙ্কত তব হাসি,
অধীর আগ্রহে মোর ভরেছে হৃদয়।

পবিত্র ও ফেণপুঞ্জ কালিমা বিহীন,
পাগল ও ঢেউয়ের নাচন,
হেরি মোহ মুগ্ধবৎ ভুলে যাই এ জগৎ
ভূলে যাই মরণ বাঁচন,
ভুলে যাই আসে যায় জীবনের দিন।

শিশুর মতন তব হেরি দাপাদাপি
প্রাণ মোর পুলকে বিহ্বল ;
আসিতেছ ফুলে ফেঁপে, হাওয়ায় হাওয়ায় কেঁপে,
চঞ্চল হৃদয় তব চরণ চপল,
দুই হাতে উচ্ছ্বসিত হৃদয়েরে চাপি।

তোমারি সলিল করে চরণ চুম্বন,
—ছুঁয়ে যায় তোমার পরশ ;
জড়াইয়া পা দুখানি, করে কত টানাটানি,
সে কি ব্যথা সে কিগো হরষ ?
দুটি চোখে গলে পড়ে ঝরে পড়ে মন।

শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে চায় দুরন্ত পরাণ,
বন্দী চায় অসীমের ছুটি ;
লও মোরে লও ডেকে, মাটির এ কারা থেকে,
প্রসারিয়া স্নেহকর দুটি।
বুকের পাঁজরে পশে অনন্তের গান।

হে দুরন্ত সিন্ধু ওহে মহা পারাবার !
জুড়াইল তনু তব জলে ;
সাধ হয় ডুবে দেখি, এ হৃদয় জুড়াবে কি
তোমার ও বুকের অতলে ?
তলাইয়া সেই দেশে দেখি একবার।

পশে না যেথায় খর-রবির কিরণ,
মণির আলোক যেথা হাসে,
নাহি গো প্রাণের সাড়, উন্মত্ত এ তোলপাড়—
এ গর্জ্জন ছুটে নাহি আসে ;
ঢেউয়ের ভাঙ্গেনা ঘুম মত্ত সমীরণ।

হৃদয় স্পন্দনে তব দাও মৃদু দোল,
আলিঙ্গিয়া বুকে ধীরে ধীরে ;
গুরু গুরু গাহ গান জুড়াইতে দগ্ধ প্রাণ,
প্রবাল মুকুট দাও শিরে ;
বালির শয়ন যেন জননীর কোল।

সুনীল শিথান আর সুনীল চাদর
ঢেকে দাও ব্যথাহত দেহে,
উপরে থাকুক বাঁচা প্রলয়ের ঢেউ নাচা,
মরণ থাকুক্ তব গেহে ;
দেহে মনে থাক্ তব সুনীল আদর।

অনন্ত।

হে বন্ধু, হে পরিচিত, হে চির সাধনা,—
হেরিয়া তোমার হাসি তোমার কাঁদনা,
কোথা ডুবে ভেসে যায় কোলাহল কথা,
প্রাণের অশান্তি আর চির ব্যাকুলতা!
কোথা নয়নের জল কোথা হাহুতাশ
উড়ায়ে লইয়া যায় দুরন্ত বাতাস!
কোথায় বিষাদ কোথা সংশয়ের দোল
দিগন্তে ভাসায়ে দেয় গভীর কল্লোল!
অধীর আকুল প্রাণ নিমেষেই হায়
ঘুমেতে ঢুলিয়া পড়ে ঢেউয়ের ফেনায়।
অতীত ভবিষ্য আর বর্ত্তমান নাই,
তোমাতে আমাতে যেন একেতে মিলাই।
মরে যায় ছোট কথা, ছোট ব্যথা গান,
অনন্তে মিশিতে চায় অনন্ত পরাণ।

বসন্তান্তে।

বসন্তের ফুল সাজ নাই আর নাই আজ হল অবসান ;
মাতাল হাওয়ার দোল, বিহগের কলরোল,—বন্ধ হল গান !
শুধু দুটি দিন তরে ফুটিল গৌরবভরে সৌন্দর্য্য মুকুল,
শুধু দুই দণ্ড লাগি নীরবে উঠিল জাগি যৌবন আকুল।

সে যেন গিয়াছে আজ উমার বাসক সাজ মহেশের আশে,
তপস্যার বহ্নি দিয়া আজ ঘিরিয়াছে হিয়া তাপসীর বাসে।
নাই সে ফুলের মেলা, সে মধু বিলাস খেলা, তনু ঘিরি তাঁর
বুকের কম্পন রাশি নয়নে অধরে হাসি নাই নাই আর।

ব্যর্থ সে রূপের প্রভা, অঙ্গে অঙ্গে সেই শোভা, ব্যর্থ ফুলবাণ
মহেশের রোষানলে ভস্ম হয়ে গেল জ্বলে মদনের প্রাণ !
তাই আজ তাই সতী সে রূপের এ আহুতি দিয়াছেন ঢালি,
তাঁর সারা তনু ঘিরে অনল সে বুক চিরে দিয়াছেন জ্বালি।

সে কোমল ক্ষীণলতা বসেছেন ধ্যানরতা নিস্পন্দ নিশ্চল,
নয়নে পলকহারা, উড়িয়া উড়িয়া সারা গৈরিক অঞ্চল।
শান্তির প্রতিমা খানি, মুখে তাঁর নাই বাণী, বুকে প্রেমটীকা,
ব্যথা লয়েছেন বরি চারি পাশে মরি মরি অনলের শিখা !

সে চাঞ্চল্য নাই আজ কথায় হাসিতে লাজ, গানের আবেশ।
সঞ্চারিণী লতাসম সেই গতি অনুপম মাধুরী অশেষ।
ভক্তিমতী একমনা বসেছেন যোগাসনা পবিত্র সুন্দর,
মগ্ন তাঁর যোগাবেশে কত দূর দেশে দেশে বিশ্বচরাচর।

সে মোহ গিয়াছে ছুটে, কি জ্যোতি উঠেছে ফুটে দুনয়ন ভরা ;
নির্ব্বাক নিস্তব্ধ বিশ্ব দেখিতেছে একি দৃশ্য বিস্ময়েতে সারা।
সুন্দরীর দেহ পরে, কি জ্যোতি পড়িছে ঝরে তীব্র নিরমল,
ঝলসিয়া যায় আঁখি,—কুঞ্জে কুঞ্জে তাই শাখী শূন্য ফুলদল।

মহেশের অগ্নি লাগি উমার উঠিল জাগি নব কলেবর,—
সেই মত বর্ষ শেষে বসন্তের নববেশে এই রূপান্তর।
তপস্যা দিয়াছে তাঁরে কত রূপ একাধারে স্নেহভরে চুমি,
তাই অতি চুপে চুপে উঠেছেন নবরূপে সৌন্দর্য্যে কুসুমি'।

নিজ দেহ করি ক্ষয় শিবের গাবেন জয় এই তাঁর সাধ,
রূপের এ জাল খুলি মাথায় লবেন তুলি তাঁরি আশীর্ব্বাদ।
রবির অনলধারা—পার্ব্বতীর গৃহহারা গুপ্ত অনুরাগ,
পবিত্র নির্ম্মল তেজে উমার তপস্যা এ যে, এ নহে নিদাঘ।

কল্পছবি।

আকাশের সীমা হতে সীমান্তর জুড়ি
পড়ে আছে আলু থালু মেঘের শয়ন,
ধূসর আঁচল দিয়ে দেহলতা মুড়ি
ইন্দ্রাণী আজিকে যেন বিষাদিতমন।

দেহ হতে নীলাম্বরী ফেলি দিল টানি;
জড়ায়ে পড়িয়া আছে মেঘের শিথান;
ম্লান মুখে চুপি চুপি করে কাণাকাণি;
পারিজাত কাননের ফুলের বিতান।

ধরায় বহিয়া যায় পবন সঘন
ভারাক্রান্ত হৃদয়ের জমান নিশ্বাস,
গোপন প্রাণের কথা বিষাদমগন
মর্ম্মরে বহিয়া আনে তাহারি আভাস।

হৃদয় গগন কিরে হবে মেঘহারা
না পড়িলে দুটি ফোঁটা আঁখিজলধারা?

মুগ্ধ।

এমন দিনেতে গানের আবেশ
ছুটেছে প্রাণে,
অকথিত কথা বলিবারে চাই
নূতন তানে।
গগন হইতে তিমির ভরা
আলোক এসেছে আঁধার করা,
এ যেন রে ম্লান মরণের হাসি
দিবাবসানে।

থেকে থেকে শুনি ঝর ঝর করে
বাদল হাওয়া,
কণ্ঠের বাণী হারায় আমার
হয় না গাওয়া।
গান থেকে যায় আমারি বুকে,
ধ্বনিয়া উঠে না বিপুল সুখে,
বাহু মাঝে যাহা ধরিবারে চাই
যায় না পাওয়া।

আপনারে আজ লুকাতে পারেনি
প্রয়াস করি,
তাই তারি রূপে বিশ্ব এমন
উঠেছে ভরি।
বাতাসে গন্ধে রূপের ভাতি
আঁধারে জ্বালাল মাণিক বাতি,
তরু লতা হ'তে জলফোঁটা রূপে
পড়িছে ঝরি।

কে ভুলাল আজ সকল বেদনা
গোপনে হেসে ?
মনে হয় মোর বাঞ্ছিত এল
মেঘেতে ভেসে।
তাই এ আঁধার নয়নলোভা,
কালো মেঘে এত রূপের প্রভা,
সোণা সাগরেতে ডুব দিয়ে এল
স্বর্গ শেষে।

কাহার মনের বাসনা এসেছে
আকাশ তলে,

নিবিড় সে কথা আঁধার নয়নে
নীরবে বলে।

সে কথা কিছুই লুকান নাই,
পাখীর কণ্ঠে ধ্বনিছে তাই,
হাসি ঢেলে গেছে কাননে কাননে
কুসুম দলে।

যে জন সদাই দূরে দূরে রহে,
আড়াল রাখে,
সেও ধরা দেয়, এমন দিনে সে
দূরে না থাকে!
যার লাগি চির বিরহ ভার,
এমন দিনেতে সে আপনার
সজল হাওয়ার স্নিগ্ধ বাসরে
হৃদয়ে ঢাকে।

আমারও পরাণে এসেছে সে কথা
গোপন তলে,
মনে হয় তারি পদ ধ্বনি শুনি
বাদল জলে।

আকাশে চাহিয়া ভরেছে মন,
মনে হয় চির সুদূর ধন
ধরা দিতে এল গোপনে হৃদয়-
পদ্ম-দলে।

মেঘের ফাঁকেতে লুকায়ে দেখিছে
করিয়ে চুরি,
গোপনে রচিছে আঁধার মেঘেতে
স্বপন পুরী।

তার সে চাতুরী ছলনা ভরা
হৃদয়ে আমার পড়েছে ধরা,
চিনেছি আমার সেই মায়াবীর
এ জারি জুরি !

কত কথা আমি বলিবারে চাই
যায় না বলা,
অতল সাগরে খুঁজে মরি তল
পাইনা তলা।

ঘুয়ায় না কথা হৃদয়ে মোর,
বিশ্ব মায়াবী করেছে ভোর,
মুগ্ধ নয়নে দেখি শুধু তার
এ ছলা কলা।

মনের সুর।

বিশ্রাম হারা ঝর ঝর ধারে
ঝরিতেছে বারিধার,
মর্ম্মর শ্বাস বহে বহে আনে
পল্লব বীথিকার।
আর আসে দূর গগন হইতে
গুরু গুরু গরজন,
কেলি-কদম্ব-রোমাঞ্চ-তনু
-মিঠে-সৌরভ-ভার।
রিম্ ঝিম্ ক'রে নূপুর বাজায়
শ্রাবণের বরষণ,
ঝিল্লি তানের সঙ্গীতে কাঁপে
নিবিড় অন্ধকার।
সরসা ধরণী জড়ায়ে রয়েছে
শ্যামল আলিঙ্গন,
দাদুরী শুধুই টঙ্কার দেয়
গম্ভীর একতার।

নয়নের কোলে ছল ছল করে

অশ্রুর কম্পন,

মীড় টেনে টেনে কে বাজায় প্রাণে

বেদনার মল্লার।

মল্লার।

তৃষিত ধরার বক্ষ পরে
ঝর্ ঝর্ ঝর্ বরষা ঝরে।
মুক্তার মত ঝালরে গাঁথা
দুলে দুলে পড়ে বাঁশের পাতা।

বন ভূমি আজ কূজন হারা,
ধ্বনিছে শুধুই বৃষ্টি ধারা।
বনের বাতাস বনেতে কাঁদে
ভাঙ্গা হৃদয়ের আর্ত্তনাদে।

বাদাম গাছের ডালের কাছে
নিবিড় আঁধার জড়ায়ে আছে।
বাতাস ছুটিয়া চলেছে হু হু,
বনান্তে কাঁপে পিকের কুহু।

হৃদয় বেদনা মূর্ত্তি ধরে,
ঝর্ ঝর্ ঝর্ বরষা ঝরে।

জলের উপর রচিছে মায়া
মেঘের আলোক মেঘের ছায়া।
কালো জলে খেলে আলোর রাশি,
পাশাপাশি নাচে কান্না হাসি।

আলো উঁকি মারে মেঘের ফাঁকে,
জড়ায়ে ধরেছে আকাশটাকে।
জলের ঝাপট ছুটিয়া আসে
বিরহ ব্যথিত বুকের পাশে।

বনের বিলাপ প্রবল ঝড়ে
বুকের মাঝারে ভাঙ্গিয়া পড়ে।
বক্ষে আঁধার আঘাত হানে,
চক্ষে জলের আভাস আনে।

মন নাহি লাগে শূন্য ঘরে,
ঝর্ ঝর্ ঝর্ বরষা ঝরে।

কালো মেঘে আর নিবিড় জলে
কি যেন বিরহ রাগিনী বলে ;

অন্ধ তুফান ছুটিয়া আসে
মিলে মিশে যায় দীর্ঘশ্বাসে।

অলস দিনের অলস গীতি
হৃদয়ে জাগায় হারান স্মৃতি ;—
আমারি বুকের পাঁজর ঘিরে
কে যেন কাহারে খুঁজিয়া ফিরে।

বেলা নাহি কাটে বাদল দিনে
মনের প্রাণের মানুষ বিনে ;
শূন্য দেউলে শূন্য আমি,
কেমনে কাটিবে দিবস যামী ?

আশে পাশে আর বুকের 'পরে
ঝর্ ঝর্ ঝর্ বরষা ঝরে।

কৃষ্ণ।

এস নীরদ-বরণ-সাজে
মোর হৃদয়-গগন মাঝে,
এস হে দয়িত কান্ত!
তুমি নিবিড় নয়নে চাহ,
মোর জুড়াও সকল দাহ,
এস হে চির প্রশান্ত!
প্রাণ- বল্লভ এস প্রাণে,
এস প্রেম কম্পিত গানে;
বরষার মত রঙ্গে;
এস উচ্ছল কল গীতে,
এস সরম-চকিত চিতে,
এস তুমি জলভঙ্গে!
এস তরু-মর্ম্মর-স্বরে,
এস চঞ্চল-লীলা-ভরে,
উচ্ছসি প্রাণ প্রান্ত,
এস হে দয়িত কান্ত!

এস ঝর্ ঝর্ রবে তুমি ;
মোর হৃদয়ের বনভূমি—
উৎসুক তার দৃষ্টি,
এস রমণ, এস হে প্রিয়,
মোর দগ্ধ বক্ষে দিও
শ্রাবণ-নিঝর-বৃষ্টি !
এস প্রাণেশ, এস হে বক্ষে,
এস ক্লান্ত কাতর চক্ষে,
এস কৃষ্ণ, এস হে ধ্বান্ত,
এস হে দয়িত কান্ত !

কৃষ্ণরূপ।

ওগো মেঘ, ওগো মেঘ,
ওগো নটবর,
আকাশের লীলা-সহচর,
ওগো বরষার মেঘ
শ্যামল সুন্দর!
রোদফাটা নিদাঘের
গাঢ় আঁখিজল
মাখা তোর কেশে বাসে;
সে আঁধার নেমে আসে
ওগো স্নিগ্ধ, কান্ত, সুশীতল!

পুঞ্জ-পুঞ্জ আঁধারেতে
নিবিড় মধুর!
হিয়া মোর করিলি বিধুর।
নেমে আয় নেমে আয়

করুণা-করুণ ;
মোর আঁখি তারকায়
ওগো মেঘ নেমে আয়,
জ্বালাইয়া প্রেমের অরুণ !

মরণের মতন সুন্দর
তেমনি গভীর কালো
শান্ত মনোহর ;

ওগো বরষার মেঘ
ওগো অনুপম,
ওগো মরণের মধু,
তুই কৃষ্ণ, তুই বঁধু,
তুই প্রিয়তম।

———

বর্ষাছবি।

শাওণ-মেঘে গগন যেন নিঝুম হ'য়ে আসে,
বিষাদ সম আকাশটিরে জড়ায় আশে পাশে।
বিরহ-হৃদি-মথন-করা পবন বহে' যায়
শিহর-জাগা শীকর-ঝরা বর্ণের বীথিকায়।
নীপের শাখে হাওয়ার ডাকে ঝুলন ঝুলে পড়ে।
পাগল সম বেণুর বনে হরিৎ পাতা নড়ে!
বেতসলতা আছাড়ি পড়ে জলের ধারেধার,
বনের সুরে মনের সুরে হ'লরে একাকার!

কেতকীবনে মাতাল হ'ল পাগল হাওয়া আজ,
রঙ্গন ফুলে রঙ্গীন হ'ল পুলক-ভরা লাজ।
হরষ যেন সরস হ'ল জম্বু বনে বনে,
সরম যেন শ্যামল হ'ল দুর্ব্বাতৃণাসনে।
রভস যেন গভীর হ'ল তমাল ডালে ডালে,
মিলন যেন রুচির হ'ল কৃষ্ণচূড়া-ভালে,
চপল হ'ল ঊর্ম্মিলীলা রেবার বারিধার,
বনের সুরে মনের সুরে হ'লরে একাকার!

ওপারে নামে মেঘেরা যত নৃত্যকলাশীল,
কাজল সম সজল ঘন, কালার মত নীল।
পিয়ালবনে কেশর ঝরে দাপট হাওয়া লাগি,
মেঘের ঘন নিবিড় স্নেহে শিরীষ উঠে জাগি।
নিমের ডালে ঝালর ঝোলে রেশমী সবুজের,
পিচুলবনে দোদুল দোলে দোলন পুলকের।
বনানী সাথে ধূসর মেঘে প্রভেদ নাহি আর,
বনের সুরে মনের সুরে হ'লরে একাকার!

মুক্ত যেন অলক সম মেঘেরা পড়ে উড়ে
শিবের মত ধেয়ানে রত বিন্ধ্যগিরিচূড়ে।
পলাশফুলে শোণিত সম রঙ্গীন হ'ল ওকি?
আনন্দেতে মাতাল হ'ল বনের আমলকি।
ধ্বনিছে যেন ঝাঁঝর হেন ঝিল্লি চারিভিতে
হাওয়ার হাঁকে, মেঘের ডাকে, কেকার কলগীতে।
নূপুর সম মৃদুল বাজে শ্রাবণবারিধার,
বনের সুরে মনের সুরে হ'লরে একাকার!

নটী।

ঘন বরষা আইল রে।
নিবিড়-আঁধার-মুক্ত অলকে
গগন ছাইল রে।
বিদ্যুদ্দাম ককতি কায়
জমাট আঁধার চিরে চিরে যায়,
দিকে দিকে একি প্রাণ ভরে, দেখি
রূপ ঘনাইল রে।

সে যে রঙ্গ রঙ্গিনী
হাজার-ধারায়-মোহনরূপের
—নির্ঝর-ভঙ্গিনী।
স্রস্ত শিথিল আলু-থালু বেশ,
নেত্রে তাহার মত্ত আবেশ,
পাপিয়ার সুরে করুণে মধুরে
গান গাওয়াইল রে।

সে যে চরণ-মন্থরা,
খসে, খসে, পড়ে লোল উত্তরী
বিভল-অন্তরা ;

রূপরাশি যেন পড়িছে ভাঙ্গিয়া,
শ্যামল তৃণের সবুজ আঙ্গিয়া
দিকে দেকে তার বর্ণশোভার
রং ফলাইল রে।

তার চরণ-মঞ্জীরে
তালে তালে যেন বাজে ঘন ঘন
মধুর মন্দিরে।
মঞ্জু কণ্ঠ বেষ্টিয়া তার
শুক শারিকার পান্নার হার,
বৃষ্টি টুটিয়া হীরার বুটিয়া
চেলী পরাইল রে।

সে যে নয়ন-রঞ্জিনী
তরু শিরে শিরে বিহগ বাজায়
স্বর্ণ-খঞ্জনী !
বিলোল নয়ন বিক্ষেপণায়—
নটী কি নাচিছে ইন্দ্র-সভায় ?
উর্ব্বশী তার বক্ষের হার-
মণি খসাইল রে।

তার হাসির রঙ্গিমা
শিঞ্জিত তার চরণ ফেলার
নৃত্য-ভঙ্গিমা।
ঘুরিছে উজ্জল কঙ্কণ বালা,
কল হংসের মুখর মেখলা,
ভুবন গগন মূর্চ্ছামগন
প্রেমে রসাইল রে।

সে যে বীণায় যন্ত্রিয়া
যাদুবিদ্যায় মুগ্ধ হৃদয়
ফেলেছে মন্ত্রিয়া।
ঝর্ ঝর্ ঝরে অক্ষি-নিঝর,
মোহ ভেঙ্গে পড়ে বক্ষের পর,
যাদুকরী আজ শঙ্কিত-লাজ
হৃদি গলাইল রে,
ঘন বরষা আইল রে।

শ্রাবণ-ধারা।

ওগো শ্রাবণের ধার,
ওগো শ্রাবণের বারি,
তুমি কোন্ স্বরগের অমৃত ঝারি,
আকাশের মণি হার ?

তুমি কোন নয়নের জল
পড়িতেছ ঝর্ঝরি ?
কার লাবণ্যে ঢল্ ঢল্
কণ্ঠের সাতনরি ?

তব চুম্বন টুটে
কম্পিত-প্রেম-ভরে,
ঐ শ্যামল ধরার বক্ষের, পরে
কদম শিহরি উঠে।

ওগো এ কি তব বরদান ?
এ কি তব প্রেমঢালা ?
ওগো আলোকে দীপ্যমান
রতন-গুঞ্জ মালা !

নূপুর গুমরি মরে
বেষ্টিয়া লঘু পায়ে,
ওগো তরল হীরার ঝালর ঝুলায়ে
নামিতেছ ধরা 'পরে।

হেথা তমাল আকুল-হিয়া
আমলকি আন্‌মনে
ঐ মর্ম্মর ডাক দিয়া
তব পদধ্বনি গোণে।

বর্ষার বুকভরা
এসেছ দুলালী মেয়ে,
তুমি শ্রাবণের ঐ কোলখানি ছেয়ে
এসেছ হৃদয়হরা!

ওগো তোমার পরশ-রাগে
হৃদয়ের নীপ দুলে,
মোর মধু-মাধবিকা জাগে
নব প্রেম ফুলে ফুলে।

বর্ষণ ধ্বনি।

একি এই আঁধারের ভাষা—
যোজন যোজন হ'তে ছুটে কাছে আসা ?
ডুবায়ে ভুলায়ে দেওয়া এই বিশ্বখানি
মৈত্রেয়ীর পরিপূর্ণ অমৃতের বাণী ?
ত্রিভুবনে কোথা নীড় কোথা এর বাসা ?
গ্রহ শশী তারকার প্রদীপ নিভায়ে
বাদলের দুর্নিবার এ দুরন্ত বায়ে
ঝরে কার চোখ ?
একি করুণ বিলাপে গাঁথা বিরহের শ্লোক ?
একি ঐ আকাশের হৃদয়ের সুর
আঁধারে ধ্বনিয়া ওঠে কোমলে মধুর,
——মুখর এ শ্রাবণের ব্যক্ত ভালবাসা ?

ভাদ্রশ্রী।

যে দিকে ফিরাই নয়ন দুটী
সবুজের ঢেউ পড়িছে টুটি ;
বরষা এসেছে সরস-করা,
শস্য-শ্যামলা বসুন্ধরা।

কাশ-কুসুমের শুভ্র তুলি,
ফেণার মতন উঠেছে ফুলি ;
খালে বিলে জল নাহিক ধরে
বিশ্ব-মায়ের ভাঁড়ার ঘরে।

অস্ত রবির সোণার হাসি
পশ্চিম হ'তে নেমেছে আসি,
লতায় পাতায় নদীর জলে
হাজার হাজার মাণিক জ্বলে।

ফিরে দেখি পূব আকাশ তটে
ভরা ভাদরের বারতা রটে ;
তিল ঠাঁই নেই আকাশ জুড়ে,
ছেয়ে দিল কালো মেঘেতে উড়ে।

সুর্ম্মার মত রংটি খাসা,
রাত্রির মত নিবিড় ঠাসা ;
তাতে লাগে শেষ রবির প্রভা,
মোর মনে লাগে দেখি সে শোভা—

শ্যামাঙ্গিনীর ঠোঁটের পাশে
এ যেন প্রেমের হাসিটি ভাসে !

ক্রমে নিভে আসে দিনের জ্যোতি,
খ'সে পড়ে জল-ঝালর-মতি ;
ক্ষ্যাপা হাওয়া আসে তাহার সাথে,
মাঠ-ভরা তৃণে মুক্তা গাঁথে।

ছোট গ্রাম কোথা ছায়ায় ঢাকা,
মরণের মত শান্তি-আঁকা ;
অজাগর সম ঘূর্ণিপাকে
ঘুরে ঘুরে ধোঁয়া ঘিরেছে তাকে।

ধেনুদল ল'য়ে ঝড়েরে ঠেলে,
গোয়ালে ফিরিছে রাখাল ছেলে।

ভাদ্র আকাশে মেঘের মেলা
ঢেউয়ের মতন করিছে খেলা;

কভু হাসে কভু গরজে রোষে,
নাগিনীর মত গরল ফোঁসে;
দিগন্তজোড়া কাজল কালো
ছড়ায়ে পড়েছে ধূমল আলো।

ভরা নদীটির দুইটি তটে
উচ্ছল জল কাকলী রটে;
প্রেমের প্লাবন গোধূলি রাঙ্গা
নেমে পড়ে ঐ আকাশ ভাঙ্গা।

গর্ব্বি-মনের গর্ব্ব হা রে
ঝ'রে পড়ে যেন অশ্রুধারে।

আবল তাবল।

আজ এলো মেলো হাওয়া বয়
সারা ভুবনে ভুবনময়।
ভেঙ্গে গেছে তার বন্ধ দুয়ার,
দিয়ে গেল তাই সাড়া,
নিঝুম বিশ্ব প্রাণের মাঝারে
দিয়ে গেল ঘন নাড়া।
মোর প্রাণে দিয়ে গেল হানা,
সে যে পাগল মেয়ের মত বুকে এসে
করে দুরন্তপনা।

সে যে আকাশের নীল উদার বক্ষে
বাসনার মত খোলা,
বনে বনান্তে গাছে গাছে তাই
দিয়ে গেল স্নেহ দোলা।

আজ বাধা-বন্ধন-হারা
প্রতি দিবসের নিয়মমুক্ত
প্রলয়ের একি ধারা !
আজ দেয়ালের বাধা টুটি'
বিশ্ব-কর্ম্মশালায় তাহার
একটি দিনের ছুটি।

ওরে ঢেউয়ের মতন ফেঁপে
ওই নীল সাগরের বক্ষের তলে
বলক এসেছে কেঁপে।
আজ আমার বুকের মাঝে
ওরে মুক্তির সুর বাজে,
এই দুয়ার রুদ্ধ মন
ওরি মত যেন হাহা ক'রে আজ
ঘুরে' মরে ত্রিভুবন।
তার কোথা বিশ্রাম ঠাঁই ?
ওরে বাসনার ধন নাই।

আজ বন্দী পেয়েছে ছুটি,
তাই ত্রিভুবন লয় লুটি।
দিল আলাভোলা এই মাতাল বাতাস
মুক্তির সুখবর,
মোর কাণে কাণে ব'লে গেল প্রাণে
এ নহে আপন ঘর।
ওরে আমার প্রাণের কাছে
শঙ্কর যেন তালে তালে আজ
তাণ্ডব নাচ নাচে!

রোদ্দুর।

সোণার রোদের বন্যা এল
আকাশ-ভাঙ্গা সুখ,
মোদের ধরা ভেসে গেল
প্রেমেতে উন্মুখ।
সোণার আলো পড়্‌ল মিঠে,
ছিটিয়ে দিল সোণার ছিটে,
মাঠে ভরা মঞ্জরীতে
লাগল মোহ-সোণা;
কলা বনের শ্যামলতায়
পবন এসে হর্ষ মাতায়,
আলো ছায়ায় সুরু হ'ল
সোণারই জাল বোনা।
রঙ্গীন ফুলে রঙ্গীন ফলে
গাছের পাতায় মাণিক জ্বলে,
সোণা হ'য়ে উঠ্‌ল ফুটে
অন্ধকারের দুখ,
মোদের ধরা ভেসে গেল
প্রেমেতে উন্মুখ।

সোণার রোদের রঙ্গীন নেশায়
মাতাল হ'ল সব,
প্রাণের মাঝে জাগ্‌ল আজি
আলোর মহোৎসব।
দখিণ হাওয়ার ব্যস্ত ত্বরায়
নেবু ফুলের পাপ্‌ড়ি ঝরায়,
ঘন সবুজ হিন্দোলাতে
কচি পাতার দোল,
আলোর মদে মাতাল যত
মধুর লোভে মধুব্রত
আম্র বনে জাগায় মৃদু
গুঞ্জ কলরোল।
আকাশে নীল সাগর টুটে
স্বর্ণ-আলোক-পদ্ম ফুটে,
পড়্‌ল ঝ'রে পাপ্‌ড়ি তারই
আলোয় ভরা বুক,
মোদের ধরা ভেসে গেল
প্রেমেতে উন্মুখ।

বসন্ত।

কার জাগরণী গেয়ে উঠে পাখী আজ ?
এল এল এল এল বসন্তরাজ।
কত যুগে যুগে ফাগুনের বুকে তার
আগমনী সুর করিয়াছে ঝঙ্কার।
সাথে আনিয়াছে লক্ষ যুগের কথা,
লক্ষ যুগের হাসি সুখ দুখ ব্যথা,
অতীত দিনের বাক্যবিহীন সুর
ফাগুনের বুক ক'রে আছে পরিপূর।

ভুবনে এসেছে নূতন অতিথি কি ও ?
গগনে লুটায় সুনীল উত্তরীয়।
তরুতলে ছায়া শিহরে তপন তাপে,
তরুণ বুকের স্পন্দন সম কাঁপে।
বকুলের বুকে ভ্রমর সে গুণগুণে
সোণার মোহের স্বপনের জাল বুনে।
গোলাপে বেড়িয়া দলগুলি ভাঙ্গা ভাঙ্গা
লাজ-রক্তিম কপোলের মত রাঙ্গা।

শিথিল চরণে বায়ু করে যাওয়া আসা,
প্রথম প্রেমের সে যেন প্রথম ভাষা।
স্বরগের দূত—আকাশের ভরা আলো—
সরম-অবশ চাহনি, সে যেন কালো।
সৌরভ আসে ভেসে ভেসে অবিরত
তরুণ জনের প্রথম চুমার মত।
আলো আর বায়ু বোঁটাভরা ফুল পাতা
পাগল কবির সে যেন পাগল গাথা।

কল মুখরিত মরাল মরালী চলে
সন্ধান করি শীতল অমল জলে।
চলেছে বলাকা সৈকত পরিহরি
তটিনীর গান আপন কণ্ঠে ভরি।
ঘুঘু ডাকে ঘন পাতার শেষের পরে
নিদ্রা-বুলান-রাগিনী তন্দ্রাভরে।
বুকে এসে লাগে আলাভোলা তার গান,
প্রণয়ী জনের সে যেন প্রলাপ-তান।

মদিরাবিভল বসুন্ধরার হিয়া
মত্ত করেছে কে যেন প্রণয় দিয়া।
বক্ষে দিয়েছে প্রণয়ের ফুল-ডোর,
চক্ষে দিয়েছে গোলাপী নেশার ঘোর।
তনুলতা ঘিরি ফুটিয়াছে ফুল হাসি :
প্রণয়ী জনের দরশ পরশ রাশি।
ভিতরে বাহিরে করিয়াছে নিরুপম
প্রথম মিলনে আলিঙ্গনের সম।

চির-বসন্ত।

প্রবীণকে আজ নবীন ক'রে দিয়ে,
মৃত্যুকে আজ মরণ-ব্যথা হানি',
কে এলরে ফুলের ফসল নিয়ে,
প্রাণের মাঝে জাগ্‌ল কানাকানি!
কচি পাতার সবুজ পিঠে পিঠে
বুলিয়ে গেল হাওয়ার চুমা মিঠে,
মনের মাঝে জাগ্‌ল একি নেশা,
আকাশে রং লাগ্‌ল কি আশ্‌মানী।

ভাঙ্গ্‌ল ধরার মৌন নীরবতা
ফুলের গানে, পাখীর কলরোলে;
সবুজ হয়ে ফুট্‌ল ব্যাকুলতা
বনতরুশাখার কোলে কোলে।
বসন্তেরি আমেজ লাগে মনে—
গন্ধে, গানে, নবীন যৌবনে;
মৃত্যুজয়ী আনন্দ-রস পানে
অমর হ'ল জীর্ণ হিয়া খানি!

পল্লী-ভবন।

হেথা চষা মাটির ক্ষেতের 'পরে
সবুজ রংএর ঢেউ,
শ্যামল শোভা জেগে আছে,
নাইক কোথা কেউ।

আছে ছাতার মত মাথার 'পরে
আকাশভরা নীল,
দেশের মাটি জালের মত
ঘিরেছে খাল বিল।

হেথা খেয়ার মাঝি সারি গেয়ে
করছে আসা যাওয়া,
বাঁশের বনে মর্ম্মরিছে
ঝরঝরাণি হাওয়া।

হেথা তাল খেজুরে নারিকেলে
চোখ জুড়ান বন,
আম কাঁঠালের গন্ধে যেন
উতল করে মন।

হেথা পুকুর যেন শিউরে ওঠে
হাওয়ার চুমা লেগে,
তরুলতার আড়াল থেকে
কোকিল ওঠে জেগে।

আছে রাখাল ছেলের মেঠো সুরে
কৃষ্ণ রাধার গান ;
—কত সে যে গভীর প্রীতি,
কত গভীর টান।

হেথা সহজ অতি সরল জীবন,
অভাব নাহি মোটে ;
লোকে মনের প্রাণের খুসী দিয়ে
আনন্দ তাই লোটে।

হেথা গাছে জলে আকাশ তলে
জাগে অবাধ সুখ,
এমন আরাম নাইক কোথা
ভর্‌তে খালি বুক।

হেথা আদি কালের গঙ্গাধারা
কল্‌কলিছে ওই,
শচীর মত নিটোল অটল
স্থিরযৌবনময়ী ;
তার কলুষ-কালী-মুছে-ফেলা
শীতল বারিধার ;
নেচে হেসে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে
নামাই বুকের ভার।

হেথা প্রিয়জনের যত্ন আদর
যেন মধুর ছিটে,
ছাড়াছাড়ির পরের মিলন
সুধার মত মিঠে।

———

পল্লী-পথে ।

দিবসের আলো ওই নিভে আসে ধীরে,
গগনের পারাবারতীরে ;
বেদনায় রাঙ্গা করি ও গগনতল
নিভে আসে চিতার অনল !
সবুজে সবুজ ওই ধরার আঙ্গিয়া
রঙ্গীন আলোকপাতে উঠেছে রাঙ্গিয়া ।

কোথা হ'তে ভেসে আসে বিশ্রামের বেণু,
গোঠে ফিরে যায় তাই ধেনু ।
কে যেন বিছায়ে দেছে আলিঙ্গন-কোল,
থেমে আসে কূজন-কল্লোল ।
নেমে আসে পল্লী-গেহে নিবিড় সরস
অবাধ এ অনাবিল শান্তির পরশ ।

তরু লতা করযোড়ে স্তব্ধ হয়ে আছে
আকাশের চরণের কাছে ;
অনন্তের নীল দিঠি স্নেহভরে নত
জননীর সোহাগের মত ।

কোলে যেন ঘুমাইছে শ্রান্তিভারাতুর
শিশু সম শ্যামল এ ধরণী মধুর।

কমল কোমল করে কে মুছায় তাপ—
দাবদগ্ধ ধরণীর পাপ ?
সমবেদনার ব্যথা বাজে তার প্রাণে
আঁধার আঁচলে টেনে আনে।
তারায় তারায় তার আঁখিজল কাঁপে,
ব্যথা তার গুমরিছে করুণ বিলাপে !

প্রভাতলক্ষ্মী।

আলোর চতুর্দ্দোলায় এসে,
কে দাঁড়াল পূরবশেষে,
মধুর দুটি চক্ষে হেসে
মধুরতম হাসি,
তাই আকাশভরা ছড়িয়ে গেল
শুভ্র আলোরাশি,—

মুকুটঘেরা ফুলের ডোরে
জড়িয়ে আছে তন্দ্রা ঘোরে,
গোলাপী আর সোণার রংএ
নিবিড় ঘন মেশা,—
তাই গোলাপ ফুলের রং ফলান
আকাশভরা নেশা।

আঁচলে তার জরির বুটি,
তারার মত নয়ন দুটি,
পাণ্ডু চাঁদের চাঁদোয়াতলে
উঠ্‌ছে যেন জ্বলি,

তাই জ্যোৎস্নাতে আর দিনের আলোয়
এমন ঢলাঢলি।

গন্ধ-আকুল চিকুররাশি
আধ্‌আঁধারে উঠ্‌ছে ভাসি,
স্বপ্ন দিয়ে বুন্‌তেছে জাল
মনের চারি ধারে,
তাই সৌরভে ফুল মাতাল হ'ল
কুঞ্জবনের ধারে।

বুকের নিশাস গানের সুরে
ফির্‌ছে যেন ঘুরে ঘুরে,
তন্দ্রা-সম পড়্‌ছে ঢুলে
বুকের কাছে এসে,
তাই হাওয়ার তুলি বুলিয়ে গেল
গভীর ভালবেসে।

কর্ম্মকোলাহলের বাণী
বাঁধা তাহার সেতারখানি,

মন্ত্রে যেন বাজিয়ে দিল
রঙীন আকাশ পটে,
তাই আঁধার আলোর মেলা মেশায়
কুহুধ্বনি রটে।

ভোরের আলোর বুকের কাছে
শুকতারাটি ফুটে আছে,
প্রভাতরাণীর ললাট ’পরে
হীরার কুচি লেখা,
আর আঁচলে তার পাড় টেনেছে
বনভূমির রেখা।

আলতাপরা পায়ের রাগে
আকাশবুকে পুলক জাগে,
হাসির রং‌এ রাঙ্গা হ’ল
ধ্যানগম্ভীর হিয়া,
আর প্রেমের পরশ বুলিয়ে গেল
প্রাণের উপর দিয়া।

প্রাভাতিক।

তোমার আলো যেমন আসে ভোরের আকাশ চিরে
তরুর শিরে শিরে,
সূর্য্যমুখী ফুলের বুকে গোলাপবনে বনে,
তেম্‌নি ক'রে আস্থক্ আলো ধীরে
আমার সারা মনে।

তোমার গীতি যেমন আসে স্থদূর হ'তে ভেসে
বসন্তেরই শেষে,
কুহরে পিক্ মাতে ভ্রমর প্রেমের গুঞ্জরণে,
তেম্‌নি যেন তোমার গীতি এসে
গাওয়ায় আমার মনে।

তোমার বাতাস যেমন আসে মুক্ত পাখা মেলে
দ্রুত চরণ ফেলে,
তাল খেজুরে নারিকেলে ঝাউয়ের বনে বনে,
তেম্‌নি ক'রে আস্থক্ বাধা ঠেলে
প্রাণের কুঞ্জবনে।

আকাশ বাতাস জলে যেমন হাজার মূর্ত্তি ধ'রে
প্রেমানন্দ ঝরে,
তেম্‌নি সহজ তেম্‌নি তরল তেম্‌নি সরল প্রেমে
গন্ধ আসুক্ গীতি আসুক্ ওরে
প্রাণে আমার নেমে!

সন্ধ্যালোক।

আকাশে চাহিয়া দেখি ফুটিয়া উঠেছে যেন
রক্ত-শতদল,
নয়ন-লোভন শোভা ফাটিয়া পড়েছে যেন
ডালিমের ফল।
উৎসবের নিমন্ত্রণে বিশ্ব-বিধাতার যেন
রঙ্গীন এ চিঠি,
অহরহ জননীর সন্তানের শুভ চাওয়া
স্নেহভরা দিঠি।
দেবতার পায়ে যেন ভক্ত-হৃদয়ের চির-
ভক্তি নিবেদন,
এ যেন গো আকাশের গোলাপী মাধুরী মাখা
গোলাপী স্বপন।
হৃদয়-শোণিত ঘেরা মায়ের মনের যেন
শুভ স্নেহরাশি,
পতির আদর পেয়ে এ যেন গো নবোঢ়ার
লাজ রাঙ্গা হাসি।

এ যেন গো বিধবার স্বামীর চরণসেবা
স্বপনের সুখ,
চির-বিরহিনী যেন পেয়েছে মরণকোলে
মিলনের বুক।
আকাশ ভরিয়া যেন গোলাপী আখরে লেখা
কবির উপমা,
মানবশিশুর ভালে অনাদি মায়ের যেন
বুকভরা চুমা।

সন্ধ্যা-সুন্দর।

আজ তোমারে দেখেছি নাথ
আমার আঁখির পাশে,
দিনের আলোক-পদ্মখানি
তখন মুদে আসে।
অস্তগামী সূর্য্যকিরণ
অশ্রু ভারাতুর
স্বর্ণবীণার তারে তারে
বাজায় করুণ সুর।
তখন গগন-নীল-পাথারে
ঢেউ তুলেছে হাওয়া,
ঐ অসীমের কোলে গেছে
হারা রতন পাওয়া।
তখন সবে একটী তারা
করছে আঁখি নত,
উঠছে জ্বলে ক্ষণে ক্ষণে
অশ্রুজলের মত।

আগে আলো পরে তাহার,
আঁধার প্রহরগুলি
স্বর্ণরেখা আঁকে তখন
সন্ধ্যা-ছায়ার তুলি।
সোণার আভা মিলিয়ে গেছে
অন্ধকারে আসি,
সেই আলোকে দেখেছি আজ
তোমার সুখের হাসি।
আসে যদি আসুক্ এবার
আঁধার রাতি তবে,
দেখা-ছোঁয়া-পাওয়ার সুখে
ভরাট হ'য়ে রবে।

দুঃখ।

পরিচয়।

আমার লজ্জা গেছে ঘুচে,
আমার বাঁধন হ'ল ক্ষয়,
আমার সরম গেছে মুছে,
আমার টুট্‌ল সকল ভয়।
আজ ঝড় তুফানে তুলি।
আমার ঘোম্‌টা গেছে খুলি ;
আজি নূতন ক'রে তোমার সাথে
নূতন পরিচয়।

আমি এমন তব মুখ
কভু দেখি নাইক আগে ;
তাই উঠ্‌ছে কেঁপে বুক,
প্রাণে ভয় যেন গো জাগে!
মুখে দৃষ্টি দিতে তাই
আমার মনে সাহস নাই ;
পলক নেমে আসে নয়ন 'পরে,
সরম যেন লাগে।

ধূপ

আমি দেখেছিলাম শোভা,
প্রভু নয় কিছু তা কম ;
তাহা প্রভাত-আলোর প্রভা,
সেরূপ মোহন মনোরম।
তবু ঝড়ের রাতে আজ
তোমায় দেখ্‌নু মহারাজ,
তুমি কালো মেঘের আলো লেগে
নিবিড় অনুপম।

আমার বাঁধন গেল খসি ;
আমার আড়াল হ'ল হারা,
টুটে বন্ধ বাঁধা রসি
মোর মুক্ত হ'ল কারা।
আর আঁধার গৃহকোণে
আমি থাক্‌ব না আন্‌মনে,
এবার ঝড়ের রাতে জগৎমাঝে
ছুট্‌বে জীবন-ধা[illegible]।

যত জড়িয়ে ছিল বাধা—
আজ সকল হ'ল ক্ষয়,
আমার সকল হাসা কাঁদা—
আমার লোক-দেখান ভয়।
আজ ভীষণ তুমি ঘোর,
তাই তোমার সাথে মোর
আজ বিদ্যুতেরই ঝলক হেনে
নূতন পরিচয়।

দুঃখগর্ব্ব।

দুঃখ নিয়ে বসৎ আমার, দুঃখ নিয়ে ঘর করি,
বুকের ’পরে চেপে তারে কাটাই দিবা-শর্ব্বরী।
আপন তারে করেছি মোর, দুঃখে করি সন্ধি রে,
দুখের পূজা করি এখন আপন মনোমন্দিরে।

পড়ল হাতে রাখীর ডুরি রক্ত রাঙ্গা রঙ্গনে,
মিলন হ’ল গভীর রাতে আঁধার ঘন অঙ্গনে।
আকাশ যবে নিবিড় কালো মেঘের বুকে গর্জ্জিছে,
দীর্ঘ শ্বাসে, অশ্রুধারে বুকের পাঁজর মর্দ্দিছে।

ফুক্‌রে উঠে প্রলয়-ভেরী মহাদেবের সেই বিষাণ,
মাথার উপর দুল্‌ছে যেন মরণ দূতের লাল নিশান!
দুঃখ যখন বাহুর সাথে বাঁধ্‌ল বাহু-বন্ধনে
রক্তধারা ছল্‌কে ওঠে তরঙ্গেরই স্পন্দনে।

স্পর্শে যেন জাগিয়ে দিল আজীবনের আর্ত্তনাদ,
বুঝ্‌নু সে মোর সুখ-সাধনা বিধির শুভ আশীর্ব্বাদ।
কাটিয়ে দিয়ে সকল দ্বিধা, সরিয়ে দিয়ে শঙ্কারে,
বরে নিলাম বুকের মাঝে হৃদয়ভরা ঝঙ্কারে।

এখন দেখি তাহার মত এমন আপন কেহই নয়,
যেমন ক'রে কাঁদায় হিয়া, তেমনি কাড়ে এই হৃদয়।
এত কঠিন এত নিঠুর তাই আসে মোর এ নির্ভর,
মায়াবাঁধন ছিন্ন ক'রে মিলিয়ে দিল আপন পর।

তাহার বুকে পেয়েছি আজ আনন্দেরই চন্দ্রিকা,
বুকে এঁকে দিয়েছে মোর রক্ত-রাঙ্গা প্রেমটীকা।
প্রাণ করিল পাগল সে যে পারিজাতের সৌরভে,
ভ'রে দিল বুকের খালি নিজ নামের গৌরবে।

মরণ ।

চাঁদের আলোকে ধোয়া প্রকৃতির বুকে
অশান্ত হৃদয় যেন লুটাইতে চায়,
ওরই মত সুধাঝরা সাদা হাসিরাশিভরা
অনন্তের পরিপূর্ণ সুখে,
আকাশের দিগন্ত সীমায় ।

দিবসের আলোমাখা পশ্চিমের কোণে
লালে লাল লালে লাল আবিরের ধূলি,
তাহারি সীমার শেষে অনন্ত শান্তির দেশে
মরণের বিশ্রাম শয়নে
সাধ যায় এ বেদনা ভুলি ।

অপূর্ব্ব এ জ্যোতি-জ্বালা সাঁঝের আলোকে
সবুজ পাথারে যেন ডুবে যায় আঁখি,
থেমেছে থেমেছে সব জীবন-কল্লোল-রব
মরণের ঘুম আসে চোখে,
সাধ যায় ডুবে ভুলে থাকি ।

চাঁদের আলোর মত অমনি সে সাদা
আবরণ টেনে দিই জীবনের 'পরে,
ঢাকা রবে ভাঙ্গা বুক শত কোটি ভুল চুক
জীবনের শত হাসা কাঁদা,
ঢাকা রবে মরণের ঘরে।

নিশার কালিমাহরা চাঁদেরই মতন
জীবনের অন্ধকার করিবে সে দূর,
নামাইয়া সব বোঝা করিবে সরল সোজা,
পরিপূর্ণ সৌরভে মগন,
অমনি সে সুন্দর মধুর।

বেদনা-কাতর হৃদি শান্তি নাহি মানে,
কোথা তুমি বন্ধু বলি ডাকে অবিরাম,
কোথা তুমি মিতা মোর, কোথা তুমি দুঃখচোর
চিরাশ্রয় আছ কোন্‌খানে,
ব্যথিতের অনন্ত আরাম।

দুঃখ ।

যা দিয়েছ সে ত তব করুণার দান,
সে ত তব আশীর্ব্বাদ, সে ত নব প্রাণ।
কঠোর সংগ্রাম লাগি, জয় সর্ব্বনাশা,
কঠিন সোণার মত তব ভালবাসা।
তৃষ্ণার্ত্ত নিদাঘ শেষে বরষার জল,
হৃদয় কর্ষণে সে ত সোণার ফসল।
দীনের ঐশ্বর্য্য সে ত, অবলের জোর,
তোমার আমার মাঝে সেতুবন্ধডোর।
সে ত মম শত জন্ম সাধনার ধন,
জীবন করিতে সোণা পরশ রতন।
ভক্তির মুকুট দিতে পদধূলি তব,
বিশ্বপ্রেম জাগাইতে মন্ত্র অভিনব।
জীবনের কোহিনূর মহামূল্যবান্,
বাঁধনের গ্রন্থিখোলা, মুক্তির সোপান।

প্রকাশেচ্ছা।

আমার এ বেদনারে পারিতাম যদি
সাগরের ঊর্ম্মিসম নিত্য নিরবধি
করিতে দুরন্ত, ঘন, পরিপূর্ণ জোরে
বিছাতে চরণ তলে চূর্ণ ক'রে ক'রে ;
শ্রাবণের ঘন কালো মেঘের মতন
আমার এ বেদনারে করিতে বর্ষণ
ফোঁটা ফোঁটা গলাইয়ে, লাবণ্যে ফুটায়ে
ঝরাইতে তোমার ও চরণে লুটায়ে ;
বাঁশরীর মত যদি আমার এ ব্যথা
কাঁদাইতে পারিতাম, তীব্র ব্যকুলতা
ফুটাইতে পারিতাম, তারকার ছাঁচে
আলো দিয়ে জ্বালা দিয়ে চরণের কাছে ;
ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেঁথে গেঁথে মণিহারসম
পাদপদ্মে জড়াতাম যদি প্রিয়তম।

ব্যথাহারী।

আমায় দুঃখ দিয়ে বুঝিয়ে দিলে
সুখ কাহারে বলে,
ওগো দুটি চোখের জলে;
তুমি আঘাত দিয়ে বুঝিয়ে দিলে
তোমার দয়া কি তা,
মোরে বুঝিয়ে দিলে পিতা;
তুমি জানিয়ে দিলে, মানিয়ে দিলে
আমারি মুখ দিয়ে,
তুমি আমার মিতা,
বাক্য দিয়ে বলিয়ে দিলে
লক্ষ কোটি ছলে।

তুমি দুখের রাতে আপন মালা
পরিয়ে দিলে গলে,
দিলে শক্তি দুর্‌বলে;
আমার মাথার 'পরে মুকুট দিয়ে
জানিয়ে দিলে জয়,
তুমি ভাঙ্গিয়ে দিলে ভয়;

আজ দুখের ক্ষণে আপন মনে
দুঃখহারী ব'লে
পেলাম পরিচয়,
ভাগ্যহীনে আন্‌লে টেনে
তোমার পদতলে।

অমৃতা।

মৃত্যুরে করেছ শুভ অয়ি শুচিস্মিতা,
অশুভ করেছ দূর, জ্বালাইয়া চিতা
আপনার অস্থি দিয়া, মানবত্বলীন,
একান্তই দেবী তুমি আজি মৃত্যুহীন !
অনন্ত পারের যাত্রী, মঙ্গলের হেতু
অসীমের মাঝে তুমি বাঁধিয়াছ সেতু,
ভাঙ্গিয়াছ মৃত্যু-ভয়, জীবনের সীমা ;
মৃত্যুরে করেছ পূত, কল্যাণীপ্রতিমা।
তোমারে পেয়েছি আজ নূতন জীবনে
জরা-মৃত্যু-শোকহীন, জানিয়াছি মনে
জীবনের কারা হ'তে চিরমুক্তি কি তা,
অমৃতের সুধা আজ পেয়েছি অমৃতা।
তোমারে জানিয়া সুখী মোরা সুখী হই
ওগো পুণ্যশ্লোকা, ওগো চিরানন্দময়ী।

অভয়।

শক্ত যা তা সহজ হ'ল,
নিকট হ'ল দূর,
অন্ধকারেই জ্বল্‌ল বাতি,
পর হ'ল যে আত্ম-সাথী,
সরল হ'ল তরল হ'ল
জটিল নিবিড় সুর।

বিরোধমাঝেই জাগ্‌ল শেষে
বক্ষভরা প্রেম,
ঘুচ্‌ল মনের দুঃখরাশি,
অশ্রুজলেই ফুট্‌ল হাসি,
কঠিন সরম নরম হ'ল,
লোহ হ'ল হেম।

বাধার মাঝেই মিলন হ'ল,
বাঁধন মাঝেই খোলা,
রুদ্ধ শেষে মুক্তি পেল,
দুর্ব্বলেরই শক্তি এল,
দুখের নিঠুর বুকের মাঝে
দুল্‌ল সুখের দোলা।

সঙ্কটেরই মধ্যিখানে
শান্তি পেল ঠাঁই,
ঝঞ্ঝামাঝে লাগ্‌ল আলো,
মন্দমাঝে জাগ্‌ল ভালো,
শঙ্খ তোমার উঠ্‌ল বেজে,
'শঙ্কা কিছু নাই।'

দুঃখ-ভিক্ষা।

তোমার পায়ে প্রণাম ক'রে এই কথাটি বল্‌তে এনু—
তোমার দেওয়া দুঃখভারে আজ যে আমি জুড়িয়ে গেনু,
সুধা যেন ছাপিয়ে ওঠে বক্ষভরা দুঃখভারে,
নদী যেন ছল্‌কে ওঠে নয়নঝরা অশ্রুধারে।

জল অভাবে শুষ্ক মরু ফসল যেথা হয়নি বোনা,
আজ যে দেখি ভারে ভারে চাষ-আবাদে ফল্‌ছে সোণা;
এ যে তোমার নয় অভিশাপ, এ যে তোমার আশিষ্ বারি,
এ যে তোমার বুকের আদর আজ সে কথা বুঝ্‌তে পারি।

ললাটে মোর এঁকে দিয়ে নির্ম্মলতার শুভ্র টীকা,
পাঁজর ঘিরে বক্ষ জোড়া জ্বালিয়ে দিলে আগুন শিখা;
সর্ব্বনাশা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিলে ময়লা মাটি,
আজ্ বুঝেছি এমনি ক'রে আমায় তুমি কর্‌বে খাঁটি।

এ যেন গো নিদাঘশেষে আষাঢ়মেঘে আঁধার ঘটা,
ভিজিয়ে দিয়ে শুষ্ক মাটি আকাশঘেরা ছড়িয়ে জটা।
সুধা এনে মাখিয়ে দিলে জীবনহরা তীব্র বিষে,
আজীবনের তৃষ্ণা যেন শান্ত হ'ল এক নিমেষে।

পরিণয়।

উড়িল তোমার অগ্নিবরণ ধ্বজা,
জ্বলিল তোমার আলো,
রক্ত আলোকে উজ্জ্বল হ'ল মোর
দুখের আঙ্গিনা কালো।
বাজিল তোমার পিনাক শঙ্খধ্বনি,
আকাশ ফাটিল লাজে,
অসি-কোষে তব বাজিল কি ঝন্‌ঝনি,
এলে রণবীর সাজে।
আকাশে তখন উঠিয়াছে মহাঝড়
মহা সমারোহভরে,
গর্জ্জিছে ঘন অশনির কড়্ কড়্
দেহ কম্পিত ক'রে।
আমার তখন আলুথালু কেশবাস,
গুণ্ঠন নাই মুখে,
ভীতি-কম্পিত শঙ্কিত নিশ্বাস
দাঁড়াইনু সম্মুখে।

মণিবন্ধনে কঠিন লোহার বালা
হাতে এল তব হাত,
চক্ষে তোমার দীপ্ত আগুন জ্বালা—
করিলে নয়ন পাত।
বিদ্যুতে হ'ল দৃষ্টি-আলিঙ্গন
বিবাহ চমৎকার,
মনের সঙ্গে বাঁধা পড়ে গেল মন
গলে নিয়ে দুখহার।

স্মৃলগন।

দুঃখ এসেছে দুঃখ এসেছে আজ ;
রেখেদে, রেখেদে, রেখেদে, ও তোর কাজ,
তুচ্ছ কাজের ছল ;
চির জীবনের বেদনা তটিনী তটে
ভ'রে নে ও তোর হৃদয়-স্বর্ণ-ঘটে
ভ'রে নে নয়ন জল।

নেমেছে আঁধার নেমেছে তিমির রাতি,
দুয়ারে এখনও জ্বলেনি যে তোর বাতি,
বাজেনি যে তোর শাঁখ,
মিনতি আমার আজিকার দিন ওরে
আসন খানিকে প্রাণের প্রবেশ দ্বারে
পেতে রাখ্, পেতে রাখ্।

দুঃখ-লগন এসেছে যখন তোর
কাটুক্, কাটুক্ মোহের স্বপন ঘোর,
কাটুক্ সুখের নেশা,
প্রেমের পিয়াস জাগুক্ বুকের মাঝ,
প্রেমের আগুন লাগুক্ হৃদয়ে আজ,
অমৃত মধুরে মেশা।

পুষ্প লতায় মণি মুকুতায় ঘেরে
দীপে ধূপে আজ তুই কি সাজাবি নে রে
বাসক-শয়নঘর ?
দুঃখ যখন এসেছে প্রাণের পাশে
কি জানি কখন কি জানি কখন আসে
আসে দুখ-সুন্দর।

জেগে ওঠ্ তুই, জেগে ওঠ্ এই বেলা ;
বেদনায় তুই করিস্ নে অবহেলা,
এই বেলা ওঠ্ জাগি,
ঘুম ঘোর হ'তে জেগে ওঠ্ সচেতন
চেতনাবিহীন বেদনাতাপিত মন,
ওরে মোর হতভাগী।

হতভাগী।

যত দিন ছিলি পেতে কান,
অশান্ত পরাণ,
তাহার চরণধ্বনি শুনিবার লাগি,
ততদিন ওরে হতভাগী,
:এল না সে ;
রজনী কাঁদিল তোর বিফল নিশ্বাসে।
পায়ের নূপুর তোর কাঁদিল গুমরি,
শিথিল কবরী
এলায়ে ছড়ায়ে দিল লঘু দেহভার,
ফুলহার
বিঁধিল বুকের মাঝে,
—বসন্ত আকাশ তোর নয়ন মুদিল রক্তলাজে।

তারপর
যে দিন আসিল তোর বেদনা-সুন্দর,
সে দিন ফুরায়ে গেছে প্রতীক্ষার নেশা
ব্যাকুলতামেশা ;

মনের দুয়ারে হাত রাখি
মনের মানুষ তোর ক'রে গেল কত ডাকাডাকি।
কত কেঁদে
কত নাম দিয়ে তোরে কত গেল সেধে।
বুঝিলি না, বুঝিলি না,
ফিরে এসে এ বেদনা
দহিবে হৃদয় তোর ;
লক্ষগুণে সে বিরহ লাগিবে কঠোর।
তাই, হল তাই,
কপাল পুড়িয়া হ'ল ছাই,
কাঁদিবার বাকি আছে কত !
পাবি কিরে তারে ফিরে ওরে ভাগ্যহত ?

প্রিয়তম।

প্রিয়হে, প্রিয়হে, প্রিয়,
আরো ব্যথা মোরে দিও,
আরো ব্যথা আরো বেদনা,
জীবনের সারা বেলা
তবু করিওনা হেলা,
ধূলিজালে মোরে বেঁধোনা।

ভুলে নাহি মোরে থেকো,
দয়া রেখো, দয়া রেখো,
ব্যথা দিয়ে রেখো স্মরণে ;
নাই দাও পায়ে ঠাঁই,
ক্ষোভ নাই, দুখ নাই,
পদাঘাতে ছুঁয়ো চরণে।

চোখে বহে যদি জল
সহে নিব সে সকল,
তবু দিও তব আঘাতে,
কেঁদে যেন ভ'রে যাই ;
বেশী ক'রে তাই চাই
ব্যথা দিয়ে প্রেম জাগাতে।

যত পাপ আছে জমা
ব্যথা দিয়ে করো ক্ষমা,
দয়া ক'রে দয়া দিওহে,
আমা হ'তে মোর আমি !
ওগো বেদনার স্বামী !
প্রিয় হ'তে মোর প্রিয় হে।

অন্ধকারের প্রভু।

ওগো আঁধারের ধন,
আঁধারের ধন,
আঁধারে ঢেকেছি মোর সমস্ত ভুবন।
জ্বালেনি একটি দীপ
এ আঁধার মন।

দোলে নি একটি শাখা,
কাঁপেনি বাতাস,
যোগীর মতন শান্ত,
আঁধার নিবিড় কান্ত,
অনন্ত আকাশ।

গুরু গুরু হৃদয়ের
ব্যকুলতাভার
কাঁপাইছে প্রাণের আঁধার।

ক্ষণে ক্ষণে শোনা যায়
কাহার চরণ,

এই আসে, এই আসে,
আমার প্রাণের পাশে
প্রাণের রতন।

ওগো কালো! ওগো ঘন ঘোর!
আমার হৃদয় মণি,
—কালো মণি মোর।

দেখা দে রে অনুপম
দেখা দে সুন্দর!
দুটি হাতে বক্ষ চাপি,
এ আঁধারে শুধু কাঁপি,
ওগো মনোহর।

শত নামে ডাক ডাকি
ওগো তুই শোন্,
আয় আয় আয় বঁধু!
আয় আঁধারের মধু!
মরণের ধন।

অকূলে।

আজি তোর পারের রসি
পড়্‌ল খসি,
ভাস্‌ল তরী সিন্ধু-জলে,
এখন এই ঢেউয়ের মুখে
ঘাটের দুখে
কান্না কাঁদা আর কি চলে ?

সমুখে ঐ যে পাগল
ভাঙ্‌ল আগল
হাজার বাহুর কঠিন ঘায়ে,
নোঙ্গর ঐ টুট্‌ল ওরে
সাঁজের ঘোরে
মন ভোলাল দখিন বায়ে।

দিবি যা	এই বেলা দে
	আপন সেধে,
এই বেলা দে	বিসর্জ্জিয়া।
সাগর ঐ	কোন্ সুদূরে
	গভীর সুরে
ডাক্ দিয়েছে	কল্লোলিয়া।
ভেসে যা	ভাসার সুখে
	স্রোতের মুখে
ফিরিস্ নে আর	পিছন পানে,
শুধু তুই	সমুখ দিয়ে
	চল্ এগিয়ে
জোয়ার জলের	স্রোতের টানে।
সারি গান	ভুলিস্ আজি
	সিন্ধু মাঝি
ভুলিস্ আজি	নদীর কথা,
সে দিনের	কল্প সোণার
	—স্বপন-বোনার
হাল্কা হরষ	তুচ্ছ ব্যথা।

যা গেছে যাক্ সকলি
হৃদয় দলি,
নিঃশেষে আজ চুকিয়ে ফেলে,
চলে যা অকূল পানে
উদার প্রাণে
অসীম জলে হৃদয় মেলে।

ওরে মোর আপনহারা!
কূল কিনারা
মিল্‌বে নাকি এই পাথারে?
অগাধ ঐ নিটোল অটল
ফেন-সুশীতল
নীল বারিধির অসীম পারে?

গান।

দিশারী।

জনম দিতেছ নবরূপে নবসাজে
জীবন হইতে নবজীবনের মাঝে।
আজিকার ব্যথা আজিকার দুখ-হাসি,
গভীর প্রাণের গোপন ভাবনারাশি,
বিনাশ করিছ আপনার হাতে তুমি
আমার আঘাত, আমার সরম-লাজে।

যত চলি তত কেবলি চলার বেগে
সম্মুখে ওঠে নব নব পথ জেগে!
পথ আছে, শুধু পথ আছে, পথ আছে,
তোমার ভুবনে আমার হিয়ার কাছে,
দেখায়ে দিতেছ বারে বারে এ জীবনে
নব নব কালে নব নব ধন রাজে—
জনম দিতেছ নব জনমের মাঝে।

ছদ্মবেশী।

এস তুমি যতই কঠিন
যতই কঠোর বেশে,
ওগো আমার ভীষণ, আমার
নিঠুর সর্ব্বনেশে!
এক নিমেষে চিন্‌ব আমি,
আমি তোমায় চিন্‌ব স্বামী,
পায়ের ধূলা মুছে নেব
আমার মাথার কেশে।

যতই তোমার আঁখির আগুন
জ্বাল্‌বে দহন জ্বালা,
ততই তোমায় টেনে নেব
দিয়ে বরণমালা।
দুখের রূপে কঠোর সাজি
যতই মোরে ছল্‌বে আজি,
আমার প্রাণে লাগ্‌বে তোমার
গোপন চুমা এসে।

সৌভাগ্য।

এ যে আমার ভাগ্য আমি
তোমার ব্যথা বইব,
দুখের পুরস্কারে স্বামী
ধৈর্য্য দিয়ে সইব।
হাত দিয়ে যে তোমার হাতে
চল্‌ব আমি আঁধার রাতে,
মুখের দুয়োর বন্ধ ক'রে
মনের কথা কইব।

ভাসিয়ে দিয়ে সকল আশা
ভাসিয়ে দিয়ে সুখ,
রাত্রি দিবা রাখ্‌ব জ্বেলে
তোমারি ঐ মুখ।
ঐ নয়নে নয়ন রেখে,
ঐ চরণে হৃদয় ঢেকে,
তৃপ্ত বুকে, শান্ত সুখে,
আপন ভুলে রইব।

সহজ।

ত্যাগের ব্যথা বাজ্‌বে না আর
প্রাণে যবে,
সে দিন আমার তোমায় পাওয়া সহজ হবে।
অধিকারের নিগড় খুলে',
হাল্কা সুখের দোলায় দুলে',
অশান্ত প্রাণ লুট্‌বে ধূলায়
আপন-ভোলা তোমার ভবে,
সে দিন আমার তোমায় পাওয়া সহজ হবে।

চাওয়ার পালা সাঙ্গ ক'রে
রিক্ততারে বক্ষে ধ'রে,
শঙ্করেরই ডঙ্কা তালে
শঙ্কটেরে বক্ষে লবে;
সে দিন আমার তোমায় পাওয়া সহজ হবে।

দারুণতম পরম ক্ষতি
জ্বাল্‌বে যে দিন চিতার জ্যোতি,
নির্ব্বাণেরই আশায় হৃদয়
চরণতলে চেয়ে র'বে ;
সে দিন আমার তোমায় পাওয়া সহজ হবে।

*

বজ্রসুন্দর।

মুগ্ধ করে আমায় তোমার
নিঠুর আঁখিপাত,
এত কঠিন ব'লে তুমি
এত মধুর নাথ।

আমি নরম সহায়হীনা,
তোমার হাতে বজ্রবীণা,
আমার প্রাণে আঙ্গুল ছুঁলে
তাই সহে আঘাত;
এত কঠিন ব'লে তুমি
এত মধুর নাথ।

করুণাতে কোমল যদি
হ'বে হৃদয় তব,
তোমার পায়ের কাছে তবে
কেমনে ঠাঁই ল'ব ?

তাই ত তোমার নিঠুর বাণে,
তাই ত তোমার কঠোর টানে,
তাই ত তোমার দুঃখে আমার
হৃদয় করে মাৎ,
এত কঠিন ব'লে তুমি
এত মধুর নাথ।

অভিলাষ।

রক্ত রাগের জয়পতাকা
দাওগো আমার মাথায় বেঁধে,
তোমার ঐ আগুন দিয়ে,—
ওগো, তোমার ঐ আগুন দিয়ে
দাওগো আমার নয়ন ধেঁধে।
তোমার ঐ বজ্রবাণী,
ভ'রে থাক্ হৃদয়খানি,
হিয়া মোর থাকুক প'ড়ে
তোমার ঐ চরণ সেধে।

নয়ন আমার অন্ধ কর
তোমার রূপের তড়িৎ জ্বালি,
প্রাণে মোর থাকুক্ ভ'রে,—
ওগো, প্রাণে মোর থাকুক্ ভ'রে,
তোমার রূপের-দহন-কালী।
বেদনা জাগেই যদি
জেগে থাক্ নিরবধি,
আমারে কাঁদাও তবে
তুমিও আপনি কেঁদে।

তাই।

ব্যথা আমি সইতে পারি
তাই ত ব্যথা দাও,
দণ্ড তোমার বইতে পারি
তাই মারিতে চাও।
তোমার হাতের পরশ রাগে
প্রাণে আমার রং যে জাগে,
তাই ত ব্যথার রং দিয়ে, প্রাণ
রঙ্গীন ক'রে নাও।

ঐখানে যে গরব আমার
ঐখানে যে সুখ,
ঐখানে যে তোমার আঘাত
পূর্ণ করে বুক।
তোমার ব্যথায় কোরক টুটে'
আমার পূজার কুসুম ফুটে,
তোমার মুঠার আঘাত দিয়ে
তাই মোরে কাঁদাও।

প্রেমের যোগ।

এই যে আমি কাঁদ্‌ছি শুধু
আমার কাঁদা নয়,
তোমার চোখের অশ্রু এতে
বিলীন হ'য়ে রয়।

তাই ত আমি যতই দুখে
যতই আঘাত পাইনা বুকে,
তোমার স্নেহের ছায়ায় আমার
ততই ভাঙ্গে ভয়।

দুঃখ-জ্বালা বজ্র মার
যতই ভয়ানক,
লুকিয়ে তুমি রাখ্‌তে নার
অশ্রুভরা চোখ।

আমার ব্যথা ঐ চোখে যে
অশ্রুরূপে উঠ্‌ল বেজে,
ঐখানে যে তোমায় আমায়
প্রেমের পরিচয়।

মা।

ওমা দিনটা গেল হেলাফেলায়
দলাদলির কোলাহলে,
অনেক দাহে, অনেক তাপে,
অনেক ব্যথার নয়নজলে।

অনেক আলোর আঘাত লাগি
হ'ল এ প্রাণ ব্যথায় দাগী,
অনেক মিছে কান্না হাসি
অনেক প্রতারণার ফলে।

পসরা মোর ফুরিয়েছে মা,
ফুরিয়েছে এই বেচাকেনা,
মিথ্যা এ ভার আর সহে না,
আর চলেনা পাওনা দেনা।

ওমা এবার ডাক' কাঙ্গালজনে—
মৃত্যু-গভীর-আলিঙ্গনে—
আঁচল দিয়ে জড়িয়ে রাখ'
স্নিগ্ধ ঘন স্নেহের তলে।

দুঃখমধুর।

দুঃখ যখন ছিল নূতন
তোমায় ছিল আড়াল করি,
দিনের আলো আঁধার করে
যেমন কালো বিভাবরী।

তখন মনে লাগ্‌ল ধাঁধা
একি কেবল শুধুই কাঁদা ?
অশ্রু পাথার পারে আমার
মিল্‌বে কি তীর, মিল্‌বে তরী ?

এখন দেখি সেই বেদনায়
ফুট্‌ল যে ফুল রাশি রাশি,
সেই আঁধারে চিরে চিরে
জুট্‌ল এসে আলোর হাসি।

মন এবারে তোমার পানে
তাকাল কোন্ আলোর গানে,
তোমার হাসি পড়্‌ল চোখে
চিরদিনের অশ্রু ভরি'।

আঁধার-মণি ।

ওগো অন্ধকারের আলোকমালা,
আমার প্রাণে প্রাণে
তুমি সাজাও তব অরুণ থালা।
তুমি জ্বালাও তব আগুন-শিখা,
আঁধারে দাও জয়ের টীকা,
তুমি পুণ্য কর দুখের ডালা,
ওগো অন্ধকারের আলোকমালা !

তুমি সফল কর আঁধার রাতি
তোমার আলোর গানে ;
তুমি প্রাণে জ্বালো আলোর ভাতি।
তুমি গোপন তব আলোক দানে
সফল কর আমার প্রাণে,
আমার চিরদিনের অশ্রুঢালা ;
ওগো অন্ধকারের আলোকমালা !

কৃতজ্ঞ।

জীবনে যত ব্যথা এসেছে প্রাণে
টেনেছে মোরে তব চরণ পানে।
করেছে মোরে নত
পূজার ফুল মত,
আমার হিয়াখানি ভরেছে গানে ;
জীবনে যত ব্যথা এসেছে প্রাণে।

আঁখির জলধারা পড়েছে টুটি'
গোপনে ধ্যান করি' চরণ দুটি ;
সকল দুখ ব্যথা
জাগাল ব্যাকুলতা
তোমার বাহু মাঝে আপনা দানে।
জীবনে যত ব্যথা এসেছে প্রাণে।

আগুন।

ওরে দেখ্‌রে চেয়ে রক্তরাঙ্গা
জ্বল্‌ছে আগুন হৃদয়গ্রাসী,
এই বেলা আজ পুড়িয়ে দে তোর
দুঃখ-রোদন, হর্ষ-হাসি।
দেবার যা তা রিক্ত ক'রে
নিঃশেষে আজ সঁপিস্‌ ওরে ;
অনল-চিতায় ভস্ম করিস্‌
লজ্জা-সরম-শঙ্কা-রাশি।

পরম স্নেহে পরম প্রেমে
বরণ করিস্‌ অমল শিখা,
দেগে নে তোর বুকের মাঝে
দহন-দাহের অনল-টীকা।
ঝাঁপ দিতে ঐ অনল 'পরে
আয় রে ছুটে' হর্ষ ভরে,
মরন-লগন আয় রে বয়ে
পাগ্‌লী আমার সর্ব্বনাশী !

আত্মদান।

সুখের হাসি দুখের ঘন
অশ্রুধারে
নিঃশেষে আজ চুকিয়ে দেব
আপনারে।
এক হাতে দান ক'রে আবার
রাখ্‌ব না'ক আশা পাবার ;
টিঁক্‌তে এবার দিবনা আর
অহঙ্কারে।
নিঃশেষে আজ চুকিয়ে দেব আপনারে।

অনেক পেলাম হর্ষ ব্যথা
এই জীবনে,
ভারের বোঝা বাড়িয়েছি যে
আপন মনে।
আমার ভাল-মন্দ-মেশা
কেবল পাবার নেবার নেশা,
তোমার পায়ে ঢাল্‌ব প্রভু
দেওয়ার ভারে ;
নিঃশেষে আজ চুকিয়ে দেব আপনারে।

দুঃখ-চেতনা।

এই আঁধারের বুকে জ্বলে
বজ্রমণি,
এই আঁধারের তলে জাগে
পায়ের ধ্বনি।
এই আঁধারে বরণ করি,
চেতন দিয়ে হরণ করি,
এই আঁধারে কাটাই নিশি
প্রহর গণি।

আলো আমার চাইনা কিছু
পথের লাগি,
এই কালীতে হ'ক না হৃদয়
কলুষ-দাগী।
এই ত ভাল, এই ত ভাল,
আঁধার আমায় পথ দেখাল,
এই কালোতে ফুট্‌ল আমার
আলোর খনি।

বল সঞ্চয়।

আপনার পায়ে দাঁড়াতে শিখিলে
কিসের ডর,
গৃহহীন হ'য়ে বিশ্বের মাঝে
বাঁধিস্ ঘর।
ঠেলা দিতে গিয়ে নিজে পাবে ঠেলা,
নীচু হ'বে যদি তোরে করে হেলা,
বিশ্বাস শুধু অটল রাখিস্
শক্তিধর!

গৌরবে যদি অপমান করে
শত্রু তোর,
বিশ্বশক্তি জোগান দিবেন
আপন জোর।
আস্থা রাখিস্ আপনার মাঝে,
লক্ষ্য রাখিস্ আপনার কাজে,
ভগবানে তোর ভক্তি রাখিস্
সুনির্ভর!

অপূর্ণ।

আমার ছোটতে মন ভর্‌ল না গো,
ভর্‌ল না,
জীবন আমার তর্‌ল না।
ছোটর আঘাত বাজ্‌ল প্রাণে,
ছোটর ব্যথা বজ্র হানে,
মন যে আমার আত্মদানে
মর্‌ল না;
ছোটতে মন ভর্‌ল না।

বড়রে যে খুঁজ্‌তে হ'বে
মস্তরে,
ভূমারে যে পূজ্‌তে হ'বে
অন্তরে।
ফুলের মত ফুট্‌ল না যে
রইল মুদে' মনের মাঝে,
আত্ম-প্রকাশ বিশ্বকাজে
কর্‌ল না;
ছোটতে মন ভর্‌ল না!

সত্যলাভ।

অনেক ঠকা ঠকেছি যে
অনেক ভালবেসে,
সত্যেরে চাই শেষে।
ব্যর্থ গেছে অনেক চাওয়া,
ঝাপ্‌টা দিল অনেক হাওয়া,
অনেক ঢেউয়ের আঘাত পেলাম
একূল ওকূল ভেসে।
সত্যেরে চাই শেষে।

সুখের নেশা ভাঙ্গেই যদি
ভাঙ্গুক্ তবে ঘোর,
সত্যেরে চাই মোর।
মধুর গিয়ে আসে যদি
নিঠুর সর্ব্বনেশে,
সত্যেরে চাই শেষে।

ভিক্ষা যদি মিল্‌ল নারে,
ফিরে আসুক অশ্রুভারে,
রিক্ত হিয়া পূর্ণ হ'বে
চরণ তলে এসে,
সত্যেরে চাই শেষে।

বনিবনাও।

উত্তুরে এই হাওয়ার সাথে
এবার আমার লড়াই হ'বে,
অনেক সওয়া সয়েছি ত
বন্‌ল না আর এবার তবে।

সইল না যে এবার তা'রি
শীতল কঠিন তরবারি,—
হিম-সুশীতল আলিঙ্গনে
জড়িয়ে এবার ধর্‌ল যবে;
এবার আমার লড়াই হ'বে।

বিশ্ব মাঝে ইচ্ছামত
রসের রংএ করুক্ ফিকা,
ইচ্ছামত রচুক্ তবে
মৃত্যু-ভয়ের বিভীষিকা।

দুটি বাহুর বাঁধন-হারে
বাগ মানাতে পার্‌বে নারে,
দুঃখ হ'তে রস টেনে যে
    হৃদয় আমার সবুজ র'বে।
    এবার আমার লড়াই হ'বে।

অসহ্য।

আমি তোমার ক্ষমা সইব নাগো,
সইব না,
তোমার দয়া বইব না।
তোমার হাতের আঘাত মাগি,
কর আমায় দণ্ড-দাগী,
যা খুসী তাই কর আমায়
কোন কথাই কইব না,
শুধু তোমার ক্ষমা সইব না।

নিজেরে যে ঢাক্‌তে নারি
নিজের ক্ষমা আড়ালে,
আমার অনুতাপের ব্যথা
ক্ষমা দিয়েই বাড়ালে।
ক্ষমা হ'তে বাঁচাও মোরে,
আগুন দিয়ে দগ্ধ ক'রে
আমার পাপে ভস্ম কর,
নইলে কোলে রইব না,
প্রভু তোমার ক্ষমা সইব না।

অনুশোচনা।

আমার মাঝে তোমার ছায়া
প্রকাশ হ'তে চায়,
আমি ততই জোরে আঘাত করি
ততই মারি তায়।
তুমি যে গো নীরব রহ,
তুমি আমার পীড়ন সহ,
এই ব্যথা যে সহে না আর
আমার প্রাণে হায়।

নিত্য আমি এমন ক'রে
কতই মারি মার,
তুমি যে তা শান্ত মুখে
সহেছ বার বার।
অঞ্চলে মুখ লুকাই লাজে
মার্‌ব না আর মার্‌ব না যে,
তুমি এবার আমায় মারো
কঠিন বেদনায়।

আহ্বান।

আজ ফোটা ফুলে ভরেছে মোর
শূন্য জীবন-ডালা,
আজ প্রাণের দানে ঢেকে গেছে
প্রাণের অর্ঘ্য-থালা।
আজ আঘাত খেয়ে নেমেছে মন
তেয়াগিয়া স্বর্ণ-আসন,
আজ অনেক দুখে আরম্ভিল
প্রেমের সুধা ঢালা।

আমার দুখের অন্ধকারে
এস জীবন-জ্যোতি,
আজ্‌কে তুমি এস বঁধু
আমার এ মিনতি।
তোমার চরণ দুটি বক্ষে রেখে
আঁচল দিয়ে রাখ্‌ব ঢেকে,
আমার অশ্রু-মণি ছিঁড়ে তোমার
গাঁথ্‌ব গলার মালা।

এবার।

মন কাঙ্গাল হ'য়ে এল দ্বারে
তুমি ফিরিও না আর এবার তারে।
নেমেছে আজ সকল বোঝা,
ফুরিয়েছে আজ সকল খোঁজা,
এখন শুধু ঠাঁই দেহ গো
তোমার চরণ ছায়ায় একেবারে।

আগে সুখের মাঝে ছিল মনে
অনেক ধূলা অনেক মাটি,
আজ দুখের শিখায় পুড়ে' পুড়ে'
আমার এ দান হ'ল খাঁটি।
ছিঁড়েছে সেই মণি মালা,
সুরু হ'ল অশ্রু ঢালা,
এবার আমার বরণ ডালা
ওগো ভরেছে এই দুঃখ ভারে।

সতর্ক।

আমি জোড় হাতে যে নীরব হ'য়ে আছি,
এই জীবনে পাই বা যদি
হঠাৎ কাছাকাছি।
হঠাৎ যদি প্রাণে এসে
ফিরে যেতে হয় বা শেষে,
এই ভয়েতে প্রাণপণে যে
তোমায় শুধু যাচি।

এই জীবনে না পাই যদি,
আছে কি আর আশা?
ব্যর্থ যদি করি তোমার
এবার কাছে আসা?
এবার তোমায় পেতেই হ'বে
শূন্য জীবন ভর্‌বে তবে,
বুকের মাঝে তোমার চরণ
ঠেক্‌লে এখন বাঁচি।

খালি।

এত পাওয়া পেয়ে তবু
ভর্‌ল না যে আমার মন,
পাওয়ার মাঝে শূন্যতার এই
রইল ব্যথা অনুক্ষণ।
সবার সাথে সবার মাঝে
বুকের খালি ঘুচ্‌ল না যে,
মনের তারে কেবল বাজে
আরও পাওয়ার আকিঞ্চন।

তোমায় আমি পেলাম না যে
গেল না এ প্রাণের ব্যথা,
প্রাণের সাথে প্রাণের সাথী
রইল আমার ব্যকুলতা।
ভালই হ'ল জীবন মিতা
তোমার অভাব বুঝ্‌নু কি তা;
তোমার লাগি কেঁদে আমার
মধুর হ'ল এই জীবন।

বিশ্বাস।

তুমি যদি হৃদয় নাহি ল'বে
তবে তোমার লাগি আমার হিয়া
অধীর কেন হ'বে?
বেদনারে গোপন ক'রে
বরষ পরে বরষ ধ'রে
জীবন আমার তোমার ঘরে
আঘাত কেন স'বে?
তুমি যদি হৃদয় নাহি ল'বে?

তুমি যদি ল'বে না মোর হিয়া,
তবে রিক্ত কেন হ'বে জীবন
আপন বিসর্জ্জিয়া?
কোন্ আঘাতে তিক্ত পরাণ
তৃপ্ত হ'য়ে র'বে?
তুমি যদি হৃদয় নাহি ল'বে?

বাস্‌বে ভাল কেনই বা সে,
বাঁচ্‌বে বল কিসের আশে,
টান্‌বে কেন বুকের শ্বাসে
এ মহা গৌরবে ;
তুমি যদি হৃদয় নাহি লবে ?

———

সর্ব্বমঙ্গল।

কতবার কাছে রাখ’
কতবার দূর,
কত তারে বাজাইছ
জীবনের সুর!
কাঁদায়ে হাসায়ে কভু
কত লীলা কর প্রভু,
সুখে দুখে রাখ প্রাণ
রসে পরিপূর।

যে দিকে তাকাই নাথ
প্রেমেতে সরস
উথলি উছলি উঠে
তোমার হরষ;
কাছে যদি টান’ মোরে
মিলন-মধুতে ভ’রে;
দূরে যদি রাখ’ সেও
বিরহ-মধুর।

মণি।

নয়নে আমার দেখিতে না পাই
নয়ন-মণি!
তোমারে খুঁজিয়া না পাই আমার
প্রাণের খনি!
হৃদয়-মণি!
তুমি কি চাঁদের উজ্জ্বল হেম,
দূরে থেকে আরো বাড়াতেছ প্রেম?
তোমারে ধরিতে জীবন পোহাল
দিবস গণি',
জীবন-মণি!
সুখেরে দেখিতে দূরে থেকে ভাল
কি পরিপাটি,
হাতে ছুঁলে সে যে বিষের পেয়ালা
দুখের বাটি।

সেই ভাল মোর আঁখিজল বুনে
আশায় কাটুক্ দিন গুণে গুণে,
জীবনের শেষে শুনি যেন বুকে
চরণ ধ্বনি ;
মরণ-মণি !

বিরহ।

বিরহ কি কাঁদে আজি
বরষার রাতে ?
বিরহ কি উঠে বাজি
পবনের সাথে ?
বিরহ কি ভাঙ্গে গড়ে ?
বিরহ কি ঝ'রে পড়ে ?
বিরহ কি ফেলে শ্বাস
ঘন-আঁখি-পাতে ?
কোনখানে নাই আলো
জ্বলে নাই বাতি,
আলোর নিছনি মুছে
আসিয়াছে রাতি।
আঁধারে আঁধার দিয়ে,
আঁধারের মধু পিয়ে,
বিরহ মধুর হ'ল—
মধু বেদনাতে !

তাপদগ্ধা।

কোথায় তোমার করুণ পরশখানি,
কোথায় তোমার সজল নয়নতারা,
কোথায় তোমার প্রেমে বাধ’বাধ’ বাণী,
কোথায় তোমার স্নিগ্ধ স্নেহের ধারা?
কোথায় তোমার মিশ্রিত ফুলবাস
রুদ্ধ প্রেমের কম্পিত নিশ্বাস?
দেখা দাও তুমি, দেখা দাও, দেখা দাও,
ঢেলে দাও তব প্রেমের নিঝর ঝারা।

দুঃখ আমার, অশ্রু আমার, এস,
জীবনে আমার বরষা-বরণ রূপে,
ধ্বান্ত আমার, কান্ত আমার এস,
বল্লভ মোর এস তুমি চুপে চুপে।
আমার দহন জুড়াক্ তোমার ছায়ে,
আমার আলোক মরুক্ তোমার পায়ে,
আমার জীবন তোমার প্রাণের মাঝে
ডুবিয়া এবার বাঁচুক্ আপনহারা।

সাজা।

আমি যতই তোমায় আঘাত করি
ততই ব্যথা লাগে,
আমি যতই তোমায় কাঁদাই ততই
আপন কাঁদন জাগে।
আমি যতই ভয়ে যতই লাজে
তোমার মুখে তাকাই না যে,
তোমার দৃষ্টি ততই মনের মাঝে
আমার দিঠি মাগে।

আজ্‌কে আমার এতদিনে
হটাৎ মনে লয়,
কেমন তারে দেখ্‌তে লাগে
এমন যে নির্দ্দয়!
আমি যেই তুলেছি আমার আঁখি
আর ফেরাতে পার্‌ছি তা কি?
আমি যতই দেখি ততই হৃদয়
ডুব্‌ছে অনুরাগে।

শান্তি।

দুখের সাথে পেয়েছি যে দুখের ধনে,
এই কথাটি জাগে শুধু গোপন মনে।
নয়ন মুদি' কেঁদে বেড়াই পায়ে সবার,
কেঁপেই মরি ভয়ে ভয়ে ব্যথা লবার,
মনের মাঝে জানি হেথায় সঙ্গোপনে,
দুখের সাথে পেয়েছি যে দুখের ধনে।

ক্ষতি আমার দেখে যে যায় সকল জনে,
ফসল হেথা উঠ্‌ছে ফলে হৃদয়-বনে।
বন্ধু আমার দুখের রথে চোখের আড়ে,
প্রাণে এসে দিগ্বিজয়ে হৃদয় কাড়ে,
সেই দেখা যে আমিই দেখি দুই নয়নে;
দুখের সাথে পেয়েছি যে দুখের ধনে।

অবসর।

দাঁড়াও তোমায় দেখি,
প্রভু, দাঁড়াও তোমায় দেখি ;
নিয়ে সকল দাবি দাওয়া
চির জীবন হয় নি চাওয়া,
আজ্‌কে যদি চোখ তুলেছি
তুমিই পলাবে কি ?
প্রভু দাঁড়াও তোমায় দেখি।

দুই চোখে যে কুলায় না মোর
তোমার রূপের আলো ;
লক্ষ কোটি নয়ন দিলে
হ'ত সে মোর ভাল।
নোঙরছেঁড়া মত্ত হিয়া
চলেছিল পথ ভুলিয়া,
থামুক্ সে মোর যাত্রা আজি
চরণতলে ঠেকি' ;
প্রভু, দাঁড়াও তোমায় দেখি।

স্বেচ্ছায়।

তুমি যদি আমায় নাহি
নিতে বুকের 'পর,
আপন হ'তে খুঁজে তোমায়
পে'ত কি অন্তর ?
শিশু যেমন ফুল্ল প্রাণে
আপন মায়ের স্তন্য টানে,
তেম্‌নি তোমায় আন্‌ত খুঁজে
বিশ্ব-চরাচর ?

তুমি যদি আমায় নাহি
বাস্‌তে ভাল ভুলে,
আমার প্রাণের প্রেমের দুয়ার
যেত কি নাথ খুলে ?
আশিস্‌ নাহি দিতেই যদি
তবু কি প্রাণ নিরবধি
লুটিয়ে এমন থাক্‌ত না গো
দুটি চরণ মূলে ?

মার ডাক্।

আমরা হেথায় মিলেছি সকলে তোমার সুধায় ভরিতে প্রাণ,
মোদের শ্রান্ত ক্লান্ত হৃদয়ে করিবে আবার জীবন দান।
বহে নিয়ে যাব আনন্দরাশি, বহে নিয়ে যাব উৎসব-বাঁশী,
নীরস মলিন জীবনে ঢালিবে জননী তোমার হাসির তান।
তোমার রক্ত চরণের তলে জননী আজিকে মিলেছে যেবা,
সহজ হইবে জীবনে তাহার বিশ্বজনের চরণ-সেবা।
কোথায় বেদনা কোথা দুখ ভয়, মরণে ধ্বনিছে জীবনের জয়,
অমৃত আজি হ'ল গো জননী শুনেছে যে আজ আশার গান।

দর্শনানন্দ।

আমি তোমায় দেখ্‌ব বলে'
আনন্দের এই ঢেউ দিয়েছে
আকাশভরা নীলের কোলে।

কোন্ অজানা গভীর টানে
আলো চাহে ফুলের পানে,
সবুজ পাতার বুকের তলে
গভীর প্রেমে পবন দোলে,
আমি তোমায় দেখ্‌ব বলে'।

রৌদ্র এত আঁধার এত
আল্‌গা ক'রে আলোর বোঁটা,
মধুর সুরে নূপুর বাজায়
বর্ষারাতে জলের ফোঁটা।

স্বর্ণ-মণি-প্রদীপ রাখি'
আকাশ খোলে হাজার আঁখি,
সবুজ প্রেমে বসুন্ধরা
গভীর সুখে যায় যে গলে',
আমি তোমায় দেখ্‌ব বলে'।

মহানন্দ।

তোমার মহানন্দ এযে
তোমার মহানন্দ,
আমার প্রাণে লেগেছে যে
তোমার ফুলের গন্ধ!
যে সুখ ছোটে ঝড়ের মুখে,
তুফান তোলে সাগর-বুকে,
সেই সুখে আজ আমার হিয়া
হ'ল যে নাথ অন্ধ!

প্রলয়ভরা পুলক এযে
সর্ব্বজয়া হাসি,
হাহা ক'রে অট্টরোলে
বেড়ায় ভাসি' ভাসি'!
মৃত্যু মাঝে যে সুখ নাচে
সে সুখ এল বুকের কাছে,
রুদ্র সুখে মত্ত হিয়া
ভাঙ্গল বাধা-বন্ধ।

ফিরে পাওয়া।

তোমার ভুবন মাঝে এবার
অতি সহজ ভাবে,
নিজেরে মন হারিয়ে ফেলে
আবার খুঁজে পাবে!
নীল গগনের তলায় তলায়
কোকিলের ঐ কুহু বলায়,
তরুর শিরে শিরে যখন
পাখীরা গান গাবে।

রসের সাথে রংএর যেথা
সবুজ কোলাকুলি,
কচি পাতার কোলে কোলে
উঠ্‌বে হিয়া দুলি'।
ফুলের সাথে রঙ্গীন রংএ,
ফলের সাথে নূতন ঢংএ,
সূর্য্য শশীর তালে তালে
পা ফেলে মন যাবে।

নবরূপে।

আমায় তুমি হাজার রূপে
দেখ্‌ছ বারে বারে,
সুখের মাঝে, দুখের মাঝে,
গভীর অশ্রুধারে।
এখনো কি দেখার বাকি,
এখনো সাধ মিট্‌ল নাকি,
নূতন ক'রে দেখ্‌বে কি নাথ
আমার বেদনারে ?

এই আমারি দেহের মাঝে
এই আমারি মন,
তোমার চোখে দেখায় সে কি
শোভায় অতুলন ?
তোমার চোখের দৃষ্টি নিয়ে
আমার মনের সুধা পিয়ে
এই আমারি জীবন খানি
ভর্‌বে সুধাভারে ?

বিশ্বপ্রেম।

এবার আমার মন ডুবেছে,
এবার আমার মন ভুলেছে,
মধুর তব রূপ-সাগরে
জয়গানে এই পাল তুলেছে।

থাক্‌বে নাক' এবার বাঁধা,
—তীরের কাছে কান্না কাঁদা ;
এসেছে আজ ব্যাকুল হাওয়া,
বাঁধন-বাধা সব খুলেছে।

এবার আমার এই তরণী
জগৎ-প্রেমের বিপুল ঝড়ে
দুরন্ত এই উজান স্রোতে
প্রাণ-সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ডুবি যদি ডুব্‌ব ভাল
যেথায় জ্বলে মণির আলো,
মরি যদি মর্‌ব এবার,
ঐ প্রেমে আজ মন ভুলেছে।

স্বীকার।

আমি সকলের মাঝে তোমারে মানি,
সকলের মাঝে তোমারে জানি,
আমি সকলের রূপে তোমারে নেহারি হে।

সকলের মুখে শুনেছি শুনেছি
তোমার মুখের মধুর বাণী।

তোমারে এবার পেয়েছি খুঁজি',
সকলের মাঝে তোমারে পূজি,
আমি সকলের তরে দিয়েছি জীবন হে।

সকলের কাজে সকলের মাঝে
সঁপেছি আমার হৃদয়খানি।

অজানার ডাক।

ওগো আমার হৃদয়-রতন,
ওগো আমার মন,
ওগো আমার চির-সাধন,
ওগো ধ্যানের ধন!

ওগো আমার আলোক চোখের,
ওগো ছায়া স্বপন লোকের,
ওগো আমার চির-অচিন,
চির-আপন-জন!

চিরদিনের আশার নিধি!
বারেক দেখা দাও,
শুধু তোমার দরশনের
আভাস দিয়ে যাও।
মিলন-আকুল অন্তরে দাও
প্রাণের আলিঙ্গন।

ওগো আমার মোহন মায়া,
কল্প-লোকের গোপন ছায়া,
প্রাণের মাঝে মূর্ত্তি ধর'
ওগো চিরন্তন !

শান্তি-মন্ত্র।

এবার তোমার শান্তিতে দাও থাকিতে,
শান্তিতে প্রাণ ঢাকিতে
দাও হে, দাও হে, দাও!

মুছিতে মনের যত ধূলা আর বালি,
মুছিতে আমার বাসনার শেষ কালী,
ঢাল' প্রভু তব শান্তিজলের ঝারি,
পবিত্র প্রাণ রাখিতে।

বহুদিন হ'তে জ্বলিছে আগুন-জ্বালা,
বুকে দাও আজ শান্তির জপমালা,
দাও হে, দাও হে, দাও!

এবার আমার নীরব করহে কথা,
শান্ত করহে ব্যথা আর ব্যাকুলতা,
স্নিগ্ধ তোমার সুন্দর পদরেণু
জীবনে আমার মাখিতে
দাও হে, দাও হে, দাও।

প্রেম।

প্রথম চুম্বন।

আমার যৌবন-কুঞ্জে ফুটাইয়া সহস্র গোলাপ,
আমার এ নীলাকাশ ভাসাইয়া মুখর হাসিতে,
আমার এ বসন্তেরে সাজাইয়া কুসুম রাশিতে,
আমার পিকের কণ্ঠে জাগাইয়া করুণ আলাপ,
জীবনের নবজাত কিশলয়ে করিয়া সবুজ,
দিবসে নিশীথে মোর মাখাইয়া শ্যাম স্নিগ্ধ ছায়া,
আমার এ কল্পলোকে কে এনেছে সুগভীর মায়া?
সংযত যৌবনে মোর কে করিল উদ্দাম অবুঝ?
কোন্ স্বর্ণ-মায়া-দণ্ড জীবনেরে করেছে মধুর?
রঙ্গীন করেছে মোর ম্লান, পাণ্ডু, বিরস ভুবন?
গানের তানের মত হৃদয়েরে করি পরিপূর
কে জাগাল যৌবনের আধজাগা গোলাপী স্বপন?
সন্ধ্যা শেষে ক্ষীণালোকে লাজভীত জীবন-বঁধুর
শঙ্কিত, কম্পিত, দীর্ঘ, স্নিগ্ধ, ঘন, প্রথম চুম্বন।

একই।

আমার প্রাণখানি তোমার দেহরূপে
মূরতি ধরিয়াছে গোপনে চুপে চুপে।

আমারি আঁখিজল কত না যুগ ধরি'
নয়নতারা হ'ল তোমার আঁখি ভরি।

আমার হাসিখানি নিজেরে জমাইয়ে
অধর দুটি তব গড়েছে মধু দিয়ে।

আমার গান স্বামী আমারি প্রাণ ত্যেজে
তোমার প্রেমরূপে মধুরে উঠে বেজে।

জীবনের মালিক।

কতবার সাধ যায় দেখাতে তোমারে,
সমস্ত জীবনখানি নয়ন সমুখে আনি'
গেঁথে বুনে তুলে ধরি মণিময় হারে।

এতটি জীবন মোর কেটেছে কেমনে
কেন তুমি দেখিলে না, কি হরষ কি বেদনা,
তাই ভাবি খেদ আসে আপনার মনে।

আজ মুখে বলি' তাহা বুঝান কি যায় ?
সে হরষে সুখ নাই, সে বেদনা হ'ল ছাই,
—বাসি ফুলরাশি দিয়ে মালা গাঁথা দায়।

সে যদি দেখিতে প্রিয় বুঝিতে কি ভুল ?
বুঝিতে কি মোর মনে কোথা আছে সঙ্গোপনে
মণিময় একখানি হৃদয় অতুল ?

চির দিবসের এই আঁখি-জলধার
তোমার ও আঁখিদ্বয় করিত কি অশ্রুময়,
আকুল করিত না কি হৃদয় তোমার ?

বারেক বুঝিতে যদি অশান্ত পরাণ
চরম শান্তির আশে　　এসেছে তোমার পাশে,
স্নিগ্ধতায় হ'ত নাকি আঁখিতারা ম্লান ?

তুমি কি ভেবেছ প্রিয় এ জীবনে মোর
উলটি পালটি খুলি'　　নিমেষে নয়ন তুলি'
সবটুকু দেখে ল'বে, বুঝে ল'বে ওর ?

এত তুচ্ছ নয় প্রাণ, এত খেলা নয়,
নহে আলসের ধন,　　বুঝিবারে এ জীবন
সমস্ত জীবন চাই, সমস্ত হৃদয়।

পঞ্চপ্রদীপ।

১

বর্ষা নামে ঘন ঘটা আকাশের কোলে,
সজল বেদনা ভরে বায়ু কেঁপে যায়,
মতিমালা সম যেন জলধারা দোলে।

জলদের চোখে জল নামে বেদনায়,
তাহারি আঁধার ছায়া পড়ে বিছাইয়া
ধরণীর শ্যাম ঘন সুকোমল গায়।

বরষা আপন ধন দু'হাতে সঁপিয়া
তৃপ্তি নাহি পায় যেন আপনার মনে,
অশ্রুধারা পড়ে তাই দু'টি আঁখি দিয়া;

গভীর নিশ্বাস তাই ত্যজিছে গোপনে,
আরো দিবে আরো দিবে এই তার আশা,
এই তার বিশ্বাসের সুধাটুকু মনে।

ঐ বরষার সাথে মিলাইয়া ভাষা
অশ্রুভরে কাঁপে মোর দীন ভালবাসা।

২

জলদ কহিছে প্রেম-গদগদ-ভাষে,
আকাশ জানায় প্রেম স্নিগ্ধ দিঠি দিয়া,
বাতাস বহিছে প্রেম নিশ্বাসে নিশ্বাসে,
জলধারা নিজ প্রেম গাহে গুমরিয়া।

ধরণী বহিছে প্রেম মৌনতার ছলে,
উথলি উঠিছে প্রেম তটিনীর জলে।

কদম বিকাশে প্রেম পুলকে শিহরি',
কেতকী ছুটায় প্রেম সৌরভের ভারে,
বরষা জানায় প্রেম অশ্রুধারা ভরি',
দাদুরী কহিছে প্রেম পূর্ণ একতারে।

শিখিনী ফুকারে প্রেম কেকা কলরবে
বিরহী বহিছে প্রেম একাকী নীরবে।

মুখরতা মৌনতায় গভীরে নিশ্বাসি
আমি বলি ভালবাসি, তোরে ভালবাসি।

৩

এমন সজল ঘন বরষার অন্ধকার রাতে
বুকভাঙ্গা হাহাকারে বায়ু কেঁদে কেঁদে ফিরে যায়,
মেঘ-যবনিকা খুলি' দামিনী যে নিমেষে লুকায়,
মেদিনী কাঁপিয়া উঠে ক্ষণে ক্ষণে ঘোর বজ্রপাতে।
প্রলয় বেধেছে যেন আকাশ ও ধরণীর সাথে,
বনেতে জেগেছে তাই কি গভীর হায়, হায়, হায় ;
কোন্ রুদ্র গুরুগুরু মেঘে মেঘে ডম্বরু বাজায়,
আকাশ বধূরা কাঁদে অবিরল ঘন অশ্রুপাতে।

তোমারে জড়ায়ে ধরি আমার এ দৃঢ় আলিঙ্গনে
দুজনারে চেপে ধরে বরষার গাঢ় অন্ধকার,
ভাবি প্রিয় কি যে করি ভালবাসা-ভারাতুর মনে
আশীর্ব্বাদ করি, কিবা প্রণমি ও চরণে তোমার।
তারপর রজনীর সুবিজন নিভৃতে গোপনে
সর্ব্বদেহে ধীরে ধীরে গেঁথে দিই চুম্বনের হার।

৪

বরষা রেখেছে আজ নিলাজ ও আকাশের লাজ
আঁচলের প্রান্ত দিয়া নগ্নতায় করি আবরণ ;
রুদ্ধশ্বাস লাজভীত নিঃশ্বসিয়া বেঁচেছে পবন
নবজাত-কিশলয়ে-পল্লবিত-বনতরু মাঝ,

হেরি ঐ লাজহীন আকাশের নবতর সাজ
তারকার কানাকানি মৌন হ'য়ে গিয়াছে কখন,
বিজলী-বালিকা ছুটি' সেই কথা করিছে রটন,
মাথার আঁচল তার খসিয়া পড়েছে ভূমে আজ।

দিনের আলোকে বসি কতবার ভাবিয়াছি মনে
তোমারে হেরিয়া কেন অনুরাগে ভরিল হৃদয়,

গুণে কি ভুলিল হিয়া, রূপে কি মজাল দু'নয়নে,
কোন্ যাদু দিনে রাতে আমার এ মন কেড়ে লয় !
এই কথা বারে বারে রজনীতে আজ মনে হয়
তুমি ব'লে ভালবাসি প্রিয়তম, আর কিছু নয় !

৫

মেঘে ভালবাসে তাই আকাশের রূপ নাহি ধরে,
আকাশেরে ভালবাসি ধরণীর তৃষা মিটে যায়,
জলে ভালবাসে তাই শ্যাম ঘন পল্লবের স্তরে
বনরাজি ভ'রে গেল সুকোমল পরিপূর্ণতায়।
ফুলে ভালবাসে তাই পবনের এত মধুবাস,
মধুরে বাসিয়া ভাল কুসুমের মধুর হৃদয়,
মেঘে ভালবাসে তাই বরষার সজল নিশ্বাস,
বুলায়ে বুলায়ে যায় ধরণীর সর্ব্বদেহময়।
রজনীরে ভালবাসে মেঘে তাই এত অন্ধকার,
আঁধারে বাসিয়া ভাল রজনীর সৌন্দর্য্য নিটোল,
শ্যামে ভালবাসে তাই মাঠে ঘাটে বাটে একাকার ;
সুরে ভালবাসে তাই বৃষ্টিধারা শিখিয়াছে বোল।
তোমারে যে ভালবাসি হে আমার অমৃত-মধুর
এ জীবনখানি মোর তাই প্রিয় সুধা-ভরপূর।

ছাড়াছাড়ি।

এতদিন যত কথা বলিয়াছ কাণে কাণে,
যত হাসি গান,
আমার নিকটে থেকে দেখাতে পারনি তব
সমস্ত পরাণ।
আজ দূরে গিয়ে তাই তোমার পরশ পাই
সর্ব্ব দেহময়,
আমার হৃদয় মাঝে অবাধে মিশিছে তব
সমস্ত হৃদয়।

যে আঁখি নীরব ছিল সকল হৃদয় ভ'রে
সেই কালো আঁখি
মৌন নীরবতা ভাঙ্গি' কুহু কুহু কুহু রবে
উঠে ডাকি ডাকি।
হৃদয়ের বনরাজি পল্লবে কুসুমে নব
পত্র পুষ্পময়,
তোমার বিরহে আজ আমার সর্ব্বাঙ্গে হ'ল
বসন্ত উদয়।

কাছে থেকে পাইয়াছি যতটুকু পাওয়া যায়
ধরাছোঁয়া মাঝে,
দূরে গিয়ে দাঁড়ায়েছ নিখিল ভুবনে তব
মূরতি বিরাজে।
দিবসের আলো তব নয়নের দিঠি দিয়ে
ধুয়ে দেয় মন,
রজনীর অন্ধকার বহে আনে দু'হাতের
মৃদু আলিঙ্গন।

দূরে যাহা পাই নাই কাছে তাহা পাইয়াছি,
কাছে যাহা দূরে,
তোমার বিরহে তাই ভরিল মনের তার
কোন্ সুরে সুরে!
নানাদিক্ হ'তে আজ তোমারে যে পাইয়াছি
মোর গীতে গানে,
বিরহের দুখ মাঝে প্রেমের মাধুরী ধারা
উথলে পরাণে।

বিরহের ব্যক্তি।

আমার বিরহ কাঁদে
আকাশের তারায় তারায়,
কোন্ দিগন্তের পারে,
নীলিমার একাকারে,
কোন্ অজানার পানে
আপনা হারায়!

আমার বিরহ লুটে
বনতরু শাখায় শাখায়,
এই ছুটে যায় দূরে,
এই আসে কাছে ঘুরে,
কম্পিত, অধীর, ঘণ,
গভীর ব্যথায়।

আমার বিরহ ভাঙ্গে
বেদনার অজস্র ধারায়,
সুরে সুরে উঠে পড়ে,
গভীর নিশ্বাস ঝড়ে,
থাকে না যে মৌন মোর
হৃদয়-কারায়।

বিরহের আশ্বাস।

রজনীর অন্ধকার নিয়ে আসে ওই তোর
কালো আঁখিতারা,
ঢেলে দেয় অবিরল নিদ্রাতুর বুকে মোর
শান্তি-সুধাধারা।
আমার স্বপনখানি ঘুমঘোরে নিয়ে আসে
তোর আলিঙ্গন,
আবেশ-বিভল করে দুটি প্রেম বাহু পাশে
তনু আর মন।
প্রভাতের নবারুণ নিয়ে আসে মোর চোখে
তোর হাসিরাশি,
বহে' আসে বঁধু এই প্রদোষের মহালোকে
ভালবাসাবাসি।
সাঁঝের আঁধার যবে ঘন হ'য়ে ঘিরে পড়ে
মোর চারিপাশে
আমারে বিবশ করে ও তোর চুম্বন ঝড়ে
নিশ্বাসে নিশ্বাসে।

মিনতি।

ফিরে আয়, ফিরে আয়,
যেথায় কাঁপিছে প্রাণ সুগভীর বেদনায়।
কালো নয়নের নেশা যেথায় লেগেছে প্রাণে,
তোমার দুইটি বাহু যেথায় বাঁধন দানে
ভরিয়া দিয়াছে প্রাণ কুসুমের জ্যোছনায়,
ফিরে আয়, ফিরে আয়!

তোমার অধর ছুঁয়ে যেথায় জেগেছে আশা,
মুখর হয়েছে আজ মৌন মূক ভালবাসা,
যেথায় জ্বলেছে প্রাণ বাসনার এ শিখায়,
ফিরে আয়, ফিরে আয়!

বিষাদ-মলিন হ'য়ে যেথায় আসিছে দিবা,
স্তিমিত জীবন সম ভাতিছে আলোর বিভা,
রজনী কাঁদিছে যেথা আঁখি-নীর-বরষায়,
ফিরে আয়, ফিরে আয়!

গান যেথা নিভে গেছে, প্রাণ যেথা আছে বাকি,
শূন্য দিঠি ঢাকিবারে মুদে আসে মৌন আঁখি,
আঁখিজল-স্নিগ্ধ মোর হৃদয়ের এ ছায়ায়
ফিরে আয়, ফিরে আয়!

রজনীর ফোটা ফুলে প্রভাতের মালাগাছি,
শেষ আশাটুকু নিয়ে আমি যেথা বেঁচে আছি ;
অসহ বিরহ ভার,——হে নিঠুর ফিরে আয়,
ফিরে আয়, ফিরে আয়!

মিলন ও বিরহ।

তোমার মিলন মোরে করে মধুময়,
নয়নে বচনে দেয় মধু মধুরিমা,
জীবনে মাখায়ে দেয় জয়ের গরিমা,
পুলকে ভরিয়া রাখে সমস্ত হৃদয়।
তোমার মিলন-ঘন-আলিঙ্গন-ডোর
হৃদয়ে জড়ায়ে দেয় ফুলময় হার,
খুলে দেয় অন্তরের আনন্দ দুয়ার,
হাসির নির্ঝর ধারা ঝ'রে পড়ে মোর।

তোমার বিরহ করে সুধা-পরিপূর,
পাওয়া আর না পাওয়ার সব মধু দিয়া,
একেবারে পরিপূর্ণ করে মোর হিয়া
দিয়ে মৌন বেদনার নব নব সুর।
তোমার মিলন যেন দিবসের প্রাণ,
বিরহ সে গীতিময়ী রজনীর গান।

অবিচ্ছেদ।

এস প্রিয়, হৃদয়ের আরো কাছাকাছি ;
ছিঁড়ে ফেল' জীবনের অন্তরালটিরে,
এ দেহের আবরণ দুটি হাতে চিরে
হৃদয় রতন এস হৃদয়েরে ঘিরে,
বাঁচিয়া উঠুক্ পুনঃ শুষ্ক মালাগাছি,
এস প্রিয়, হৃদয়ের আরো কাছাকাছি।

হৃদয়ের আরো কাছে এস এস বঁধু,
নয়নে দেখিয়া শুধু ভরে না এ হিয়া ;
সমস্ত হৃদয় দিয়ে দেহ পরশিয়া
আমার হৃদয় চায় আলিঙ্গন-মধু।

এস প্রিয়, হৃদয়ের আরো কাছাকাছি,
আমার এ দেহ চায় ও তোমার দেহ ;
আমার এ ভালবাসা চাহে তব স্নেহ,
আমার হৃদয় চায় হৃদয়ের গেহ ;
দিবস রজনী বঁধু প্রাণ পেতে আছি,
এস প্রিয়, হৃদয়ের আরো কাছাকাছি।

প্রেমমুগ্ধ।

তোমার ও বাহু যবে ছুঁয়ে যায় আমার এ তনু
ফুল-বুকে মুরছিয়া বায়ু পড়ে ঢলি',
সোহাগের মধুমাখা শত নাম বলি,
পুলক-বিভল হয় সুখাবেশে মোর সর্ব্ব তনু।

তোমার নিশ্বাস যবে রেখে যায় তপ্ত অনুরাগ
আমার শীতল শান্ত ললাটের 'পরে,
সহসা ফুলের মুখে আলোধারা ঝরে,
পেলব দলের বুকে ভ'রে উঠে গোপন সোহাগ।

তোমার ও আঁখি যবে আমার আঁখিতে হয় হারা
সর্ব্বপ্রাণ কেঁপে উঠে কালো দৃষ্টি মাঝে,
সহসা আকাশ হ'তে প্রেমারুণ লাজে
সাগরে নামিয়া আসে উচ্ছ্বসিত চন্দ্রকর-ধারা।

তোমার ও মধু বাণী নিভৃতে আমার কাণে কাণে
যখন বকিয়া যায় প্রলাপের সুর,
ধরণীর বুকে হেথা বিচিত্র মধুর
বরষার জলধারা বেজে উঠে অবিশ্রাম গানে।

যখন অধর তব স্নিগ্ধ দুটি মধুর পরশ
রেখে যায় আমার এ অধরের মাঝে,
বসন্ত-কোকিল ডাকে পল্লবের ভাঁজে
সন্ধ্যালোকে জ্যোছনায় আলিঙ্গন তখন সরস।

তোমার প্রেম।

তোমার ও প্রেম যেন হেমন্তের স্বর্ণ-রবিকর,
তোমার হৃদয় যেন উদার ও সুনীল গগন,
আপনার মহিমায় নিশিদিন রয়েছে মগন,
আপনার আলোকেতে আপনি যে উজ্জ্বল সুন্দর।
জ্যোতিঃ আছে তবু যেন মৃদু, শান্ত, স্নিগ্ধ, মনোহর,
সংযত প্রেমেতে করে হৃদয়ের তমসা হরণ;
আলোকে উত্তাপে শুধু আপনারে করিছে ক্ষরণ,
সীমা নাই, শেষ নাই আপনার মহিমা-অমর।

আমি যেন ধরণীর চিরস্নিগ্ধ শ্যামল বিস্তার
ঊর্দ্ধমুখে নিশিদিন তোমার ও প্রেমের ভিখারী
ঊষর জীবনে মোর উর্ব্বরতা করিছে সঞ্চার,
অবিরল অবিশ্রান্ত তোমার ও প্রেম সুধাবারি।
ধরণীর অন্ধকারে জ্বালাইল মণিময় হেম
সে ত শুধু একনিষ্ঠ, জ্যোতির্ম্ময় রবিকর-প্রেম।

আমার প্রেম।

আমার এ প্রেম যেন চাঁদিনীর সুকোমল হাসি,
প্রয়োজনহীন এ যে, দিবসের প্রখরতাহীন ;
তোমারি ও প্রেমালোকে প্রাণে প্রাণে রয়েছে বিলীন,
কল্পনার মায়ালোক ! এ যেন গো সৌন্দর্য্যের রাশি !
প্রতিদিন প্রকাশিছে আপনার লাবণ্যের ভারে,
প্রেমের কিরণ ধারা ঢালিতেছে নীরবে গোপনে,
বুনিতেছে ফুল-গন্ধ-স্পর্শময় সোণার স্বপনে,
শত দৃষ্টিময় এ যে জীবনের গাঢ় অন্ধকারে।

তুমি যেন ফেণপুঞ্জ-উচ্ছ্বসিত ক্ষুব্ধ পারাবার,
হৃদয়-আবেগে-চূর্ণ চিরদিন অধীর, চঞ্চল ;
আমার এ প্রেম যেন শশীকলা-কিরণের-হার
কম্পিত আবেগে তব জড়াইয়া আছে বক্ষতল।
স্নিগ্ধতায় সুশীতল, কমনীয় জ্যোছনা-সম্ভার
চুম্বনের প্রেমাবেশে উচ্ছ্বসিত, মদির, বিহ্বল।

ঋতু সম্ভার।

নিদাঘ।

যে দিন আমারে বাঁধ, তব বাহুপাশে
বুকে এসে লাগে তব বুকের স্পন্দন,
সুদীর্ঘ সঘন তব গভীর নিঃশ্বাসে
কপালে লেপিয়া যায় মধুর চন্দন,

কোমল ও-হৃদয়ের গাঢ় আলিঙ্গনে
আমার হৃদয়ে উঠে রক্তের তুফান,
অধীরতা জেগে উঠে চঞ্চল পবনে
বিস্ময়ে আকাশ চাহে সুনীল-নয়ান,

কখন মুদিয়া আসে নয়নপল্লব
কখন এ তনু হয় আবেশে বিহ্বল,
তোমার হৃদয়তটে হৃদয়বল্লভ
মুরছিয়া পড়ে মোর রক্ত শতদল,

চুম্বনে আঁকিয়া দাও তপ্ত অনুরাগ,
আমি জানি সেই মোর প্রাণের নিদাঘ।

বর্ষা।

যে দিন তোমার তুটি নীরব অধরে
মূক হ'য়ে থাকে গূঢ় মৌন ভালবাসা,
কোন্ এক অজানিত বেদনার ভরে
প্রাণের মাঝারে কাঁপে লাজ-ভীত আশা !

আমার মাথাটি রাখি তোমার ও-বুকে,
স্তব্ধ রজনীর সম আঁখি করি নত,
আমার এ প্রাণখানি গোপন পুলকে
শিহরি' শিহরি' উঠে কদম্বের মত।

বাদল হাওয়ার মত নিঃশ্বাস তোমার
কপালে মুরছি মোর হয় নিজ-হারা,
আবেশে বিহ্বল করে হৃদয় আমার
তুটি কালো নয়নের দৃষ্টি জলধারা।

সর্ব্ব দেহ সর্ব্ব মন হয় যে সরসা,
আমি জানি সেই মোর মোহিনী বরষা।

শরৎ।

যে দিন মোদের প্রাণ প্রেমেতে মগন,
কামনার মোহমুক্ত লালসাবিহীন,
তোমার ও শান্ত দুটি করুণ নয়ন
আমার নয়ন 'পরে থাকে নিশিদিন,

শিশির-শীকরে সিক্ত স্নিগ্ধ আঁখিতারা—
কোন্ সেফালির সুখ-কাহিনীটি লেখা,
আমার হৃদয়ে যেন হয় পথহারা
মেঘমুক্ত আকাশের স্বর্ণ-রবি-রেখা।

গভীর পুলকে প্রাণ হয় পরিপূর,
হৃদয়ে দুলিয়া যায় হাওয়ার হিন্দোল,
তব নয়নের ঐ নম্র ঘন সুর
ভুলাইয়া দেয় মোর বাসনা বিলোল।

আমার মুখের 'পরে তব আঁখিপাত
আমি জানি সেই মোর শারদ প্রভাত।

হেমন্ত।

যে দিন তোমার চোখে সংশয়ের লেশ
কেটে যায় একেবারে আনন্দ-কিরণে,
শুধু থাকে স্নিগ্ধ মৃদু প্রণয়ের রেশ
রবিদীপ্ত হেমন্তের জড়িত হিরণে,

অভিষিক্ত করে' যায় আমার অন্তর
পলকে পলকে নব আনন্দ সম্পাতে,
তোমার প্রেমেতে মোর হে প্রেম-সুন্দর,
শিশির জমিয়া উঠে দুটি আঁখিপাতে।

নিঃশ্বাস বহিয়া যায় হিম-সুশীতল,
সর্ব্ব দেহে লাগে তব দৃষ্টির উত্তাপ,
আনন্দ-কিরণ মাখা নয়নকমল
আমার হৃদয়ে দেয় আনন্দের ছাপ।

যে দিন তোমার প্রাণে ভরা অনুরাগে,
হেমন্তের নীলাকাশ প্রাণে মোর জাগে

শীত।

যে দিন তোমার দুটি আরক্ত অধর
ছুঁয়ে যায় ব্রীড়ানত নয়নযুগল,
বেতস লতার মত তনু থর থর
কাঁপে হিয়া শীতে ম্লান রক্তশতদল।

অবশ হৃদয় মোর লাজে অবনত
লভিয়া তোমার মৃদু পরশের মধু,
নিশির শিশির ঢাকা জ্যোছনার মত
শীতল আলোক নামে হে হৃদয়-বঁধু।

সর্ব্ব দেহ ধীরে ধীরে হিম হ'য়ে আসে
তোমার কম্পিত, ভীত, শঙ্কিত সোহাগে,
তোমার নয়ন মোর নয়নের পাশে
মুদে আসে হৃদয়ের গাঢ় অনুরাগে।

ডুবাইয়া দাও যত চুম্বনের ধারে,
পুলকেতে রোমাঞ্চিয়া উঠি বারে বারে।

বসন্ত।

যে দিন তোমার প্রেম হয় মধুময়,
পাগল করিয়া তোলে আমার এ মন,
প্রেমেতে মাতাল তব অবোধ হৃদয়
মাতাইয়া তোলে মোর অশান্ত জীবন।

তোমার নয়ন যবে অধরের ছায়
আমারে টানিয়া লয় বড় কাছাকাছি,
তোমার ও-বাহু শোভে আমার গলায়
কোমল বকুলে গাঁথা মধু মালাগাছি।

থেমে যায় প্রলাপের মিছা কাণাকাণি,
—আপনারে জানাবারে বিফল প্রয়াস ;
নয়ন মুদিয়া শুধু মন জানাজানি,
দু'জনার মাঝে শুধু দুজনে প্রকাশ।

থেমে যায় আর সব মিছা কলরব,
তোমাতে আমাতে বঁধু, বসন্ত উৎসব।

সাম্বৎসরিক।

একটি বছর হ'ল গত,
এমনি দিনে তোমার সাথে—
আকাশভরা তারার আলো—
দাঁড়িয়ে ছিলাম এমনি রাতে।
কি জানি কোন্ চোখে তখন
দেখেছিলাম তোমার হাসি,
প্রাণের মাঝে কেমন ক'রে
উঠ্ল বেজে জীবন-বাঁশী।
কোথায় গেল সূর্য্য তারা,
কোথায় গেল এই ধরণী,
ভিতর বাহির পূর্ণ ক'রে
বাজ্ল সুখের কলধ্বনি।
স্পর্শে, রূপে, গন্ধে, রসে,
জড়িয়ে গেল জীবন-লতা,
কি যে বিপুল আনন্দ সে,
কি যে বিপুল সুখের ব্যথা!

নয়ন যেন উঠ্‌তে নারে
মলয়লাগা ফুলের মত,
নরম তোমার পরশ লেগে
অঙ্গ আমার মূর্চ্ছাহত।
মুঠির মাঝে কাঁপ্‌ছে মুঠি,
কাঁকন বালা বল্‌ছে মিঠে,
মুখের 'পরে লজ্জা রাঙ্গা,
মনের মাঝে মধুর ছিটে।
তোমার হাতের সিঁদূরটুকু
আজ্‌কে আরো রাঙ্গা হ'ল,
গাঁঠছড়াতে গাঁঠের পরে
একটি আরো গ্রন্থি প'ল।

ভক্তিযোগ।
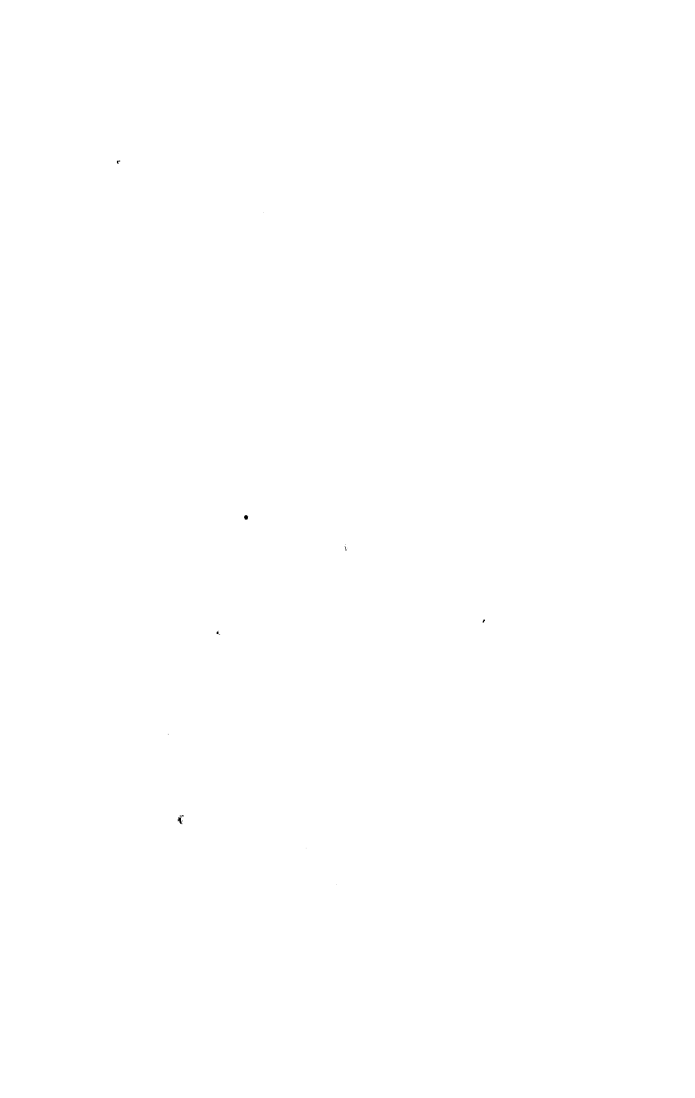
উদ্বোধন

আবার আমারে নবীন জীবনে
　　দীক্ষা দিলে গো জীবন-নাথ,
আমার সেবার পূজা আয়োজনে
　　করিলে আবার নয়নপাত।
নীরব কণ্ঠে দিলে নব সুর,
　　নূতন আশাটি করিলে দান,
হে চির-মোহন, হে চির-মধুর,
　　হে চির-নবীন, হে চির-প্রাণ!
নামিয়া এসেছ ভক্তি-সরস
　　ধরিতে আমার অর্ঘ্যভার,
—আমার বেদনা, আমার হরষ
　　হবে কি তোমার গলার হার?
সুন্দর, তুমি লহ লহ মোরে,
　　লহ জীবনের সাধন-ধন,
সুন্দর কর তোমার আদরে
　　আমার সেবার এ আয়োজন।

ওঁ।

তোমার স্বর্ণ-বেদীর তলায়
বসিয়াছি আজ জুড়িয়া পাণি,
ভক্তি-অশ্রু-সিক্ত-গলায়
ফোটে না মুগ্ধ হৃদয়-বাণী।
বাক্যের কিছু নাই প্রয়োজন
নীরবে বুঝিও মনের প্রীতি,—
বচনাতীতেরে সঁপিলে বচন
বেসুর শুনাবে প্রাণের গীতি।
তুমি আছ মোর সম্মুখে আর
আমি আছি তব পায়ের কাছে,
দুজনার প্রাণে—তোমার আমার—
নিখিল বিশ্ব জড়ায়ে আছে।
হৃদয় যেখানে বচন হারায়,
অন্তর যেথা পায়না ভাষা,—
তুমি আর আমি রয়েছি সেথায়,
দুজনার প্রেম রয়েছে ঠাসা।

কোথা ডুবে গেছে দুঃখ বেদনা,
কোথা ডুবে গেছে অশ্রু হাসি,
অন্তরে আছে তোমার চেতনা,
—ভূমানন্দের পুলকরাশি।
আমি ডুবে গেছি তোমার মাঝারে,
তুমি ডুবে গেছ হৃদয়ে মম,
ভক্তি ডুবিয়া গেছে একেবারে
তুচ্ছ ক্ষুদ্র তৃণের সম।
কিছু নাহি দেখি মুগ্ধ চক্ষে,
মুগ্ধ কর্ণে কিছু না শুনি,
গুঞ্জন করে রুদ্ধ বক্ষে
মহা ওঙ্কার মন্ত্রধ্বনি।

———

গানগৌরব।

কণ্ঠে আমার বাজে না সে সুর ভাষায় নাহি সে শক্তি,
অন্তরে তবু উঠে কেঁপে কেঁপে অন্তরভরা ভক্তি।
যোগ্যতা সে ত মানে নাক কিছু, ভাঙ্গা বক্ষের ছন্দে
বিশ্বদেবের শ্রীপদকমল প্রেমে বিহ্বল বন্দে।

অম্বর যাঁরে নারে ধরিবারে,—লজ্জিত হয় সিন্ধু,
ললাম যাঁহার নারে আঁকিবারে তপন, তারকা, ইন্দু,
বিশ্ব যাঁহার পায় নাই সীমা,—পারে নাই যাঁরে জান্‌তে,
জন্ম মরণ লুটায় যাঁহার যুগল চরণোপান্তে,

অন্তবিহীন অনন্ত কাল চিন্তিয়া যাঁর সত্য
আদি অন্তের পায় নাই সীমা জানে নাই কোন তথ্য,
অজ্ঞেয় যিনি, চির লীলাময়, জ্ঞানী ধ্যানী পায় লজ্জা,
নব নব যুগে নব নব বেশে নব নব যাঁর সজ্জা,

আনন্দ যাঁর সন্ধ্যা প্রভাত এঁকে যায় কত বর্ণে,
নিবিড় নীরব অন্ধ তিমিরে রৌদ্রোজ্জ্বল স্বর্ণে,
জ্যোৎস্নায় যাঁর ভরা আনন্দ রন্ধ্রে রন্ধ্রে রন্ধ্রে,
ছয় ঋতু যাঁর বন্দনা করে প্রেম-কম্পিত মন্ত্রে,

যুগে যুগে যিনি জয়-ঝঙ্কৃত মহা ওঙ্কার মন্ত্রে
নিখিল-ভুবন-হৃদয় মাঝারে ভক্ত-প্রাণের তন্ত্রে,
উপমারহিত বিশ্বের শিব, চিরসুন্দর শান্ত,
চির মঙ্গল, সত্য স্বরূপ, ভক্তহৃদয়-কান্ত,

তাঁরি মঙ্গল কোমল মধুর পবিত্র প্রেমানন্দে
ফুটাইতে চাই প্রাণের ভাষায় আমার গানের ছন্দে।
এ শুধু তাঁহার পূজা আয়োজন, গভীর প্রাণের নিষ্ঠা,
মন্ত্র পাঠের প্রয়াস এ শুধু; তাঁরি মধু-প্রেমাবিষ্টা!

আমারি প্রাণের মন্দিরে তাঁর শ্রীপদযুগল বেষ্টি,
তাঁরি আনন্দ করিতে প্রকাশ ব্যর্থ কথায় চেষ্টি।
কণ্ঠের ধ্বনি বচন হারায়, অন্তর হয় স্তব্ধ,
বচন মনের অতীত যে তিনি যোগি-জন-ধ্যান-লব্ধ।

অকিঞ্চনে ভক্তি করিতে ভক্তি আসেনি সাধ্যে,
বাঞ্ছা তাহার বন্দিতে সেই জগতের চিরারাধ্যে।
তাঁহারে প্রণমি মিটে যায় যদি জীবনের সব তেষ্টা,
ধন্য হয় এ ব্যথিত প্রাণের চরণ পূজার চেষ্টা!

নিরানন্দের আনন্দ এ যে অগৌরবের গৌরব,
ভগ্ন প্রাণের বাসনা-দগ্ধ সুন্দর ধূপ সৌরভ।

নিবেদন।

আড়াল করে’ রাখ তুমি
আমার এ জীবন,
এ নয় কভু এ নয় প্রভু
আমার নিবেদন।
ক্ষম’ আমার দোষ,—ওগো
নিভাও তব রোষ,
ত্রুটি আমার ভুলে’—ওগো
বুকেতে লও তুলে’,
দয়া শুধু দাও গো ভরে’
আমার হৃদি মন,
এ নয় কভু এ নয় প্রভু
আমার নিবেদন।

জীবন ভরে’ করেছি ত
শতেক অপরাধ,
কি বলে’ আজ চাইব প্রভু
তব আশীর্ব্বাদ ?

দগ্ধ কর মোরে প্রভু
বেদনা দাও ভরে',
আগুন তব জ্বালি' প্রভু
ঘুচাও ধূলা বালি,
বিচার করে' দণ্ড দেহ
এই ত মম সাধ,
কি বলে' আজ চাইব প্রভু
তব আশীর্ব্বাদ ?

যা নিয়েছ তাহার লাগি
দুঃখ নাহি আর,
এই জীবনেই দাওহে প্রভু
দণ্ড পুরস্কার !
সোণার মত কর আমায়,
কর বিমলতর।
নামাও মম বোঝা, আমায়
কর সরল সোজা।

সত্য আলো আসে যেন
খুলি' সকল দ্বার,
এই জীবনেই দাও হে প্রভু
দণ্ড পুরস্কার !

কলুষ মম রেখ না আর,
মুছাও যত কালী,
ভেঙ্গেই যদি পড়ে তবু
জীবন কর খালি !
রুদ্র-তেজ-ভাতি তব
দেখাও দিবারাতি
ঝল্‌সি মম চোখ তব
সাজা সফল হ'ক্।
অশ্রুফোটা কুসুম দিয়ে
ভর' জীবন ডালি,
ভেঙ্গেই যদি পড়ে তবু
জীবন কর খালি।

দৃষ্টি তব লাগে যেন
আঁধার ভরা মনে,
দগ্ধ কর, দগ্ধ কর
আমায় ক্ষণে ক্ষণে !
ঘুচাও হাসা কাঁদা, প্রভু
অভিমানের বাধা ;
করহ এ জীবন প্রভু
মনের মত মন।
শুভ্র কর, শুভ্র কর
আলোর পরশনে ;
দগ্ধ কর রুদ্র জ্যোতি,
আমায় ক্ষণে ক্ষণে।

গোপন আশ্রয়।

আপনারে তুমি লুকায়ে রাখিতে চাও,
মোদের হৃদয় আড়ালে পেতেছ ঠাঁই,
তুচ্ছেরে তুমি রাজসম্মান দাও,
তাইত তোমারে ভুলিয়া থাকিতে চাই !
এমনি নিজেরে রেখেছ সঙ্গোপনে,
তোমার করুণা পড়ে না মোটেই মনে,
অপমানিতেরে আদর করিতে জান,
তাইত হৃদয়ে বিন্দু লজ্জা নাই !

তুমি যে বহিছ অগৌরবের ডালা,
তাইত জীবন এখনও হয়নি ভারি,
গোপনে জপিছ শান্তির জপমালা
এত অপমান তাই সহিবারে পারি !
বহিতেছ ভার সব সুখে সব দুখে,
আমার আঘাত বাজিছে তোমার বুকে,
তবু ত তোমার করুণা পড়ে না মনে,
হৃদয়ে ঝরিছে করুণা-নিঝর-বারি !

উদ্ধত প্রাণ কেন নাহি কর নত ?

স্পর্দ্ধা আমার কেন সহিতেছ স্বামী ?

তুলিয়া লইছ আমার বেদনা ক্ষত

প্রাণ হ'তে প্রাণ ! ওগো আমা হ'তে আমি !

মহা শাসনের রুদ্র রক্ত আঁখি

কেন অন্তরে চির জাগ্রত রাখি,

সকল ভ্রান্তি সকল গর্ব্ব হ'তে

ফিরায়ে লওনা হৃদয় বিপথগামী ?

বিচার প্রার্থী।

তোমারে সঁপেছি দিনের কর্ম্ম,
তোমারে সঁপেছি প্রাণ,
ওহে বিচারক, আপনার হাতে
সুবিচার কর দান।
প্রভাত হইতে সন্ধ্যা আঁধারে,
যত অপরাধ করি বারে বারে,
কিছুই গোপন করিনি তোমারে
যত মান অপমান,
তুমি আপনার হাতে কঠিন দণ্ড
কর কর মোরে দান।

তুমি জান মোর কোন্‌খানে ক্ষতি,
তুমি জান মোর লাজ,
তুমি জান কবে ছলিবার তরে
পরেছি কপট সাজ।

তুমি জান দুখ ভুলিবার তরে
কত না ঘুরেছি বাহির ও ঘরে,
বুকে আঁখিজল মুখে হাসি ভরে',
করেছি শূন্য কাজ ;
প্রভু তুমি জান মোর কোথায় অভাব
কোন্‌খানে মোর লাজ।

তুমি জান আমি অক্ষম অতি
কোন কাজ নাহি জানি,
আশ্রয় করি আমি যার 'পরে
ধূলি মাঝে তারে টানি।
শূন্যতা যাহা ভরি' আছে বুক
নাশিতে খুঁজেছি বাহিরের সুখ,
বেদনায় আমি হ'য়ে যাই মূক
মুখে নাহি ফুটে বাণী ;
দেব তুমি জান আমি অবোধ অবুঝ
কোন কাজ নাহি জানি।

তুমি জান মোর অসার জীবন
অকারণ ঝড় প্রায়,
নাহি ফুটে ফুল নাহি ধরে ফল
শুধু এ উতলা বায়।
শুধু দূরে দূরে ভেসে চলে যাওয়া,
লক্ষ্য বিহীন কূল নাহি পাওয়া,
শুধু এ পাগল অস্থির হাওয়া
আশ্রয় নাহি পায়।
নাথ তুমি জান মোর অসার জীবন
অবোধ ঝড়ের প্রায়।

তুমি জান আমি কি ধন যে চাই
দীর্ঘ জীবন শেষে,
তুমি জান মোর এ জীবনতরী
উতরিবে কোন্ দেশে।
তুমি জান মোর গোপন বারতা,
তুমি শুধু জান হে মোর দেবতা
কত আঁখিজল মাখান সে কথা
ভান করি যবে হেসে ;
ওগো তুমি জান আমি কি ধন যে চাই
দীর্ঘ জীবন-শেষে।

তুমি জান মোর হৃদয়ের কথা
ভাবি যাহা দিবানিশি,
সবার চোখের আড়ালে কতই
কলুষ রয়েছে মিশি।
তুমি বোঝ মোর হৃদয়ের জ্বালা,
কোথায় আঁধার কোথায় বা আলা,
কত গাঁথি আমি অশ্রুর মালা,
কেঁদে ফিরি দশদিশি;
ওহে তুমি জান মোর হৃদয়ের কথা
ভাবি যাহা দিবানিশি।

তুমি জান আমি আশ্রয়হারা,
দুর্ব্বল হিয়া মোর,
তুমি জান কত নব প্রলোভনে
দিবা রাতি করি ভোর!
তুমি জান আমি কত ভুলে ভুলি,
দুঃখের বোঝা নিজ হাতে তুলি,
কঠিন বাঁধন খুলেও না খুলি
বাঁধে যবে মায়াডোর;
প্রভু তুমি জান আমি মূঢ় অচেতন,
দুর্ব্বল হিয়া মোর।

তুমি জান মোর যে সকল কথা
আমি নিজে নাহি জানি,
দর্পণসম দেখিয়াছ তুমি
আমার জীবনখানি।
তাই মোর সারা দিবসের কাজ
তোমারি সমুখে ধরিয়াছি আজ,
তুলে' ধর বুকে, অথবা হে রাজ,
পদতলে ফেল' টানি ;
তোমারি সমুখে মেলিয়া ধরেছি
আমার জীবনখানি।

———

দেব-পূজা ।

হৃদয়-স্বরগ হ'তে অমৃতের ঝারি ল'য়ে হাতে
দিতে গেনু ধরণীর ক্ষুধাতুর মানবের পাতে
স্নেহভরা অন্নপূর্ণা জননীর মত কাছে এসে,
সন্তানের স্নেহ দিনু বুক ভরা ভালবাসা বেসে।
অমৃতের স্বাদে তবু ঘুচিল না ধরণীর নেশা,
বুঝিল না জননীর চির স্নেহ চির সুখ-মেশা।
দেবতার পূজা-অর্ঘ্যে অপমানে করে অনাদর,
দেবতার কণ্ঠমালা লুটাইল ধরণীর 'পর।
পায়ে ঠেলে ফেলে দিল দেবতার নৈবেদ্যের থালি,
পূজার কুসুমে মিছে দিয়ে গেল ম্লানিমার কালী।
দ্বারে দ্বারে ঘুরে ফিরি বুকভরা ল'য়ে পূজাভার,
যে প্রেম মাখিলে হায় আঁচড় না পড়ে দেবতার ;
মানুষ দেবতা হ'ত এই পূজা করিলে গ্রহণ।
হে দেবতা তুলে' নাও সমাদরে দেবত্র ধন !

দয়াকাঙ্ক্ষা।

দিও ওহে আনন্দময়,
আমার প্রাণে তোমার অভয়,
দিও তোমার ফুল্ল মুখের
প্রসন্নতা আমার চিতে ;

দিও হৃদয়-পদ্ম-মধু,
দিও জীবন জীবন-বঁধু,
শান্ত মুখের শান্ত হাসি
দিও আমার হৃদয়টিতে।

দিও মোরে কোমল, সরস,
মুগ্ধ আলিঙ্গনের পরশ ;
ঊষর ভূমি প্লাবন করো
তোমার তরল প্রেমামৃতে ;

দিও তোমার দয়ার ঝারি,
দিও তোমার শান্তিবারি,
ভক্তিবিহীন প্রাণে আমার
ভক্তিধারা উৎসারিতে।

চাওয়া ও পাওয়া।

পাওয়া যদি না থাকিত এ চাওয়ার মাঝে,
বাসনা কামনা তবে মরে যেত লাজে
আপন সরম লয়ে, আঁখিজল বুনে'
চলিত না জীবনের পথ গুনে গুনে।
দুর্লভ নহে যে কিছু দূর নহে দূর,
জীবনেতে এই কথা করিলে মধুর
নূতন রাগিনী দিয়ে ; ঘুরি' পথে পথে
কখন্ ভরেছে প্রাণ আনন্দ-অমৃতে !
সান্ত্বনার নিধি এই লভিয়াছে মন
অনন্ত বিরহ মাঝে অনন্ত মিলন।

অযাচিত।

এতই সহজে ছাড়িয়া আমারে
দিওনা হে প্রভু দিওনা,
তোমারি বাঁধনে রাখ' মোরে ওহে
বাঁধি ;

মোহ-মায়া-জালে হৃদয় কাড়িয়া
নিও না আমার নিও না,
আমি যে গো ওই বাঁধনেরি তরে
কাঁদি।

বজ্র-আঘাত যদি দাও বুকে
তাও আমি আজ স'ব গো,
শিরে তুলে ল'ব তোমার দুখের
দান ;

হৃদয়ের ব্যথা রহিবে মৌন,
একটি না কথা ক'ব গো,
সম্পদ মোরে দিবে এ কঠিন
মান।

এত আলো তুমি কেন দিলে মোর
চোখের সমুখে মেলিয়া,
ধাঁধিয়া নয়ন পথ হ'য়ে যাই
হারা ;

অবোধ হৃদয় অবোধের মত
সকল বিঘ্ন ঠেলিয়া
কত না বিপথে বহায় জীবন-
ধারা।

কেন তুমি মোরে দু'হাত প্রসারি'
ঠেলিয়া ধরিয়া রাখ না ?
কেন প্রভু কেন মুক্তি দিলে গো
মোরে ?

ক্রন্দন শুনি' বজ্র-কঠিন
তুমি কেন হ'য়ে থাক না ?
বেদনায় মোর হৃদয় দাও না
ভরে' ?

ভুবন ভরিয়া কেন এত রূপ
গন্ধ দিয়াছ বিছায়ে,
পথিকের প্রাণ আবেশ-বিভল
করি' ?

সব-রূপ-ডোবা ও রূপের কাছে
সকলি হে নাথ মিছা এ,
সেই রূপে কেন নয়ন দাওনি
ভরি' ?

নয়ন এমন শুষ্ক কেন গো ?
—অশ্রু লয়েছ হরিয়া ?
মুখ-ভরে' দেছ বুক ভরে' দেছ
হাসি ?

এত সম্মান আদর যতনে
কেন দিলে রাণী করিয়া ?
কেন করিলে না শ্রীচরণে চির-
দাসী ?

বোধিলাভ।

লক্ষ এ প্রাণ-হার বাঁধা তব বক্ষে
দুটি স্নেহ-বাহু তব নিশিদিন রক্ষে;
অনিমেষ আঁখিতারা স্নেহাতুরা ধাত্রী
প্রহরায় জেগে আছে চির দিনরাত্রি।
একবার বুকে লও, একবার অঙ্কে,
একবার তুলে' ধর বাহুর পালঙ্কে;
কিছু যেন না হারায়, নাহি যায় শূন্যে;
চোখে চোখে রাখিয়াছ অসীম কারুণ্যে।
কত ঢেউ উঠে পড়ে কত হয় চূর্ণ,
তবু এ সাগর জল চির পরিপূর্ণ।
যে ফুল ঝরিল সে ত ফুরাল না হ'য়ে শেষ,
ফুটিল কোরক হ'য়ে পরিয়া নূতন বেশ।
কোথাও যে সীমা নাই, কোথা নাই অন্ত,
এ জগতে বেঁচে আছে চির-প্রাণবন্ত।
তোমারে জানিছে যবে হৃদয়ের স্পন্দে,
আঁখিজলে ডুবে যায় অসীম আনন্দে।
বিশ্ব এ ভরা আছে তব প্রাণে পরিপূর,
—দুঃখ কি সুন্দর, মৃত্যু কি সুমধুর!

দুঃখের বোধ।

বর্ষাভরা বৃষ্টিঝরা শ্রাবনের সাঁঝে,
তোমার এ নিখিলের মাঝে
অজানিতে ;
বাসনার এ চেতনা নিভে আসে চিতে।
ডুবে যায় আঁখিতারা ;
নেমে আসে শ্রাবনের বৃষ্টি-জল-ধারা
মহা বেগে,
গগন মগন হয় ঘন কালো মেঘে ;
মুছে নেয় শেষ আলো শিখা,
যবনিকা
টেনে দেয় অন্তরের দ্বারে,—
বায়ু বহে বুক ফাটা উচ্চ হাহাকারে।
দিগন্তের সীমা রেখাখানি
আপনারে আরো দূরে নিয়ে যায় টানি,
অসীমের পরপার ;

কোনখানে কিছু নাহি দেখা যায় আর,
সন্ধ্যার আঁধার ছাওয়া
বাদলের হাওয়া
কেঁদে ফিরে
আমার বুকের মাঝে এ পাঁজর ঘিরে।
বাদুড়ের পাখানাড়া,
দু'চারিটি ঝিল্লি কোথা দিয়ে যায় সাড়া,
তরুর মর্ম্মর,
আর নামে জলধারা ঝর্ ঝর্ ঝর্।

মনে হয় মোর
জীবনের বেদনা কঠোর
গলে' যেন আসে
শ্রাবনের এ অধীর গভীর নিশ্বাসে।
অনন্তকালের দুখভার
অমৃত-ভাণ্ডার
খুলে' দেয় হৃদয়ের তলে,
এ বেদনা যেন মোর মণি হ'য়ে জ্বলে

তোমার ও মাথার মুকুটে,
পদ্ম হ'য়ে ফুটে
আছে যেন চিরদিন
অম্লান আনন্দ ভরে বেদনাবিহীন
তোমার বুকের কাছে,
এ বেদনা যেন আছে
আনন্দের নামে
অনন্ত কালের এক গভীর প্রণামে।

এখানে।

এখানে তোমারে পাই মেঘমুক্ত আকাশের তলে,
পরিপূর্ণ নিশ্বাসের পুলকের মত মোর প্রাণে ;
আকাশের আলো যেথা সারাদিন মোর কাণে কাণে
তোমার প্রেমের কথা মধুমাখা স্বুরে গেঁথে বলে।
রজনীর অন্ধকার সুনিবিড় নয়নের জলে
শিশিরের ফোঁটা দিয়ে তোমার প্রেমের বাণী আনে,
ধূলি যেথা ভরে' ওঠে প্রেমে ঢালা সুরে ভরা গানে,
অশ্রু আর হাসি যেথা মণিমালা বুনে' বুনে' চলে।

আকাশ ও বসুধার মাঝে কোন নাই আবরণ,
তোমার আমার মাঝে থাকে নাক কোন বাধা আর,
কুহেলিকা নাহি ঢাকে সুনীল ও উদার গগন,
সংশয় ঢাকে না কভু মধুর ও বদন তোমার।
তৃষিত ব্যাকুল চির আমার এ প্রেমাকুল মন
কোন বাধা নাহি পায় নিশিদিন তোমারে পাবার।

সন্ধ্যার সত্য।

এই সন্ধ্যা আসে প্রতিদিন
আমার নয়ন 'পরে ম্লান জ্যোতিহীন ;
দূর গগনের পার,
শ্যাম বনখানি
শ্যামতর রেখা টানি'
ধূসরের মাঝে হয় ঘন একাকার।

তার পর ধীরে অতি ধীরে,
আঁধারের গোপন গভীরে,
দূরে যায় কাছে যাহা ছিল সাথে সাথে
কর্ম্ম ভারাতুর হাতে,
ছিল যাহা মনে,
ছিল যারা দিবসের প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।

সন্ধ্যার আঁধার শুধু দিয়ে যায় তারে,—
যেজন লুকায় আপনারে
সব চিন্তা তলে,
সেই জনে দিয়ে যায় নয়নের জলে।

যখন আঁধার তলে ঢাকে এ নিখিল
তখন তাহার সাথে মিল।

ওরে মূঢ়, ওরে মন, দেখ্ চেয়ে দেখ্
অন্তরে আছেন সেই এক ;
আর সব দূরে যাক্,
দিবসের কর্ম্ম আর চিন্তা দূরে রাখ্ ;
সন্ধ্যার আঁধার বাণে
প্রাণে প্রাণে
বাধা বিঘ্ন না থাক্ কিছুই :
তুই আর তিনি, শুধু তিনি আর তুই।

নিরুত্তর।

আমি তোমায় খুঁজ্‌ব কোথায়,
এই যে তুমি এই যে ;
তোমায় ছেড়ে বিশ্বে আমার
তিল ঠাঁই আর নেই যে।
এরা বলে—দেখাও তারে
কোথায় সেজন রয়েছে,
শোনাও মোদের তোমার প্রাণে
কোন্ কথা সে কয়েছে।
কি দেখাব কি বলিব
কি শুনাব হায়রে,
'অবুঝ সাথে তর্ক করে'
সময় বহে' যায়রে।
কথায় একি ব্যক্ত হবে,
স্পষ্ট হবে চক্ষে ?
এ কেবলি ভোগ করা যে
গোপন গভীর বক্ষে।

মন দিয়ে যে দেখা তোমায়,
মন দিয়ে যে পাওয়া,
পাগলা ভোলা স্পর্শবিহীন
হর্ষ-আকুল হাওয়া।
এদের কাছে হার মানি যে
দেখা-শোনার দ্বন্দ্বে,
তোমার কাছে হার মানি যে
অতল প্রেমানন্দে।

বিচ্ছেদের লাভ।

তুমি মোরে বাঁধিয়াছ বড় কাছাকাছি,
তোমার নয়ন আলো পড়ে মোর মুখে,
তোমার নিশ্বাস ধারা বহে মোর বুকে,
তাই আমি তব প্রেম আজও ভুলে আছি!
একবার ছাড় মোরে, বিরহে কাঁদাও
একবার দূরে রাখ ক্ষণেকের তরে,
দুনয়নে যেন মোর আঁখিধারা ঝরে,
একবার তব মুখ দেখিবারে দাও!
শিশু যবে মাতৃগর্ভ তেয়াগিতে পারে
তবে সে দেখিতে পায় জননীর মুখ,
তবে সে লভিতে পায় জননীর সুখ,
সে সুখেরই তরে প্রাণ কাঁদে বারে বারে।

মায়ার খেলা।

মায়া তোমার মায়া এ যে!
আমি হ'লাম সৃষ্টি,—
মায়ের কোলে মায়ের বুকে
চেয়েছিলাম মায়ের মুখে
পেয়ে নবীন দৃষ্টি,—
মায়া তোমার মায়া এ যে!

চিনেছিলাম বিশ্ব,
কচি দুটি পায়ের জোরে
কত ভিতর বাহির করে'
দেখে' মধুর দৃশ্য,—
মায়া তোমার মায়া এ যে।

পেলাম ব্যথা হর্ষ,—
প্রাণের সুধা-ভাণ্ডখানি
উঠ্‌ল ভ'রে কানাকানি
ক্রমে বরষ বর্ষ,—
মায়া তোমার মায়া এ যে।

প্রাণে পেলাম দুঃখ,—
কত আঘাত কত সরম,
কত প্রাণের পীড়া চরম,
কতই ব্যথা রুক্ষ,—
মায়া তোমার মায়া এ যে।

ভাঙ্‌ল বাধা বন্ধ,—
ঘুচ্‌ল ক্রমে দুঃখ ভারি,
মুছ্‌ল ক্রমে অশ্রুবারি,
জাগ্‌ল প্রেমানন্দ,—
মায়া তোমার মায়া এ যে।

ব্যর্থ ব্যাকুল মর্ম্ম
রাত্রি পরে রাত্রি জাগি
ব্যাকুল হ'ল তোমার লাগি,
ত্যেজে সকল ধর্ম্ম,—
মায়া তোমার মায়া এ যে।

প্রিয় আমার কান্ত,
বিরহিণী মিল্‌বে ফিরে
মৃত্যু-পারাবারের তীরে,
হে সুন্দর, হে শান্ত,—
মায়া তোমার মায়া এ যে।

সত্য।

গোপন দিঠি দিয়ে তব
দেখিছ এ হৃদয়,
প্রেমের লাগি ভালবাসি
ভয়ের লাগি নয়।
কৃপণ হ'তে পারিনা যে
রাজার মত রাজার সাজে,
সিংহাসনে ভেঙ্গে দেছি
ধূলায় ধূলাময়।
প্রেমের লাগি ভাল বাসি—
জয়ের লাগি নয়।

ধূলার মাঝে খাট্‌ছে যেথা
তুচ্ছতম দীন,
ভিক্ষু যেথা শীর্ণ দেহ
ভিক্ষা মাগি লয়,
সেইখানেতে এলাম নামি
তোমার পায়ে জগত-স্বামী;
দু'হাত দিয়া অহঙ্কারের
গর্ব্ব করি ক্ষয়।

প্রেমের লাগি ভালবাসি—
পাওয়ার লাগি নয়।

বেদন ব্যথা বক্ষে এলে
ভক্তি দিয়ে তুলে'—
পথের কাঁটা মানি নি ত
বাঁধন বাধা ভয়।
প্রতি দিনের ধূলার দাগে
অশ্রু দিয়ে মুছাই আগে,
তার পরেতে পূজার থালি
সাজাই প্রেমময়।
প্রেমের লাগি ভাল বাসি—
চাওয়ার লাগি নয়।

বেদনার মণি।

তোমার বিরহ-ব্যথা নাথ
চির রাত্রি অনিদ্র-নয়ন,
করিতেছে চির অশ্রুপাত,
তোমার বিরহ-ব্যথা নাথ।
তারা হ'য়ে জ্বলি' সারারাত
বেদনায় করিছে বয়ন,
তব ব্যথা করে অশ্রুপাত
নিশি নিশি অনিদ্র-নয়ন।

সেই ব্যথা লাগে মোর প্রাণে
সুকঠিন আঘাতের মত,
সিক্ত করে আমার পরাণে,
সেই ব্যথা লাগে মোর প্রাণে।
তুলে' ধরে অনন্তের পানে
আমার সে হৃদয়ের ক্ষত,
আঁখি-জলে ডুবায় নয়ানে
আঘাতের বেদনার মত।

যেদিন মিলিব মোরা শেষে
নিভিবে কি আলোর দেউটি,
রজনী জড়াবে এলোকেশে
যেদিন মিলিব মোরা শেষে ?
তারাহীন আঁধারের দেশে
হৃদয় পড়িবে লুটি' লুটি' ?
রজনীর গাঢ় এলোকেশে
নিভিবে কি আলোর দেউটি ?

চির-প্রেম।

আমার মিলন আশে তোমার পরাণ
দিকে দিকে ছড়ায়েছে গান।
তারকার লক্ষ দীপ জ্বালি'
সাজায়ে রেখেছে তার প্রেম-অর্ঘ্য থালি ;
ঐ তব অপলক আঁখি
সূর্য্যশশী মাঝে তার স্থির-শান্ত-দৃষ্টিখানি রাখি'
চেয়ে আছে নিশিদিন ; আকাশের নীলিমায়
প্রতীক্ষা তোমার জাগে কানায় কানায়
সুগভীর ; তব গাঢ় অনুরাগ
ছড়াইছে ফাগ—
যুগে যুগে বসন্তের ফুল-দলে ;
জমিয়া উঠিছে প্রেম সর্ব্ব ঋতু তলে।

ওরে মোর অভাগিনী প্রাণ!
বঁধু তোর দিকে দিকে আপনারে করিতেছে দান,
খুঁজিয়া ফিরিছে হায়,
কত দূত পাঠায়েছে কত সীমানায়,—
তবু কি জাগিবি নারে? তবু কি দিবি না সাড়া?
তবু কি রহিবি বঁধু ছাড়া?

হায় হায় রে অভাগি, এখনও আছিস্ বাঁচি'
এখনও কি বুকে তোর ফুল-মালা গাছি
শুখায়নি একেবারে ?
এখনও কি বসন ভূষণের ভারে,
সর্ব্ব দেহ ব্যথিছে না ?
এখনও কি জাগে নাই অসহ্য বেদনা
পাঁজরের আশে পাশে ?
বসন্ত বাতাসে
লাগে নি আগুন ? এখনও কি আছে প্রাণ
এখনও কি দুখে লাজে থামে নাই গান ?

তবে আর দেরী কেন আর,—
ধীরে ধীরে নামাইয়া ফেল্ যত বাধা-বিঘ্ন-ভার ;
তারপর ধীরে ধীরে,
ঘেঁসে আয় বঁধুর এ হৃদয়ের তীরে,
তারপর ধীরে ধীরে
প্রাণ-বধূ মোর !
জড়াইয়া ধর্ বুকে, বঁধুর ব্যাকুল চির-আলিঙ্গন-ডোর।

সুন্দর।

স্তুতি নিন্দার মতিহার আমি ত্যজেছি,
চামেলির ফুলে, জ্যোছনা দুকূলে সেজেছি।
রাখি নাই আজ কোন অভিমান লুকায়ে,
সব অধিকার শেষ করে' দেছি চুকায়ে,
তোমারি চরণ পরশ করিব বলিয়া
অশ্রু-শিশির-শীকরে হৃদয় মেজেছি।

কালী কলঙ্ক সব যেন আজ ঘুচেছে,
লাবণ্য আজ পড়িতেছে তনু ছাপিয়া,
অশ্রুর দাগ আঁখি কোল হ'তে মুচেছে,
সুষমায় আজ অন্তর উঠে কাঁপিয়া।
দেহ মনে আজ সুন্দরতমে বরিয়া
রূপমাধুর্য্যে অন্তর গেছে ভরিয়া ;
রূপ-রাগিনীর মূর্চ্ছনা সম আমি গো
গগনে গগনে তারায় তারায় বেজেছি।

মনের দেখা।

চোখ দিয়ে আজ চাইতে নারি
মন দিয়ে আজ চাই,
ওগো মনের ধন,
রূপ যেখানে অরূপ হ'ল,
শব্দ যেথা নাই ;
রসের প্রস্রবণ।
মিলিয়ে গেছে সকল আলো,
মন সেখানে মন হারাল,
অকারণেই লাগ্‌ল ভাল
রিক্ত এ জীবন।

চোখের তারা হ'য়ে আছ
চক্ষেতে সদাই
ওগো আলোর খনি !
মনের মাঝে খুঁজ্‌লে তবে
ঠাহর খুঁজে পাই,
ওগো মনের মণি !

যদি স্নেহ নিরাকুল দুটি চোখে শুধু চাও,
যদি বুকের মালার কোমল পরশ দাও
তবে মিটে হৃদয়ের ক্ষুধা।

যদি নয়ন দিঠির শুভ্র জ্যোছনা ঢেলে
যদি আমার জীবন-পদ্মেরে দাও মেলে,
সিঞ্চিয়া প্রেম-মধু ;

যদি ভালবেসে এস প্রাণের দেবতা হ'য়ে,
তবে যুগে যুগে নব মানব জনম ল'য়ে
বেঁচে রব আমি বঁধু।

মালা বরণ।

কেন থাকিস্ মনের মাঝে
লুকিয়ে,
সবার মাঝে দিস্‌নে এ ঋণ
চুকিয়ে?
কেন থাকিস্ ঘরের কোণে
কেন থাকিস্ সঙ্গোপনে,
বুকের মাঝে লজ্জাতে মুখ
ঢুকিয়ে?

এখনও কি সময় হ'ল
নারে,
সবার সাথে দাঁড়াতে এক
সারে?
জাগেনি কি বিশ্ব ধরম,
এখনও তোর বাধে সরম,
এখনও তুই পড়্‌বি নুয়ে
ভারে?

সময় বেশী নেই যেরে তোর
বাকি,
আর কত দিন চল্‌বে এমন
ফাঁকি ?
এতে যে তুই নিজেই হারিস্‌,
নিজেরে তুই লুকিয়ে মারিস্‌,
আর কত দিন রাখ্‌বি হৃদয়
ঢাকি' ?

দেব্‌তা যে তোর দাঁড়িয়ে মালা
হাতে,
সবার মাঝে মিল্‌বে সে তোর
সাথে।
এই বেলা তুই বেরিয়ে দাঁড়া
সবার সুখে জাগিয়ে সাড়া
সবার দুখে গভীর অশ্রু
পাতে।

সাজিয়ে নে তোর সেবার পূজা—

থালা,

স্থরু এবার কর্ না জীবন

ঢালা।

গভীর সুখে গভীর প্রেমে

প্রাণ-সাগরে আয়রে নেমে

জীবনদেবের নেরে রতন

মালা!

মাঘোৎসব।

প্রতি দিবসের কাজ ফেলিয়া রেখেছি আজ
আসিয়াছি ছুটে',
দু'হাতে চরণ ধূলি মাথায় লইব তুলি
শ্রীচরণে লুটে'।
হীনতা দীনতা ভার কিছু আজি নাহি আর
জয়ের গৌরবে,
আমার এ চিদাকাশে আনন্দের আলো হাসে
প্রেমের সৌরভে।
আজি এ আলোর বাণে আমার আঁধার প্রাণে
নিভিয়াছে কালী,
তাঁহার আলোক শিখা এঁকেছে জ্যোতির টীকা
স্বর্ণ দীপ জ্বালি'।
সঙ্কীর্ণ মনের লাজ কোথা ডুবিয়াছে আজ
কোথা শঙ্কা, ভয়,
শুনিয়া আহ্বান বাঁশী ছুটিল প্রেমাভিলাষী
নির্ভীক হৃদয়।

শুধু একদিন তরে ভুলিতে আপন পরে
সর্ব্ব দুখগ্লানি,
এত বড় এ নিখিল তার মাঝে নিজ মিল
নিতে হবে জানি।
গ্রহ শশী রবি তারা ঢালিছে আলোকধারা
যে ধরণী 'পরে,
আকাশ জলধি মিশি' যারে চির দিবানিশি
আলিঙ্গন করে,
জনমিয়া সে ধরায় কে ভাবিছে আপনায়
তুচ্ছ, হীন, ম্লান;
তেয়াগিয়া সেই ভুলে চাহ আজি আঁখিতুলে
অমৃত সন্তান।
ছোট সুখে ছোট দুখে জীবনের অভিমুখে
চলেছি সবাই,
সহসা মনের মাঝে ভূমার রাগিনী বাজে,
থমকি' দাঁড়াই।
তখন চাহিয়া দেখি প্রতিদিন করেছি কি
আয়োজন জড়,
সকল সঞ্চয় ছাড়ি' তখন বুঝিতে পারি
প্রাণ কত বড়।

মিথ্যা দিয়ে ঘুচিবেনা হৃদয়ের এ বেদনা
সত্য চাই মনে,
ঢাকি সব প্রয়োজন সত্য লাগি এ ক্রন্দন
জেগেছে জীবনে।
অসত্য হইতে মোরে বেঁধে রাখ সত্যডোরে
হে সত্য আমার,
বাঁচাও আঁধার নাশি', নিয়ে চল অবিনাশী
অমৃতের পার।
আনন্দ-অমৃত-রূপে দেখা দাও চুপে চুপে
আমাদের প্রাণে ;
এবার মোদের সবে বাঁচাও বাঁচাও তবে
প্রেমামৃত দানে।
করজোড়ে আছি চেয়ে অমৃতের ছেলে মেয়ে
হৃদয় চঞ্চল,
ওগো প্রেমামৃত সিন্ধু, ঝরুক্ আনন্দ বিন্দু
ভরুক্ অঞ্চল।

সংশোধন।

আমার মালায় ছিল প্রভু

অনেক কাঁটা, অনেক ভুল,

স্বার্থভরা গ্রন্থি অনেক,

অনেক অভিমানের হুল।

পূজার লাগি' এনেছিলাম

পত্র-পুটের আড়াল ধরে',

ভেবেছিলাম আমার ফাঁকি

চলে' যাবে এম্‌নি করে'।

তোমার কাছে পড়্‌ল ধরা

আমার মেকি—আমার ভুল,

কণ্ঠে তোমার ঠাঁই পেল না

আমার দেওয়া পূজার ফুল।

তুমি কেন সইবে বল

আমার প্রতারণার ফাঁকি?

এখনও যে আছে আমার

অনুতাপের অনেক বাকি!

সারাজীবন বেছে যেন
ফেল্‌তে পারি কাঁটাগুলি,
সহজ যেন কর্‌তে পারি
স্বার্থ-জটিল গ্রন্থি খুলি।
সহজ যেন কর্‌তে পারি
আমার মালা—আমার প্রাণ,
শেষ জীবনে নিও বঁধু
শেষ হৃদয়ের শেষের দান।

রসলোক।

কোন্ গোপনে চল্‌ছে তব

রসের খেলা অহর্নিশ,

সেই রসেরই সাগর সেঁচে

উঠ্‌ছে সুধা উঠ্‌ছে বিষ।

জন্ম হ'তে মরণ শুধু

সেই রসেরে কর্‌ছি পান,

লক্ষ সুখে লক্ষ দুখে

লক্ষ সুরে গাইছি গান।

সেই রসে যে ফুল ফুটিছে,

সেই রসে যে ফল ফলে,

বিশ্বখানি রয়েছে ভরা

সেই রসেতে টল্‌টলে।

সেই রসই যে বইছে নদী,

সেই রসই ছয় ঋতুর বুকে,

সেই রসই ঐ মরণকোলে,

সেই রসই ঐ শিশুর মুখে।

সেই রসই যে দিচ্ছে হাওয়া
পূর্ণ করি এই নিখিল,
সেই রসেতেই মগন হ'য়ে
গগন এমন গভীর নীল।
সেই রসেরই খেলার ছলে
ভাঙ্গা গড়ার চল্‌ছে বিধি,
কোন্ গোপনে রসের লোকে
কর্‌ছ লীলা রসের নিধি ?
সে রস তুমি এমন করে'
অবারিত কর্‌ছ দান,
সেই রসেরই মন্ত্র বলে
সিক্ত হ'ল শুষ্ক প্রাণ।
পাষাণ কারাগারের ফাঁকে
নিদ্রিত প্রাণ চায় জেগে,
গানের তালে হিল্লোলিয়া
তোমার রসের রং লেগে।
আমার প্রাণের রং মহলে
জানে না যে কখন কেউ,—
উৎস হ'তে উৎসারিত
হ'ল প্রেমের রসের ঢেউ।

গীতিকা।

উৎসবে আজ যোগ দিতে তোরা আয়রে সবে,
উৎসবময় মেতেছে আপনি মহোৎসবে।

প্রভু আনন্দেরই রাঙ্গা রংএর
আবির মাখি',
আমি তোমার হাতে বাঁধ্‌ব আমার
প্রাণের রাখী।

সুন্দর দিনে, সুন্দর প্রেমে,
সুন্দর হ'ল মন,
সুন্দর ওহে, লহ লহ মোর
সুন্দর নিবেদন!

ধন্য হ'লাম চরণতলে নেমে,
ধন্য হ'লাম তোমার মধুর প্রেমে,
ধন্য হ'লাম আমি;
ধন্য হ'লাম দুঃখে সুখে আশায়
ধন্য হ'লাম তোমার ভালবাসায়,
ধন্য হ'লাম স্বামী!

আস্‌বে তুমি যেথায় আমি আছি,
তবেই মিলন হ'বে,
তুমি ল'বে আমার মালাগাছি,
মহা মহোৎসবে।

সব ফুল আজ ফোটা চাই,
জ্বলা চাই সব আলো,
সব প্রাণ দিয়ে সব মন দিয়ে
বাসা চাই তাঁরে ভালো।

আজ দুঃখ নিয়ে সরে' থাকা
সাজেই না যে,
তাঁর চরণধূলি লুঠ করে নাও
মনের মাঝে।

ওরে ব্রহ্মের সাথে একটি আসনে
বসিতে হইবে তোরে,
নিজেরে বাঁধিতে হ'বে তাঁর সনে
একটি মালার ডোরে।

তোমার চন্দ্র সূর্য্যের তলে
আমার মাটির দীপখানি জ্বলে,
দুলে ফুল মালা নীচে,
তা নহিলে প্রভু সৃষ্টি তোমার,
এত আনন্দ এত মহিমার
উৎসব হ'ত মিছে।

এই শিশিরেই ফুট্‌বে গো ফুল
এই শিশিরেই ফুট্‌বে,
প্রেম-পরাগে নম্র অতুল
চরণ তলে লুট্‌বে।

বন্ধু এসেছে বন্ধু এসেছে
আলোকের রথে চড়ি,
বিহগ কাকলী গগনে ভেসেছে,—
মধুরে কোমলে কড়ি।
বিজয় পতাকা উড়িয়াছে আর
হৃদয় গগন ঢাকি,
জুটেছি, ফুটেছি, লুটেছি তাঁহার
শ্রীচরণ রেণু মাখি।

গুণী আজ বাজায় বাঁশী
গগন ভরে', হৃদয় ভরে';
এ ডাকে ছুট্‌ল সবাই—
ওরে এ ডাকে জুট্‌ল সবাই,
কে কারে রাখ্‌বে ধরে'?

ওরে তোরা আজ জাগ্‌!
ঘুমে-মোদা-আঁখি মেলে দেখ্‌ ওই
জেগেছে রক্তরাগ।
আজিকে ঘুমাস্‌ নারে,
সুন্দর আজ মালা নিয়ে হাতে
এসেছে তোদেরি দ্বারে।

সুলগন যদি আসিল কাছে,
আর বল তবে কি ভয় আছে
শঙ্কিত, আশাহীন!
অভয়ে বরিয়া জীবনে লহ,—
চরণে তাঁহার লুটায়ে রহ
চিরনিশি চিরদিন।

যেথায় তুমি বন্ধুরূপে আস—
সেথায় তোমায় পাই যে কাছাকাছি,
যেথায় তুমি আমায় ভালবাস,
সেথায় আমি অমর হ'য়ে আছি।

সার্থক মোর জীবন, আমি যে
তোমারি ভুবনে এসেছি ;
তব প্রেম পেয়ে চিরদিন লাগি
বেঁচেছি হে নাথ বেঁচেছি।

তোমার প্রেমে কি সান্ত্বনা আছে
কি সুখ আছে কান্ত,
চির—আকুল চির অধীর হিয়া
হ'ল এমন শান্ত।

আমি তোমায় ভালবাসি, আমি তোমায় চাই,
আজ আমারে বল্‌তে হ'বে তাই।
তুমি আমায় ভালবাস, তুমি আমায় চাও,
এই ছাড়া আর বিশ্বে কিছুই নাই।

তোমায় পাওয়া ফুরাবে না—
আমার এ জীবনে,
আরো চাওয়ার এই বেদনা
জেগেই র'বে মনে।

সম্পদ্ তাঁর পেয়েছি জীবনে হৃদয় ভরি',
দুঃখ সুখের পুষ্প-পাত্র পূর্ণ করি'।
উৎসব দিনে যোগ দিতে তাই এসেছি সবে,
বন্ধুর সাথে এ শুভ প্রভাতে মিলন হ'বে।

শুভ দিনে প্রাণপ্রিয়
অধিকার দিও দিও
চরণ সেবার,
আশা বাসনায় মিশা
জন্ম জনমের তৃষা
মিটুক্ এবার।

বড় আশা ধরে' আছি, বড় আশা করে' আছি
যুগ যুগান্তর,
দেখাও তোমার মুখ, দেখাও তোমার হাসি
হে দুখ-সুন্দর!

নিশি চায় ঐ তরুণ প্রভাত,
আলো চায় ফুল নব,
আমি শুধু চাই তোমারে হে নাথ,
আমি চাই প্রেম তব।

ভুবন গগন ওরূপ দরশে
কি রাগিনী আজ গুঞ্জরিল,
তোমার চরণ-কমল-পরশে
হৃদয়পদ্ম মুঞ্জরিল!

সুন্দর তুমি কি গান ধরেছ
হৃদয়ের যন্তরে,
তোমার চরণ পেয়েছি আমার
অন্তরে অন্তরে।

অন্তরে আজ দেখা দাও তুমি
আনন্দময় সাজে হে,
হে বিশ্বনাথ, দেখা দাও আজি
বিশ্বলোকের মাঝে হে!

ধ্যানের ঠাকুরে দেখিয়াছি আজ
আমারি এ দুই চোখে;
অন্তরে যিনি আছেন, তাঁহারে
দেখেছি বিশ্বলোকে।

তোমারে পেয়েছি, তোমারে পেয়েছি,
এ সুখ ধরে না আমার প্রাণে;
উথলি' উছলি' বহিতে চায় সে—
তোমার যুগল চরণ পানে।

চক্ষের মাঝে চক্ষের মণি আছ,
বক্ষের মাঝে প্রেম-অমৃত যাচ,
একি বিচিত্র রীতি;—
গোপনে হেথায় বরষা-নিঝর-ধারে
ভিজিয়া উঠেছে অন্তর একেবারে,
ঝরিছে তোমার প্রীতি!

রঙীন আলোকে জাগে আনন্দ আকাশে,
কুসুমের বনে নব আনন্দ বিকাশে।
তোমার আঁখির হাসির আলোক লাগিয়া
প্রেম-আনন্দ উঠে মোর প্রাণে জাগিয়া।

ওরে ব্যথাহত ওরে আশাহীন প্রাণ,
এই বেলা তুই করে দে নিজেরে দান।
জীবন-মিতার কমলবদন হেরে
ব্যর্থ জীবন সার্থক করি নেরে।

বন্ধু তোমারে চিনেছি হে,
দেখেছি তোমার হাসি ;
বিনা দামে আজ কিনেছি হে
এত সুখ রাশি রাশি।

বিশ্বের মাঝে আপনা বিলাব আজ,
তেয়াগিয়া এই দুখ অভিমান লাজ।
যোগ দিব এই মহা মিলনোৎসবে,
তবে ত আমার ব্রহ্মবিহার হ'বে।

আমার হৃদয় আলো করে' দেছে
তোমার ও প্রেমালোক,
দু'জনের প্রেম টানিয়া এনেছে
নিখিল বিশ্বলোক।

ওরে আয় তোরা আয় দেখ্‌রে হেথায়
কে এল মোদের মাঝ,
মোরা খুঁজে খুঁজে যারে পাইনি তাহারে
পেয়েছি না খুঁজে আজ।

কামনার ধন ধরা দিতে আজ এসেছে,
বাহুবন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছে প্রিয়,
আনন্দে লাল জোয়ারে হৃদয় ভেসেছে,
রাঙ্গিব তাহার ধবল উত্তরীয়।
উৎসব গেহে তাহারে রাখিব ধরে' ;
বন্ধু আমার পালাবে কেমন করে' ?

সুন্দর তুমি, মঙ্গল তুমি, কান্ত,
সত্য তুমি হে, তুমি হে ভুবন ভূপ ;
চঞ্চল তুমি, তুমি শিব, তুমি শান্ত,
তুমি অমৃত, তুমি আনন্দরূপ।

পেয়েছিস্ তাঁর নিমন্ত্রণের চিঠি,
আয় তোরা আয় আয় ;
কে লভিতে চাস্ বন্ধুর মিঠে দিঠি
উৎসব আঙ্গিনায়।

জীবন আমার নন্দিত হ'ল
মণ্ডিত মণি-হেম,
হে বন্ধু আজ দেখেছি তোমারে,
মেখেছি তোমার প্রেম।

ত্রাতা।

বিপদে মধুর কর
কে তুমি গো সুন্দর ?
আঁধারে ফুটাও কে গো আলোর জ্যোতিঃ ?
আশার কিরণ ভাঙ্গি'
রামধনু রং রাঙ্গি'
অশ্রুমণির দীপে চির-আরতি !
শীতের বুকের মাঝে
জীবনের চির বাসা,
নবীন বসন্তে রাজে
চির প্রেম চির আশা ;
মরণের নীড় হ'তে'
ভাসাও জীবনস্রোতে
জীবনে মরণে ওগো চরম গতি !
সঙ্কটে দুর্দ্দিনে
তুমি পার কর তরী,
বেদনায় তোমা বিনে
কে লইবে ব্যথা হরি' ?

দূর কর প্রহেলিকা,
আঁক রবিকর-শিখা,
দুর্গম পথে ওগো চির সারথী!
সকল ভাবনা ভয়
কেটে যায় নিমেষেই,
কোন ক্ষতি কোন ক্ষয়,
কোনখানে কিছু নেই;
চির সুখময় বেশে
তুমি আছ সব শেষে;
তোমার চরণে লহ প্রাণ-প্রণতি।

ষোড়শোপচার।

(১)

ওহে মৌন, ওহে স্তব্ধ, এ আমার মন
তোমারি আশায় আছে নিদ্রাহীন-আঁখি,
জীবনের চিরনিশি সচকিত থাকি'
খুঁজিয়া ফিরেছে শুধু সমস্ত ভুবন।
পায়নি কাঙ্গাল মোর একমুঠি ধন,—
চকিত চাহনি তব এ আঁধার ঢাকি';
কোন সাড়া পায়নি সে এত ডাক ডাকি',
তবুও চাহিয়া আছে বিরহী নয়ন!

কথা কও, কথা কও নীরবতা ভরি',
কথা কও আজি মোর সংশয় হরিয়া,
তোমার বাণীর লাগি আছি আশা করি'
সহস্র হৃদয় মোর জাগ্রত করিয়া।
আসে যদি বাণী তব বজ্ররূপ ধরি,'
তবু যেন প্রাণ মোর বাঁচিবে মরিয়া।

(২)

যতটুকু দেখা পাই জীবনের ফাঁকে
লক্ষ আঁখি তার মুখে শুধু চেয়ে থাকে;
যতটুকু বাজে বাণী অন্তরের তারে
এ হৃদয় পান করে স্বর-সুধা-ধারে!
যেটুকু সোহাগ পাই, যেটুকু পরশ,—
জীবন জাগিয়া ওঠে অমৃত সরস!

তাই ভাবি যে জনের আভাসের সুখ
নিমেষে ভরিয়া দেয় হৃদয় উন্মুখ,
তার প্রেম ভালবাসা না জানিরে তবে
সে কেমন, সে কেমন, সে কেমন হ'বে!
না দেখে এমন হয় দেখিলে না জানি
কেমন করিয়া মোর প্রাণ নিত টানি';
দেখিলে ঘুচিত বুঝি হৃদয়-বেদনা,
তবে ত আপন বলে' কিছু রহিত না!

(৩)

তোমারে যে দেখি নাই এই মোর সুখ;
দেখিলে মিটিয়া যেত বুঝি মোর আশা,

পরিতৃপ্ত হ'ত বুঝি তৃষা ভালবাসা,
পূর্ণ হ'ত বুঝি মোর শূন্য এই বুক !

তাই তুমি দূরে আছ মনের অতীত ;
টানিছ হৃদয় মোর হৃদয়ের পানে,
তাই মোরে করিতেছ বেদনাব্যথিত,
বেশী করে' যেন প্রাণ তব পায়ে টানে !
যত নাহি পাই তত ব্যথা জাগে প্রাণে,
অতৃপ্ত বাসনা জাগে তোমারে পাবার,
ক্রন্দন ব্যথিয়া ওঠে কাজে, সুরে, গানে,
তোমারে খুঁজিয়া ফিরি আবার আবার।
অজানিত থাক তুমি, থাক অন্তহীন,
আমি যেন তোমারেই খুঁজি চিরদিন।

(8)

তোমারে যে দেখি নাই এযে মহা ভুল
অবোধ মনের ওযে প্রলাপ-কাহিনী ;
আমি কি কখন নাথ ও মুখে চাহিনি ?
তবে কি ফুটিত প্রাণে এ পূজার ফুল ?

আলোক ফুটায় ফুল, ফুল নাহি জানে,
আলোকেরে জানে সে ত আপনার প্রাণ,
আলোকের পায়ে করে আপনারে দান,
তবুও জানে না ফুল এ কিসের টানে।

জীবন উষায় তব আলোকের ভাতি
অভিষেক করে' গেছে আমার হৃদয়,
সেই আলো জেগে আছে সারা দিনময়,
তারা হ'য়ে জ্বলিতেছে সারা দুখ-রাতি।
বুঝুক্ সে না বুঝুক্ এ আমার মন,
আমি ফুল, তুমি মোর আলোর কিরণ।

(৫)

অচিন্ত্য অনন্ত তুমি জানি—তাহা জানি,
অজ্ঞান হৃদয় মোর নাগাল না পায় ;
আমার হৃদয় তাই ছোট করে' আনি
তোমারে নিজের মাঝে রাখিবারে চায়।

তোমার অনেক আছে কোথা পাব সীমা ?
যতটুকু পাই তার আপনার প্রাণে,

ততটুকু আলোকেই আমার গরিমা,
হৃদয় নমিয়া পড়ে শ্রীচরণ পানে।

তোমার অসীম আলো নাহি তার ক্ষয়,
তোমারি রতন নিয়ে আমার বিভব;
হে অসীম, এ তোমার অপমান নয়;
চাঁদের কিরণ সে ত রবির গৌরব।
আমি তাহে বড় হই, আমি হই ভাল,
অম্লান উজ্জল থাকে তব প্রেম-আলো।

(৬)

তুমি আছ, তুমি নাই,—দুই সত্য জানি,
পাওয়া আর না পাওয়ার আছে দুই রূপ;
যেমন তোমার কথা মনে মোর আনি
নিমেষে জ্বলিয়া ওঠে মোর দীপ ধূপ।
এই ভাবি কত কাছে ও হৃদয়খানি,
আবার ভাবিয়া মরি—না, না, এ যে দূর;
এক সাথে দূরে কাছে তোমারেই মানি,
আমার হৃদয় তাই বিরহ-মধুর।

কাছে থেকে দূরে রহ, দূরে থেকে কাছে,
ধরা দাও, আর তুমি ধরা নাহি দাও,
এক সাথে তুমি মোরে হাসাও কাঁদাও,
তাই আমি জানি তব দুটি রূপ আছে।
বল দেব, বল বল, ব্যাকুল এ মন—
এ কি এ বিরহ ? এ কি মধুর মিলন ?

ধ্যান।

মুখের কথা বন্ধ হ'ল,
এবার কথা মনে মনে,
সুরের খেলা সাঙ্গ হ'ল,
এবার খেলা এই গোপনে।
এবার শুধু মনের চোখে
তোমার সনে আমার দেখা,
আমার মনের বিশ্ব-লোকে
তোমার সাথে মিল্‌ব একা;
কেউ র'বে না কোথাও বাকি,
তোমার প্রেমে উদাস হ'ব,
তোমার পায়ে হৃদয় রাখি'
এবার আমি মগন র'ব;
সুখ র'বে না, দুখ র'বে না,
কেবল তুমি, কেবল আমি,
র'বে তোমার এই চেতনা
আমার মনে দিবসযামী।

ধ্যানে তোমার আনন্দ পাই,
শুনি তোমার নীরব কথা,
অহর্নিশি অন্তরে চাই,—
শান্ত তব প্রসন্নতা।
ধ্যানে এবার আমার প্রাণে
তোমার প্রাণে মিলিয়ে ধর,
ধ্যানে এবার মুক্তি দানে
তোমার সাথে যুক্ত কর।

বিবিধ।
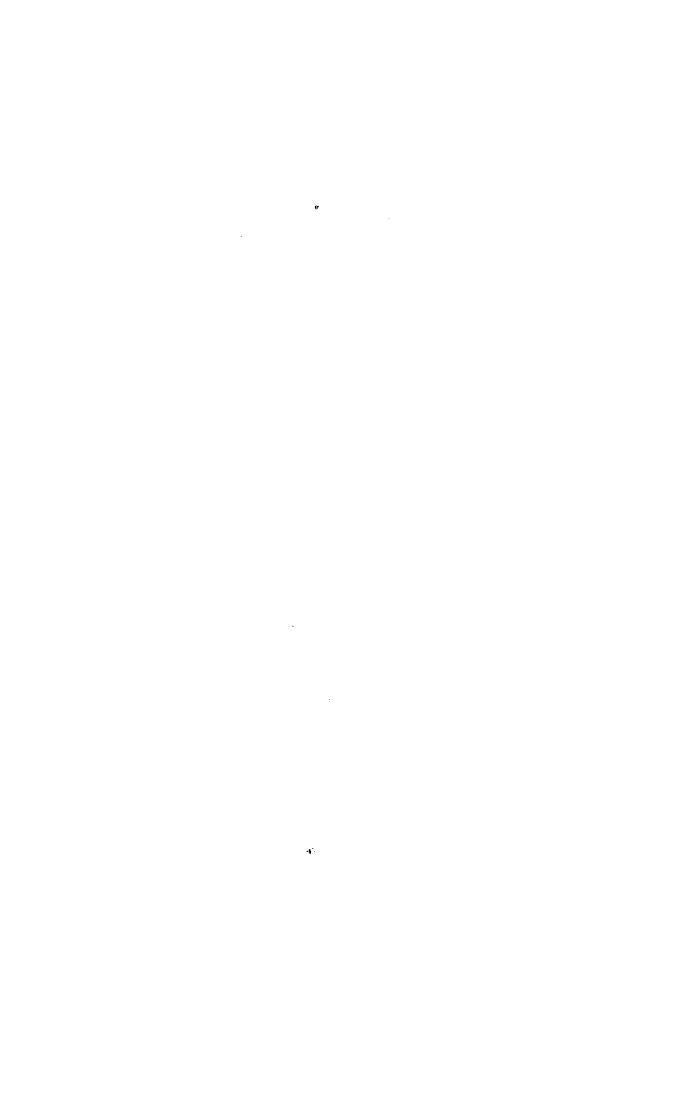
ইন্দ্রপ্রস্থ।

তোমারে দেখিয়া আজ বুঝেছি যা কভু বুঝি নাই,
কত জাতি কত ধর্ম্ম যুগে যুগে লভিয়াছে ঠাঁই
তোমারি বুকের মাঝে, আবার সে হয়েছে বিলীন,
রবি যথা অস্ত গিয়ে আবার ডাকিয়া আনে দিন।

কবে পাণ্ডু পাঁচ ভাই হেথায় করিয়াছিল বাস,
কবে পৃথ্বীরাজ হেথা দৃপ্ত তেজ করিল প্রকাশ,
প্রস্তর নিগড় দিয়ে রেখেছিল নিজ সৈন্যদল,
পাঠানের সাথে হেথা দেখাইল কি যুদ্ধ কৌশল!

চির-স্মৃতি দিয়ে ঘেরা কোথা আজ সে হস্তিনাপুর,
সেই-চারু-শিল্পরাশি কোথায় ভাঙ্গিয়া হ'ল চুর;
আছে মাত্র শুধু তার দু'চারিটি ধ্বংস অবশেষ,
স্বপনঅতীত আজ হিন্দু-প্রিয় বাস্তবের দেশ।

চন্দ্রাবলী কুঞ্জ হেথা কৃষ্ণ যেথা করিতেন খেলা,
বসে যেত মুগ্ধ-প্রাণ গোপিনীর প্রেম-কুঞ্জ-মেলা,
এখনও বাজিছে যেন মাধবের সেই চিরবাঁশী,
প্রাণের মাঝারে রাধা বলিতেছে আসি, আসি, আসি।

বৌদ্ধ আর জৈন তার রেখে গেছে পদাঙ্কের দাগ,
হিন্দু রেখে গেছে তার শিল্প-জ্ঞান, ধর্ম্ম-অনুরাগ।
মারাঠা খোদিয়া গেছে আপনার বীর্য্যবান্ জয়,
কুতব মিনার হেথা পাঠানের কীর্ত্তি-পরিচয়।

তুগলগ বাদ্‌সা যেথা নিজ রাজ্য করিল স্থাপন
সেথায় বিরাজে শুধু কি প্রকাণ্ড মরণের বন!
সপ্ত জাতি, সপ্ত ধর্ম্ম, এরই বুকে সপ্তবার আসি'
অমর করিয়া গেছে বীর্য্যবল, নিজ কীর্ত্তি রাশি!

এখনও দাঁড়ায়ে আছে বেগমের কেলি-লীলা-ঘর,
কাজল-নয়ন কত তুলেছিল হাসির লহর।
ঝলসিয়া উঠেছিল না জানিরে কত হীরা মতি;
সিঞ্জিত চরণে কত জেগেছিল লীলায়িত গতি।

মিঁনা-কারুকাজে ভরা এই সেই চারু স্নানাগার,
বাদ্‌সা বেগমে কত করেছিল জলেতে বিহার।
সহস্র ধারার এই কারুময় নিঝরের তলে
বেগমের কালো কেশ ভিজেছিল গোলাপের জলে।

মতি মস্‌জিদে হেথা ভক্তি যেন শুভ্রতার রূপে—
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য নিয়ে গড়িয়া উঠেছে চুপে চুপে।
প্রতিষ্ঠিল রাজ্য যেন স্বরগেরে করি' লয়ে চুরি
কোথা আজ সেই সব অতীতের স্বপ্ন-মায়াপুরী।

সহস্র সমাধি হেথা নির্ব্বিবাদে আছে পাশাপাশি,
এ যেন গো যুগে যুগে স্তূপীকৃত মরণের রাশি
পুঞ্জিত হয়েছে শুধু নগরের পঞ্জরের পাশ,
—শুধু এক মহা মৃত্যু আজও হেথা করিতেছে বাস।

মৃত্যু-মন্দির।

বাদ্‌শা তুমি, বাদ্‌শাজাদা,
ভারত দেশের অধীশ্বর ;
বাদ্‌শা নামের যোগ্য ছিল
মোহন তব ও অন্তর।
কত যে ধন রত্ন ছিল,
দৌলতে সে অফুরাণ,
বাদ্‌শা পদের মতন তব
প্রেমের রসে সিক্ত প্রাণ।
প্রিয়ার মরণ-স্মরণটুকু
প্রাণের মাঝে ধ্যান করি'
স্ফটিক হ'য়ে অশ্রু আছে
তাজমহলের রূপ ধরি'।
প্রিয়ার শোকের চিহ্নটুকু
শুভ্রচির এই বেশে
আকাশে হাত বাড়িয়ে আছে
নীল যমুনার তীর ঘেঁসে।

অটুট তার উজ্জ্বলতা
সিক্ত চোখের ঐ জলে,
একটি নিটোল মুক্তা সম
আলোর মাঝে টল্‌টলে।
ভাস্‌ছে যেন কাঁপ্‌ছে যেন
নাই কোথাও অধিষ্ঠান,
জানিনা গো, বদ্‌শাজাদা,
দিয়েছ তায় কোন্ পরাণ।
অপূর্ব্ব যা গড়্‌লে তুমি—
দুনিয়াতে তা মিল্‌বে না
অনন্তকাল রাখ্‌ব মোরা
তোমার কাছে এই দেনা।
মৃত্যুরে যে কর্‌লে অমর
গড়্‌লে রসের এই খনি,
এ যে প্রেমের আদর্শ ধন
শিল্পকলার শেষ মণি।

তাজ।

ওগো তাজ ওগো মরণ-দেউল,
সুন্দরী তুমি সুন্দরী,
শিল্পকলার ওগো কোহিনূর,
মুগ্ধ প্রেমের মঞ্জরী!
দুঃখ তোমাতে রয়েছে লিপ্ত,
তোমার রূপের নাহিক কূল,
প্রিয়ার শোকের অশ্রু-সাগর—
মন্থিত তুমি পদ্মফুল!
যমুনা হইতে সদ্য যেন গো
উঠিয়াছ তুমি করিয়া স্নান,
প্রেমের পুণ্য কিরণ এখনো
অঙ্গে তোমার হয়নি ম্লান!
ভূষণ তোমার সাচ্চা পাথর—
ঝলসিত শত আলোর রূপ,
গোরোচনা তব কোরাণ মন্ত্র
দুঃখ তোমার জ্বেলেছে ধূপ।

উপরে উদার অসীম আকাশ নীলিমা ঢালা
ছয় ঋতু এসে প্রীতি-সম্ভারে সাজায় থালা।
পদতলে ওই গরজে জলধি গভীর রবে
দিকে দিকে দিকে মাধুরী লুটিছে নিখিল ভবে!

এর মাঝে তুমি জন্ম লভেছ যাঁহার প্রেমে
তাঁহার চরণ বন্দন কর ভূমিতে নেমে;
কৃতজ্ঞতায় সিক্ত নয়ন চরণে রাখি
পবিত্র তাঁর পদধূলি লও মাথায় মাখি।

দুঃখ যেমন এসেছে জীবনে বেদনা দিতে
হর্ষ তেমন দোলা দিয়ে গেছে হৃদয়টিতে,
অমৃত আর গরল পেয়েছ সমান ভাগে
সব যেন আজ কৃতজ্ঞতায় প্রকাশ মাগে!

দুঃখ বেদনা আঘাত-চেতনা দেছেন যিনি
আজীবন তুমি তাঁহার যুগল চরণে ঋণী!
আনন্দ মাঝে মানুষ হয়েছ সুখেরে সেবি
দুঃখ তোমারে দগ্ধ করিয়া করেছে দেবী।

মনে কর সেই শৈশব দিন গিয়েছে কিবা
তরুণ জীবনে হৃদয়ে হর্ষ নয়নে বিভা,
বদনে হাস্য অধরে হাস্য পড়িছে টুটি'
ক্ষুদ্র আঙ্গনে সকল ভগ্নী ভ্রাতায় জুটি !

মায়েরে ঘেরিয়া পরীর দেশের গল্প শোনা
রাজার ছেলের তেপান্তরেতে আনা ও গোনা !
রাজ কন্যার সুখের কথায় মোদের হাসি,
সাতটি চাঁপার দুঃখে অশ্রুসলিল রাশি ।

পক্ষীরাজের কল্পরাজ্যে উড়িয়া যাওয়া
হরিশ রাজার হারাণ রাজ্য ফিরিয়া পাওয়া,
রামায়ণ মহাভারত তখন কি সুখ দিত
আরব দেশের আজব ব্যাপার রাশীকৃত !

এমনি করিয়া কেটেছে মোদের তরুণ বেলা
শুধু হাসি গান গল্পগুজব শুধুই খেলা,
উঠিয়াছে রবি মধ্যগগনে প্রখর করে
অবশ চরণ চলিতে চাহে না বেদনা ভরে।

প্রাণে আছে আজও দীপ্তি উজল নয়নে জ্যোতিঃ
শক্তি রয়েছে বরিতে দুঃখ সহিতে ক্ষতি,
আজ যা রয়েছে কাল তা রবে না এইটি ভেবে
সকল কালের সকল মধুটি টানিয়া নেবে।

দুঃখকাতর বেদনাতাপিত ব্যথিত যারা
দেখুক্ তোমার হৃদয়ে বহিছে অমিয়ধারা,
অন্ধজনের ভ্রান্ত কুহেলী দেখাও মুছি'
গোপন হৃদয়ে ভাতিছে তোমার হীরক কুচি।

পাপী তাপী জনে দেখাও ভূতলে স্বরগ আছে
দূরে নয় সে ত তোমারি গোপন প্রাণের কাছে
দূরে যাক্ আজ মিথ্যা মনের মিথ্যা বলা
দেখুক্ তোমাতে বিশ্বগুণীর শিল্পকলা!

পুণ্যাহ আজ, পুণ্য কিরণ উঠুক্ জেগে
ধন্য হউক ধরণী তোমার চরণ লেগে!
মঙ্গল আর সুন্দর প্রেমে হাসুক্ ধরা
তোমারে লভিয়া ঋদ্ধি মানুক্ বসুন্ধরা!

ঠাকুরদাদা।

শীর্ণ তোমার তনুখানি লয়ে উঠেছ সাতাশি বর্ষে
তাই আজ তব মঙ্গল গীতি গাহি মঙ্গল হর্ষে।
একে একে একে জীবন খাতায় পূরেছে ছিয়াশি অঙ্ক
নব বৎসরে করি আবাহন ফুকারিয়া শুভ শঙ্খ।

লক্ষ্য রাখিয়া সত্যের দিকে চলিয়াছ দিবা রাত্রি
বুঝিয়াছি দাদা বুঝিয়াছি তুমি অনন্ত পথযাত্রী।
চক্ষের জ্যোতি নিভিয়া এসেছে শিথিলিয়া এল চর্ম্ম
কর্ম্ম-জগতে তবুও তোমার পূরেনি সকল কর্ম্ম!

অনেক দেখেছ অনেক শিখেছ বুকে লয়ে নব শক্তি
হে দাদাঠাকুর তাই তব পরে আপনি হতেছে ভক্তি।
এত পথ বাহি সমুখে তোমার পড়িয়া রয়েছে পন্থ
দীর্ঘ সাতাশি অধ্যায়ে গাঁথা যেন একখানি গ্রন্থ।

ভক্তির স্রোতে স্নেহনদী যেন মিলিয়াছে এক সঙ্গে,
তাই আজ মোরা আনন্দ করি উৎসব করি রঙ্গে।
মথিত করিয়া অন্তরতম শুভ কামনার সিন্ধু
বলিঅঙ্কিত কপালে তোমার আঁকি অক্ষয় বিন্দু।

আমাদের আর তোমার মাঝারে বাঁধা আছে স্নেহসূত্র,—
তোমার মতন আয়ু যেন পায় তোমার দুহিতা পুত্র,
এই চাই যেন যমের রাজার গর্ব্ব করিয়া চূর্ণ
নাতি নাত্নির শুভকামনায় এক শত হয় পূর্ণ!

বাঙ্গালী সৈন্য।

তোদের হেরিয়া আজ মহানন্দ জাগে মনে মনে,
মহা তৃপ্তি মহা আশা হৃদয়ের নিভৃত গোপনে
পুষ্ট হ'য়ে ওঠে ধীরে,
জড়তার পুঞ্জীভূত তিমিরের তীরে
বিচ্ছুরিয়া পড়ে যেন ক্ষীণ রশ্মি রেখা—
ভাগ্যদেবতার চির বিধি-লিপি লেখা
তোদের ললাট'পরে,
তোদের অন্তরে
জাগিয়াছে কোন্ মহা প্রলয়ের সাড়া
তুলিয়াছে দীপ্যমান্ তীক্ষ্ণ মুক্ত খাঁড়া
মাথার উপরে,
আসিয়াছে দৃপ্ত-তেজ, তাই ঘরে ঘরে
তুচ্ছ করে' সর্ব্ব সুখ, তুচ্ছ করে' প্রাণ
মৃত্যু মহাযজ্ঞ হ'তে আসিয়াছে সাদর আহ্বান!

সেই ভাল, সেই ভাল,
এ আঁধারে বিদ্ধ করি জ্বলিয়াছে সমরের আলো,
দীপ্তি তার পড়িয়াছে তোমাদের মুখে
আশার দুন্দুভি আজ বেজেছে সম্মুখে
কাঁপাইয়া শিরা উপশিরা,
আত্মসম্মানের হীরা
আহরিয়া আন্ আজ মরণ-প্রাঙ্গন হ'তে
লক্ষ ধারা বিমিশ্রিত শোণিতের স্রোতে
ধুয়ে নে নামের কালী,
তোদের জীবন দিয়ে মরণের পুণ্য অর্ঘ্য খালি
পূর্ণ করে দিয়ে আয় ;
কে কোথায়
না মরিয়া, না শিখিয়া দিতে প্রাণ
লভিয়াছে মহা জন্ম, মহাখ্যাতি, জীবন সম্মান ?

কোন্ দেবী—এ কোন্ শঙ্করী
যাঁহার ললাটে বক্ষে আছে পূর্ণ করি
সর্ব্বনাশা হাসি
বীরের হৃদয় রক্তে বাজাইছে প্রলয়ের বাঁশী ?

নবস্ফুট জীবনের—যৌবনের তুলি লক্ষ ফুল
কত মহাজাতি তাঁরে সাজাল অতুল
পরাইল কণ্ঠমালা,
প্রাণ দিয়ে ভরে' দিল তাঁহার চরণ অর্ঘ্য থালা!

তোরা আয় ছুটে আয় বীর
মরণের নাম শুনে উন্মত্ত অধীর
মহানন্দ ভরে
আজ তোরা লক্ষ যুগ পরে
ছুটে চল্ বক্ষে লয়ে জননীর ধ্রুব আশীর্ব্বাদ
নিরানন্দ দেশে আজ মহাপ্রাণ স্বাধীন অবাধ
নিয়ে আয় ভাই
নূতন করিয়া মোরা নবজন্ম গড়িবারে চাই।
অনাদৃত দেশে আন্ গৌরবের শিখা
পরে আয় মৃত্যুজয়ী অমৃতের চিরোজ্জ্বল টীকা!

মঙ্গল গান।

জন্মোৎসব এসেছে তোমার
আনন্দে হৃদি লুটে,
এনেছি মনের পূজা সম্ভার
হৃদয় পত্রপুটে।
এ শুধু আমার প্রাণের প্রণাম
বেশী কিছু নয় আর,—
আনন্দ মোর দিতেছে তোমায়
আনন্দ উপহার।
মণি জহরৎ নহে কিছু ভাই
এ শুধু ফুলের মত
ভক্তি পরাগে আনন্দরসে
যুগল চরণে নত।
বিচার করিয়া দেখার মতন
কিছু নাহি এর মাঝে
চরণের কাছে তুচ্ছ বলিয়া
ফেলে রাখা শুধু সাজে!

ভুলে যেও মোর গানের বাক্য
মনে রেখো তার সুর
মোর গানে যদি তোমার জীবন
হয় আরো সুমধুর,
তোমার দুখের উপরে যদি সে
বুলায় রংএর তূলি
হেসে ওঠে যদি হৃদয় তোমার
ভাবনা বেদনা ভুলি',
দুঃখের দিনে শান্তির সুধা
ঢালে যদি অবিরাম
তুচ্ছ আমার গানের সুরটি
ঐখানে পাবে দাম!

তব স্নেহ দেখ লভিছে প্রসার
দিনে দিনে লোকে লোকে
সুন্দর হ'তে সুন্দরতর
হতেছ মোদের চোখে!
দরদী তোমার কোমল হৃদয়
নিরহঙ্কার প্রাণ,

মন-ঢালা তব সেবা, আমাদের
করে গৌরব দান!
মনে করো না এ মিথ্যা বিনয়
মনে মানিও না লাজ,
আপনার মনে আপন জীবনে
বড় করে নাও আজ!
ব্রহ্ম তোমারে যত বড় করে
দেখেছেন তাঁর চোখে
নিজেরে তেমনি দেখে নাও আজ
তাঁহারি নয়নালোকে!

কোথায় দুঃখ কোথায় বেদনা
কোথায় মৃত্যুভয়,
অবিনশ্বর জেগে আছে প্রাণ
চির আনন্দময়!
যুগে যুগে মোরা পেয়েছি তোমারে
আপনার জন বলে
নহিলে কেমনে একটি জীবনে
এত আপনার হ'লে?

জন্ম জন্ম পাই যেন পুনঃ
লোক লোকান্তে পাই,
আমাদের এই বাবা মার কোলে
এর বাড়া সাধ নাই !

* * *

ভেবে দেখ আজ কিবা সুন্দর
শৈশব গেছে কেটে
পিতার মাতার স্নেহঅমৃত
ভ্রাতা ভগিনীতে বেঁটে।
নিত্য নূতন খেলা আয়োজন
সেকি হাসি, সেকি গান,
ছোট ছোট মনে ছোট ছোট সুখ
হাল্কা সরল প্রাণ।
নদী তীরে বসে মাছ ধরা আর
আম পাড়িবার ধূম,
রাজপুত্রের গল্প শুনিয়া
সন্ধ্যা হতেই ঘুম।

বর্ষার দিনে ঝুপ ঝুপ জল
ঝর্ ঝর্ করে পাতা
বাল্যমধুর কণ্ঠে মোদের
শিবঠাকুরের গাথা।

মনে কর সেই বন্ধু-মিলন
জোড়া বেঁধে চলে যাওয়া
ছুটাছুটি করে লুকোচুরি খেলা
'খস্তাখুনি'র চাওয়া।

তেমনি ত আজো রয়েছি সকলে
তেমনি ত আছি প্রাণে
মাঝ হ'তে শুধু কয়টি বরষ
চলে গেছে কোন্ খানে।

মায়ের কোলের দোলার দোলটি
রয়েছে প্রাণের সাথে
মার চুম্বন মাখা আছে আজও
জীবনের পাতে পাতে!

ক্রমে ক্রমে ক্রমে বুঝিলে জানিলে
মানিলে ধরার রীতি
আপন জনেরে টানিয়া অপরে
করিতে শিখিলে প্রীতি।

পরের দুঃখ বুঝিতে শিখিলে
হাসিলে পরের সুখে
আকাশব্যাপ্ত জ্যোছনা কিরণ
নামিল ধরার বুকে!

নির্ঝর ক্রমে নদী হ'ল শেষে
হ'ল সে অসীম পারা :
হৃদয়ে বহিছে মন্দাকিনীর
বিশ্ব-প্রেমের ধারা।

দেখে দেখে দেখে মন ভরে ওঠে
চোখ ভরে ওঠে জলে,
স্নেহ মিশ্রিত ভক্তি আমার
হৃদিতটে ছলছলে।

শান্তি তোমার অঞ্চল তলে
নিচোলে তোমার শিল্পকাজ,
মরণ তোমার বক্ষের 'পরে,
নিরুপমা তুমি মোহিনী তাজ।

মাঙ্গলিক।

দুলাইয়া দেরে কুসুমের হার
মঙ্গল ঘটে দুয়ার সাজা,
ঘরে ঘরে কর্ দীপালী বাহার
পবিত্র শুভ শঙ্খ বাজা।
আনন্দে, গীতে, গন্ধে, বর্ণে
উচ্ছ্বসি উঠে প্রাণের হাসি,
লোহিতে, হরিতে, রজতে, স্বর্ণে
বিকশিছে হৃদি-পুলকরাশি।
মন্দ পবন ঘুরে ঘুরে মরে
প্রাণের মধুর সাহানা রাগে,
হাজার ধারায় আনন্দ ঝরে,
নয়নে হাসির কাজল লাগে।
দেরে উলুধ্বনি, জ্বালা দীপ জ্বালা
সাজাইয়া ঘট আমের ডালে,
তুলে ধর্ ওরে বরণের ডালা
আয়োজন ভার সোণার থালে।

গীতি মঙ্গল।

অভিনন্দন করিব বলিয়া আসি নি আজি
বন্দন লাগি এনেছি আমার কমল রাজি।
চরণের তলে প্রাণের প্রণামী রাখিতে দিও
একবার শুধু বক্ষের কাছে তুলিয়া নিও।

বরষ এসেছে ঘুরেছে আবার কালের চাকা
এখনও তোমার নয়নে অধরে লালিমা আঁকা ;
পুরাণর ছাপ পড়েনি এখনও জীবনে তব
তরুণ দিনের মতন এখনও রয়েছ নব।

নিজেরে ভেবো না তুচ্ছ, মলিন, করো না নীচু
ভাগ্যে দূষিয়া অবমাননায় মেনো না কিছু।
মনের দৃষ্টি বিস্তারো আজ মনের মাঝে
সঙ্কোচ আজ রাখিও না মিছে শঙ্কা লাজে।

আত্মতৃপ্তি আত্মপ্রসাদ হৃদয়ে রেখো
তুচ্ছ জীবনে উচ্চ করিয়া সদাই দেখো।
হৃদয়ে রাখিও নিজ আদর্শ সবার বড়
আপন মনের মতন করিয়া জীবন গড় !

পদ্ম যেমন সূর্য্যে চাহিয়া আপনি ফুটে
বর্ণভঙ্গে, গন্ধে, পরাগে, পত্রপুটে।
পঙ্ক যেমন পঙ্কজে নাহি মলিন করে
ফুটাও তেমনি জীবন-পদ্ম মহিমা ভরে।

এ ফুলে শুষ্ক করো না মিথ্যা তপন তাপে
আঁচড় এঁকো না ব্যথিত মনের বেদনা ছাপে,
করিও না হেলা শেষে একদিন যাইবে বুঝা
এ ফুলে হইবে বিভুর চরণ-পদ্ম-পূজা।

সব কলঙ্ক আবর্জ্জনারে বাহিরে ঠেলো
লাঞ্ছনা আর অপবাদ রাশি সরায়ে ফেলো!
কুটিল জটিল বিশ্ব-নাট্য-রঙ্গ-ফাঁকে
সাধ্বী তোমার অন্তর যেন শুদ্ধ থাকে!

ভেবে দেখ' আজ কত সুন্দর মোদের ধরা
কত সুখে কত সরস হরষে প্রেমেতে ভরা,
কত পবিত্র, কত সুমধুর, কত না সাদা
প্রিয়জন-বাহু-আলিঙ্গনের-বাঁধনে বাঁধা!

ওষ্ঠের কাছে মাখা থাক্ আহা
হাসির জ্যোছনা লেখা
সীঁথির সীমায় আঁকা থাক্ ওই
রক্ত সিঁদূর রেখা।
সকলেরে সুখী করিয়া আপনি
চিরসুখে তুমি রও,
সতী হৃদয়ের পুণ্যের তেজে
চিরায়ুষ্মতী হও।

খোকার জন্ম।

খোকা রে মোর হৃদয়মণি,
মায়ের ভালবাসার খনি,
কোথায় ছিলে লুকিয়ে চাঁদের আড়ালে ;
হটাৎ এসে আমার বুকে,
চাঁদের মত নিটোল মুখে,
আমার প্রাণে সোহাগ সুধা বাড়ালে।

গ্রহ-শশী-সূর্য্য-তারা
হ'ল যে আজ কিরণহারা,
আমার বুকে এ কোন্ শশী উদিল ?
পদ্মমুখে নয়ন রাখি,
পাপ্‌ড়ি দিয়ে সরম ঢাকি,
কমলিনী লজ্জাতে চোখ মুদিল !

এই লালিমা অধর কোণে
কোন্ সে পারিজাতের বনে
লুকিয়েছিল ঊষার রাঙ্গা তনুতে ?

তুমি সেথায় নিরিবিলে
কোন্ সকালে জন্ম নিলে,
জড়িয়ে গেল তোমার অণু অণুতে।
কালো দুটি চোখের তারায়
মুগ্ধ মম দৃষ্টি হারায় ;
বুকে বাঁধি দুটি বাহুর বাঁধনে।
স্তন্যধারা আপনি ছুটে
মধুর তব অধর পুটে,
রক্ত নাচে তোমার হাসি-কাঁদনে।
ওরে আমার আশার মুকুল
ছাপিয়ে গেল প্রাণের দুকূল
স্নেহ-পারাবারের প্লাবন সলিলে ;
ওগো আমার প্রাণের কুচি,
ওগো আমার পুণ্য শুচি,
মোর জীবনে জীবনরূপে ফলিলে !

আগমনী।

কনক চাঁপা ফুলটি আমার মালঞ্চে আজ ফুট্‌ল গো!
কচি তনুর গন্ধটুকু আকাশ পানে উঠ্‌ল গো!
মধু মুখের মদের লোভে
ভ্রমর মেতে বেড়ায় ক্ষোভে,
অকালে আজ বসন্তোদয় মলয় এসে জুট্‌ল গো!

রাজার দুলাল এসেছে আজ রেশম দোলা দুলিয়ে দে!
ওরে তোরা সোহাগ বাঁধা সোণার চামর ঢুলিয়ে দে!
ফুলের মত কোমল এ গায়
আঁচড় যেন লাগ্‌তে না পায়,
সর্ব্ব দেহে দুঃখহরা তপ্ত চুমা বুলিয়ে দে!

ঘর যে আমার আলোয় আলো, আলোর সোহাগ গড়িয়ে যায়!
চাঁদের কিরণ-অঞ্জলি আজ নাম্‌ল বুকের এই দাওয়ায়!
কচি অধর দুগ্ধ ধোয়া
কচি মুখের একটু ছোঁয়া
ভরে' দিল বুকের খালি স্নেহামৃত-সোহাগ ছায়।

তুলনা।

মা কহিছে খোকায় ডেকে
"কিসের মত তুই ?
কিসের মত ও তোর মধুর হাসি ?
তুই কি সকাল বেলায় ফোটা
পবিত্রতার জুঁই ?
তাই কি ভালবাসি বাছা
তাই কি ভালবাসি ?"
বল্‌ছে খোকা মধুর হেসে "না গো,
তোমার ভালবাসার মত মা গো !"

মা কহিছে, "তুই কি যাদু
তারার মত ছোট ?
অমনি তর উজল করা প্রাণ ?
একটু খানি ফোটা সে তার
একটু ফ'টো ফ'টো
একটু খানি হাসি কি তুই
একটুখানি গান ?"
বল্‌ছে খোকা মায়ের বুকে "না গো,
আমি তোমার প্রাণের মত মা গো !"

অদ্ভুত ইচ্ছা।

আমি যদি সঙ্গোপনে বাছা তোর কচি মনে
বাঁধিবারে পারিতাম বাসা,
দেখিতাম ছোট বুক ভরা ছোট সুখ দুখ
কোমল ও কচি ভালবাসা !
সেথায় এ শশী রবি না জানি কেমন ছবি ?
সেথায় ধরণী মিঠে কত ?
এই নদী এই জল এই ফুল এই ফল
না জানি সে কিসেরই বা মত ?
এ আলো কেমন আলো ? এ বাতাস কত ভাল ?
এ পাখী কেমন গাহে গাছে ?
আমি শুধু ভাবি তাই বড় সেথা কিছু নাই,
সব কিরে ছোট হ'য়ে আছে ?
বল্ বল্ বল্ যাদু সুখ সে কেমন স্বাদু
হাসি যার এত মধু ঢালা,
দুখ সে কেমন ফুটে, কচি ঠোঁট ফুলে উঠে
ঝরে পড়ে মাণিকের মালা !

চুপি চুপি যদি গিয়ে দেখিতাম উঁকি দিয়ে
ফুলের মতন কচি মন,
বুঝিতাম যদি মণি, ভরে' সে সোহাগ খনি
মায়ে ভাল বাসিস্ কেমন!

মায়ের আনন্দ।

যতবার দেখি তোরে ততবার ভাবি
কি বিচিত্র তুই,
কোথা অন্ত কোথা আদি খুঁজে মরি পাই না কিছুই!
আমার জীবন মাঝে এই তোরে পাওয়া,
এ পাওয়া ত কম নয়,
ওরে মোর প্রাণময়,
এ যেন স্বরগ হ'তে পারিজাত হাওয়া!
তাই তোরে যত দেখি এই মনে হয়
অরূপ এ দেহ মাঝে অপরূপ দেহ তব,
কোথা হ'তে হ'ল বাছা তোমার উদয়!
আমারি শোণিতে স্নাত বিকশিয়া উঠেছিস্ ফুলে;
এতটুকু হাসি গান,
এতটুকু কচি প্রাণ,
বুদ্বুদিয়া উঠেছিস্ জীবন-সাগর-উপকূলে;
তবু তোর ধারণা কে করে,
ঐ অতটুকু প্রাণে আমার ভুবন ভরি'
ক্ষরিয়া ক্ষরিয়া মধু ঝরে!

আলো হয়ে গেল মোর আঁধার প্রাণের সর্ব্ব ঠাঁই
দুখ সে লাগিল মিঠে,
অশ্রু অমৃতের ছিটে,
ঘুচিল বালাই।
তোরে দেখে পলক না ফেলি,
তোর সাথে সাথে যেন
বিশ্ব ভরা শিশু আসি
মোর প্রাণে করে সদা আনন্দের কেলি!

আদর।

তোরে কোলে করে মনে হয় বাছা ঘুচেছে সকল তাপ,
নয়নে হৃদয়ে জেগে ওঠে শুধু সোহাগ-পুলক-ছাপ।
মনে হয় যেন যুগ যুগান্ত কোথা হয়ে গেল লয়
সেই ব্রজধাম আসিল ফিরিয়া আমার পরাণময়।
বাছা সত্য যে হয় মনে,—
মোর কোলে আজ পেয়েছি গোপাল নন্দের নন্দনে।

বুকে নিয়ে তোরে মনে হয় মোর কিছু ত অভাব নাই,
নিমেষের মাঝে কোথা ডুবে যায় জীবনের এ বালাই।
মনে হয় যেন পুণ্যের ফলে করিয়াছি অর্জ্জন
এই জীবনেতে শত জন্মের চির সাধনার ধন!
বাছা পূরে যায় সব সাধ
মনে হয় যেন পাইয়াছি মোর চির পূর্ণিমা চাঁদ।

তোর কচি মুখে করি যবে বাছা মধু চুম্বন দান,
সুধা সাগরেতে ডুব দিয়ে যেন করে অন্তর স্নান।

মনে হয় যেন কোথা চলে যায় জীবনের এ আঁধার
তুই কি আমার পুণ্য রবির আলোক-উৎসধার ?
; বাছা সত্য করিয়া বল্
চুম্বিয়া তোরে তাই ফুটে মোর সঙ্গীত শতদল ?

খোকার হাসি।

আঁখি মুদে ভাবি একি প্রথম ফাগুনে
কোকিল ডাকিল কুহু বলি',
পল্লব-শ্যামল তাই ফুল বনে বনে
ফুটিল কি গোলাপের কলি!
ভাবি একি দূরাগত চকোরের গান
স্বরগ হইতে চুরি করা,
চাঁদের কিরণে তাই ভরে' গেল প্রাণ,
ডুবে গেল মোহ মুগ্ধ ধরা!
ভাবি একি ইন্দ্রানীর নূপুর নিক্কণ
তরল রাগিনী কলধার,
হৃদয়ে নামিয়া এল স্বরগের ধন,
বহিল কি অমৃত পাথার!
না না, এ যে আরো মিঠে আরো মধুময়,
কি মায়া সৃজিল চারি পাশে,
চেয়ে দেখি জুড়াইয়া আমারি হৃদয়
খোকা মোর গলা ধরি, হাসে!